জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নকল্পে

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০

প্রতিমন্ত্রী
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সম অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার নারীর উন্নয়নের স্বার্থে সিডোও, বেইজিং পস্নাটফর্ম ফর এ্যাকশন সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষর করছে এবং তা বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার প্রতিশ্রম্নতিবদ্ধ। নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য এবং নির্যাতন দূরীকরণে জন্য দেশের প্রচলিত বিবিধ আইন সংস্করণ এবং পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও প্রতিকার) আইন ২০১০ প্রনয়ন করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন, সমসুযোগ, সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় উন্নয়নে মূল স্রোতধারায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত হয়েছে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১।

এই নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়আগামী ১০ বছরে নারী উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে ধারাবাহিকতা, সমন্বয় ও গতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৩ প্রণয়ন করার উদ্যোগ নিয়েছে।জাতীয় কর্মপরিকল্পনা সব পর্যায়ের নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কর্মসূচী প্রণয়নে সহায়তা করবে। আশা করা যায় এই কর্মপরিকল্পনাটি সবক্ষেত্রে নারীর অধিকার ও সমান সুযোগ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর জন্য প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৩ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় মূখ্য ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়কে যেমনঃ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়,যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়,প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পলস্নী উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় , শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সার্বিকভাবে সহায়তা করার অনুরোধ জ্ঞাপন করছি।

সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশের মূল জনগোষ্ঠীর অর্ধেক নারীদের সমসুযোগ ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করে নারীকে সার্বিক উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্তকরণের জন্য জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। নারীর উন্নয়ন ও ড়্গমতায়ন, নারীদের অংশগ্রহন অধিকতর বৃদ্ধির পড়্গে সমর্থন যোগানো , তাদের অবদানকে সর্বার্থে ও সর্বড়্গেত্রে স্বীকৃতি দিয়ে এই সমর্থন বাড়ানোর জন্য জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করা হয়। সুবিধাবঞ্চিত ও প্রতিবন্ধি নারীদের অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ সহযোগিতার কথা উলেস্নখ করার পাশাপাশি সহিংসতা দমন, বৈষম্য নিরসন, শিড়্গা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো ইত্যাদি বিষয়ের উলেস্নখ করা হয়েছে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এ এবং এখানে নারীদের উন্নয়নে সরকারের সব ধরনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রম্নতির প্রতিফলন ঘটেছে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নের লড়্গ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন করেছে । এই কর্মপরিকল্পনা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি, বেসরকারি পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, সুশীল সমাজ, বিভিন্ন সংগঠন, বিভিন্ন এনজিওসমূহের সাথে আলাপ-আলোচনা ও মতামত গ্রহনের ভিত্তিতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে অংশগ্রহনমূলক প্রক্রিয়ায় প্রণীত হয়েছে। জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় বর্তমান কর্মসূচীর পাশাপাশি ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর বিবরন, বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংশিস্নষ্ট প্রতিষ্ঠানের কথা উলেস্নখ করা হয়েছে। সেই সাথে কর্মসূচী বাস্তবায়নের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। সকল ড়্গেত্রে নারীর সম সুযোগ ও সম অধিকার বাস্তবায়নে, নারীর উন্নয়ন ও ড়্গমতায়নের জন্য সরকারি - বেসরকারি পর্যায়ে কর্মসূচী প্রণয়নে এই পরিকল্পনা সহায়তা করবে। এছাড়াও দেশের অগ্রগতির লড়্গ্যে গৃহীত বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনায় অন্তর্ভূর্ক্ত নারী উন্নয়ন বিষয়ক নীতি ও কর্মসূচীর সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণ এবং এড়্গেত্রে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর আলোকে সুষ্ঠু সমন্বয়ের কর্মসূচী প্রদান ও নারী উন্নয়ন বিষয়ক নীতি ও কর্মসূচীর বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা প্রদান করবে এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনা।

আমি দৃড়ভাবে বিশ্বাস করি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় অন্যান্য সহযোগী মন্ত্রনালয়, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়্গ্যে ক্রিয়াশীল সংগঠন, বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, মানবাধিকার সংগঠন এর সহায়তায় জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নের লড়্গ্যে প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়ন করবে।

আদ্যক্ষরা

BANBEIS	Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics
BANSDOC	Bangladesh Scientific Documentation Centre
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics
BCS	Bangladesh Civil Service Administration Academy
BCSIR	Bangladesh Council for Scientific and Industrial Research
BKSP	Bangladesh Krira Shikha Protisthan
BPATC	Bangladesh Public Administration Training Centre
BPFA	Beijing Platform For Action
BTRC	Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission
CEDAW	Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Aganist Women
DTS	Detective Training School
DWA	Department of Women Affairs
GRB	Gender Responsive Budgeting
HPNSDP	Health, Population and Nutrition Sector Development Program
ICT	Information and Communication Technology Policy 2009
JATI	Judicial Administrative Training Institute
JMS	Jatio Mohila Shangstha
LCG-WAGE	Local Consultative Group on Women Advancement and Gender Equality
MDG	Millennium Development Goals
MTBF	Medium Term Budgetary Framework
NAEM	National Academy for Education and Management
NAPD	National Academy for Planning and Development
NCWCD	National Council for Women and Children Development
NHCVAWC	National Helpline Centre for Violence against Women and Children
NILG	National Institute of Local Government
NTCC	National Trauma Counselling Centre
OCC	One-Stop Crisis Centre
OCC	One-Stop Crisis Cell
SME	Small and Medium Enterprise
VGD	Vulnerable Group Development
WSC	Women Support Centre
WSSC	Women Survivor Support Centre

সূচিপত্রঃ

১	প্রথম ভাগঃ ধারণাগত কাঠামো	পৃষ্ঠা নং
১.১	পটভূমি	৯
১.২	জাতীয় কর্মপরিকল্পনার প্রেক্ষাপট	৯
১.৩	জাতীয় কর্মপরিকল্পনার রূপরেখা	৯
১.৪	পদ্ধতি	১০
১.৫	জাতীয় কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ	১০
১.৬	ধারণাগত কাঠামো	১০
১.৭	বাস্তবায়নের সময়সীমা	১১
২	দ্বিতীয় ভাগ : জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের ম্যাট্রিক্সসমূহ	
২.১	নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ	১৩
২.২	কন্যাশিশুর উন্নয়ন	২৩
২.৩	নারীর প্রতি সব ধরণের নির্যাতন দূরীকরণ	৩৪

২.৪	সশস্ত্র সংঘর্ষ ও নারীর অবস্থা	৪৬
২.৫	শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ	৪৮
২.৬	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৫১
২.৭	জাতীয় অর্থনৈতিক সকল কর্মকান্ডে নারীর সক্রিয় ও সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ	৫৩
২.৮	নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণ	৫৯
২.৯	নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন	৬২
২.১০	নারীর কর্মসংস্থান	৬৩
২.১১	জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট এবং জেন্ডার বিভাজিত ডাটাবেইজ প্রণয়ন	৬৭
২.১২	নারী ও প্রযুক্তি	৭০
২.১৩	নারী ও খাদ্য নিরাপত্তা	৭২
২.১৪	নারী ও কৃষি	৭৪
২.১৫	নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন	৭৮
২.১৬	নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন	৮৩

২.১৭	স্বাস্থ্য ও পুষ্টি	৮৭
২.১৮	গৃহায়ন ও আশ্রয়	৯৩
২.১৯	নারী ও পরিবেশ	৯৬
২.২০	দুর্যোগ পূর্ববর্তী, দুর্যোগকালীণ ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নারী ও শিশুর সুরক্ষা	৯৮
২.২১	অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নারীর জন্য বিশেষ কার্যক্রম	১০৩
২.২২	প্রতিবন্ধী নারীর জন্য বিশেষ কার্যক্রম	১০৭
২.২৩	গণমাধ্যম ও নারী	১১০
৩	তৃতীয় ভাগ : বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন	
৩.১	জাতীয় কর্ম পরিকল্পনার বাস্তবায়ন	১১৫
৩.২	প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কৌশল	১১৬
৩.৩	বাস্তবায়নের কৌশল	১১৮
৩.৪	টেকসই বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপ	১২০
৩.৫	জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সম্পৃক্ত কমিটিসমূহ	১২১

	এবং পরামর্শক	
	জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৩ প্রণয়ন-এর লক্ষ্যে ওয়ার্কিং গ্রম্নপ (এনেক্স-১)	১২২
	জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৩ প্রণয়ন-এর লক্ষ্যে টেকনিক্যাল কমিটি (এনেক্স-২)	১২৬

১.০প্রথম ভাগঃ ধারণাগত কাঠামো

১.১ পটভূমি:

বিগত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নে উলেস্নখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাংলাদেশের নারীদের জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং দেশের প্রচলিত নানা আইনের ভিত্তিতে সরকারের প্রতিশ্রম্নতির পরিচায়ক। নীতিটির শুরম্নতে আছে বাংলাদেশে নারীদের অবস্থা, রাজনৈতিক সংগ্রামে ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তাদের অংশগ্রহণ এবং দেশের উন্নয়ন-পরিকল্পনায় তাদের সম্পৃক্ততার বিবরণ। নারীদের অংশগ্রহণ অধিকতর বৃদ্ধির পক্ষে সমর্থন জোগানো, তাদের অবদানকে সর্বার্থে ও সর্বক্ষেত্রে স্বীকৃতি দিয়ে এই সামর্থ্য বাড়ানোর পক্ষেও বক্তব্য রয়েছে নারীনীতিতে। সহিংসতা দমন, বৈষম্য নিরসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো; বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, অনগ্রসরশ্রেণী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলোর নারীদের বিশেষ সহযোগিতার কথাও বলা হয়েছে এখানে। ২২টি মূল লক্ষ্যের পাশাপাশি ২৫টি সংশিস্নষ্ট বিষয়ের উপর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণিত আছে। যেমন: কন্যাশিশুর সুরক্ষা, শিক্ষার জন্য প্রণোদনা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সুযোগ, সম্পত্তি অর্জন ও নিয়ন্ত্রণ, ঋণ, জমি, বাজারব্যবস্থা, খাদ্যনিরাপত্তা, কৃষিকাজ, সারাজীবন স্বাস্থ্যসেবা, আশ্রয়, দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্বাসন। সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধী নারীদের অবস্থা সম্পর্কে উদ্বেগ ও উদ্যোগ রয়েছে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এ।

১.২ জাতীয় কর্মপরিকল্পনার প্রেক্ষাপট:

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নারী উন্নয়ন বিষয়ক সরকারি প্রতিশ্রম্নতির পরিচায়ক। এই কর্মপরিকল্পনাটি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে আগামী ১০ বছরে বাস্তবায়িত হবে। সরকারি, বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যাক্তি, প্রতিষ্ঠান, এনজিওসমূহের প্রতিনিধিদের সাথে আলাপ-আলোচনা ও মতামত গ্রহণের ভিত্তিতে এটি প্রণীত হয়েছে। জাতীয় কর্মপরিকল্পনা সব পর্যায়ের নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কর্মসূচী প্রণয়নে সহায়তা করবে। এই কর্মপরিকল্পনাটি সব ক্ষেত্রে নারীর অধিকার ও সমান সুযোগ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে। ১৯৯৭ সালে বেইজিং পস্ন্যাটফর্ম ফর একশন-এর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে। তবে ২০১১ সালে এসে বাংলাদেশের নারীসমাজ প্রথমবারের মতো একটি জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি লাভ করে, যেখানে নারীদের উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের সব ধরনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রম্নতির– যেমন: বেইজিং পস্ন্যাটফর্ম ফর একশন, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডো) ও অন্য বহু বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটেছে।

১.৩ জাতীয় কর্মপরিকল্পনার রূপরেখা:

নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৩ তিন (৩) ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে ভূমিকা ও নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটির লক্ষ্য, রূপরেখা ও ধারণাগত কাঠামো অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ভাগে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এ বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়ের ভিত্তিতে একটি ম্যাট্রিক্স দেয়া হয়েছে। কার্যক্রমে ম্যাট্রিক্সে প্রত্যেকটি লক্ষ্যের বিপরীতে উলেস্নখ করা হয়েছে বর্তমান কর্মসূচী, পাশাপাশি ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর বিবরণ, বাস্তবায়নকারী মূল ও সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংশিস্নষ্ট প্রতিষ্ঠানের কথা। সংশিস্নষ্ট মন্ত্রণালয় বিভাগের আওতাধীন সরকারী বেসরকারী দপ্তর, প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থার দায়িত্ব ও উক্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।এই ম্যাট্রিক্সে প্রত্যেকটি কর্মসূচীর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ তে বর্ণিত সহায়ক সেবা (অনুচ্ছেদ ২৮) এবং দুর্দশা গ্রস্থ নারী (অনুচেছদ ৪১) সম্পর্কিত অনুচেছদ দু'টির বিষয়বস্ত অন্যান্য সকল অনুচেছদে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে বিধায় আলাদাভাবে ম্যাট্রিক্স দেখানো হয়নি। তৃতীয় ও শেষভাগে জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি কিভাবে বাস্তবায়ন করা হবে– এর অগ্রগতি পরিমাপের পদ্ধতি, মূল্যায়ন প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১.৪ পদ্ধতি:

নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনাশুধুমাত্র বেইজিং পস্ন্যাটফর্ম ফর একশন-এ বর্ণিত বিষয়সমূহকে ধারণ করে না, সেই সাথে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এ বর্ণিত সব বিষয়কে বাস্তবে রূপদেয়ার জন্য সামগ্রিক কর্মসূচী নিয়ে কথা বলে। এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনা দেশের মূল জনগোষ্ঠীর অর্ধেক নারীসমাজের উন্নয়নে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপ ও প্রতিশ্রুতি এবং দেশের সব ক্ষেত্রে জেন্ডারসমতা নিশ্চিত করার কথা মনে করিয়ে দেয়।এই কর্মপরিকল্পনা দেশের নারীদের সামগ্রিক উন্নয়নে জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও দ্বি-পাক্ষিক সম্পদের যথাযথ ও সুষ্ঠু ব্যবহার করতে সহায়তা করবে মর্মে প্রত্যয় ব্যক্ত করা যায়। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি প্রণয়ন করতে অনেক প্রাথমিক বা প্রাইমারি তথ্য-উপাত্তের এবংসেকেন্ডারি তথ্যের সাহায্য নেয়া হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিশেষকরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে সব মন্ত্রণালয়ের উইড ফোকাল পয়েন্ট-এর মতামত নেয়া হয়েছে। নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর আলোকে বিভিন্ন থিমেটিক বিষয়, যেমন: কৃষি, প্রযুক্তি, দুর্যোগ প্রভৃতিবিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সুচিন্তিত মতামত নেয়া হয়েছে। মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয় খসড়া পরিকল্পনার ওপরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সুশীলসমাজ, নারী-অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ক্রিয়াশীল সংগঠন ও অন্যান্য নারী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের মতামত সংগ্রহ করেছে দুটি জাতীয় পর্যায়ের কনসালটেশন এবং ওয়ার্কিং গ্রম্নপের সভার মাধ্যমে। এছাড়া এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি প্রণয়ন করার পূর্বে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাবার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা এবং বিভিন্ন দেশের নারী উন্নয়ন বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গভীর অভিনিবেশ সহকারে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

১.৫ জাতীয় কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ:

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নকল্পে প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ:

- নারী উন্নয়নকে জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচীর একটি গুরম্নত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে চিহ্নিতকরণ।
- সরকারি সব মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিওসমূহ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের জন্য একটি সমন্বিত ও সুপরিকল্পিত নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রদান।
- নারী উন্নয়নের জন্য গৃহীত বর্তমান কর্মসূচীর সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণ এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর আলোকে সুষ্ঠু সমন্বয়ের কর্মসূচী প্রদান।
- নারী উন্নয়ন ও নারী অধিকারের স্বপক্ষে প্রণীত দেশীয় আইন, নীতি আন্তর্জাতিক সনদ ও দলিলসমূহের বাস্তবায়ন।
- সার্বিকভাবে জাতীয় উন্নয়নে নারীদের অবদানের স্বীকৃতি দেয়া।

১.৬ ধারণাগত কাঠামো:

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা আগামী ১০ বছরে নারী উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে ধারাবাহিকতা, সমন্বয় ও গতিশীলতা নিয়ে আসবে। বাংলাদেশের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নে এই কর্মপরিকল্পনা একটি উলেস্নখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে থাকবে। কেননা জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি দেশের নারীদের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে নারীদের জন্য সমান সুযোগ ও তাদের বিরম্নদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণের নিশ্চয়তার প্রেক্ষিতে প্রস্তুত করা হয়েছে। সেই সাথে এই নীতি বাংলাদেশ সরকার স্বীকৃত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিল ও ঘোষণায় প্রদত্ত নারী উন্নয়ন বিষয়ক অঙ্গীকারসমূহকেও প্রতিফলিত করে। এই ধরনের দলিলসমূহের মধ্যে রয়েছে নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডো), বেইজিং পস্ন্যাটফর্ম

ফর একশনস, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ ইত্যাদি। সেই সাথে এছাড়াও দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত নারী উন্নয়ন বিষয়ক নীতি ও কর্মসূচীসমূহের সফল বাস্তবায়নের দিক-নির্দেশনা প্রদান করে এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনা।

১.৭ বাস্তবায়নের সময়সীমা:

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নকল্পে প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি দেশের নারীদের সামগ্রিক উন্নয়ন, তাদের অবস্থা (Condition) ও অবস্থানের (Position) পরিবর্তনের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত তিনটি (৩) সময়সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধঃ

- স্বল্পমেয়াদি(২ বছরের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য)
- মধ্যমেয়াদি(৫ বছরের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য)
- দীর্ঘমেয়াদি (১০বছরের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য)

২.০ দ্বিতীয় ভাগ: জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের ম্যাট্রিক্সসমূহ

২.১ নারীর মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি২০১১-এর আলোকে নারীর মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতানিশ্চিতকরণেরক্ষেত্রে নারী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ম্যাট্রিক্স:

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশিস্নষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
১৭.১ মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার সকল ক্ষেত্রে, যেমন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী ও পুরম্নষ যে সমঅধিকারী, তার স্বীকৃতি স্বরূপ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ করা।	সংবিধান • অনুচ্ছেদ ২৮ (১), ২৮(২) ও ২৮(৩) পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) • প্রেড়্গিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) আইন • পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ এবং সুরড়্গা) আইন, ২০১০ • মানব পাচার (প্রতিরোধ ও দমন) আইন, ২০১২ • নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ • বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন, ১৯২৯	রাজনৈতিক • প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, বিরোধীদলীয় নেত্রী, সংসদ উপনেতা এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি পদে নারী। বর্তমান মন্ত্রিপরিষদে ৬ জন নারী। সংসদে নারীর জন্য সংরড়্গিত আসন ৫০এ উন্নীত,একজন নারীহুইপ। • ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত সদস্য পদে এবং সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার সংরড়্গিত কাউন্সিলর পদে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রবর্তন। • উপজেলা পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যানের সংরড়্গিত পদে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রবর্তন। • পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক পরিষদের মহিলাদের জন্য ৩টি আসন সংরড়্গিত।	স্বল্পমেয়াদি • সব স্থানীয় নির্বাচনে ৫০% নারীর প্রার্থিতা বিষয়ে আইন প্রণয়ন • নারী সংসদীয় সদস্যদের সুনির্দিষ্ট নির্বাচনী এলাকা বরাদ্দ • আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যবস্থাপনা পর্ষদে সদস্য হিসেবে ৫০% নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ। • গৃহস্থালি শ্রমিক অধিকার বিষয়ক আইন প্রণয়ন • 'সমকাজে সমমজুরি' নিশ্চিতকরণে সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও'র সমন্বয়ে পর্যবেড়্গক কমিটি গঠন। • জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ ও জেন্ডার সমতা অর্জন, কমিউনিটি/ গ্রাম পর্যায়ে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে ইউনিয়নভিত্তিক সচেতনতা কার্যক্রম সম্প্রসারণ • কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সম্প্রসারণ।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়,লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ। সহায়ক মন্ত্রণালয় বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃশ্রম ও কর্মসস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়কমন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বেসরকারি সংস্থাসমূহ।

[১]Small and Medium Enterprise (SME)
[২]Vulnerable Group Development (VGD)

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশিস্নষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
	• যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০ • মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহ • নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডো) অনুচ্ছেদ১ ও ৩ • জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র ১৯৪৮ অনুচ্ছেদ ৭ • বেইজিং পস্নাটফর্ম ফর এ্যাকশন ১৯৯৫ • সিডো অপশনাল প্রটোকল ২০০০ • সহস্রাব্দ উন্নয়ন লড়্যামাত্রা	অর্থনৈতিক • ১.৫০ লড়্গ নারী শ্রমিক বিদেশে কর্মে নিয়োজিত। • নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ১০% এসএমই[১] ফান্ড সংরড়্গিত • পোশাক শিল্পে ৮০% নারী-শ্রমিক নিয়োজিত। • নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রয়াস (জয়িতা) কর্মসূচীর মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের পণ্য উৎপাদন ও বিপণন সুবিধা প্রদান • বিভিন্ন দড়্গতাভিত্তিক প্রশিড়্গণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক • ইউনিয়ন পর্যায়ে মাতৃকালীন ভাতার প্রবর্তন • পৌরসভায় গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রবর্তন • মাতৃকালীন ছুটি পূর্ণ বেতনে ছয় মাস পর্যন্ত প্রবর্তন	মধ্যমেয়াদি • জেন্ডার সমতা বিষয়ক কার্যক্রমের বিষয়টি শিড়্গা ও প্রশিড়্গণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণ • কিশোর-কিশোরী ক্লাবের কার্যক্রম ও সংখ্যা সম্প্রসারণ • পারিবারিক পর্যায়ে জেন্ডার সমতাভিত্তিকচর্চা অনুসরণের কার্যক্রম গ্রহণ দীর্ঘমেয়াদি • নির্বাচনের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে রাজনৈতিক দলসমূহে ৫০% নারীর অংশগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ।	

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশিস্নষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
		• ভালনারেবল গ্রম্নপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি)[২] • খাদ্য ও জীবিকা সুরড়্গা কর্মসূচী • কিশোর-কিশোরী ক্লাব (৩৭৯টি) • নারীবান্ধব ও জেন্ডার সমতাভিত্তিক বিভিন্ন প্রণোদনা মূলক প্রচারণা।		
১৭.২ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডো)-এর প্রচার ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহ • নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ১৯৭৯ (সিডো[৩]) • বেইজিং পস্নাটফর্ম ফর এ্যাকশন ১৯৯৫[৪] • প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২১)অধ্যায় ১,অনুচ্ছেদ ১.৩ প্রোমোটিং জেন্ডার ব্যালেন্স • সহস্রাব্দ উন্নয়ন লড়্গ্যমাত্রা[৫]	• সিডো সনদের বাংলা অনুবাদ এবং পকেট বুক প্রকাশ। • সিডো ফ্রেমওয়ার্কের আলোকে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিবেদন জাতিসংঘের সিডো কমিটিতে উপস্থাপন করা। • মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহে উইড ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ।	স্বল্পমেয়াদি • যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে মন্ত্রণালয়ে সিডো জেন্ডার মেইনস্ট্রেমিংউইং সৃষ্টি, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর[৬] ও জাতীয় মহিলা সংস্থায়[৭] পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তার অধীনে সিডো বাস্তবায়ন ও জেন্ডার মেইনস্ট্রেমিং সেল স্থাপন করা। • মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর-এর অধীনে সিডো বাস্তবায়ন সংশিস্নষ্ট ওয়েবসাইট পরিচালিত হবে। • সিডো রিপোর্ট-এরকনক্লুডিং রিমার্কস-এর বাস্তবায়ন করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ:মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সহায়ক মন্ত্রণালয় বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা: শিড়্গা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ,

[৩]Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Aganist Women (CEDAW)
[৪]Beijing Platform For Action (BPFA)
[৫]Millenium Development Goals (MDG)
[৬]Department of Women Affairs (DWA)
[৭]Jatio Mohila Shangstha (JMS)

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশিস্নষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
			• মন্ত্রণালয়, জেলা ও উপজেলাভিত্তিক জেন্ডার ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা। • মাধ্যমিক শিড়্গা পাঠ্যক্রমে সিডো অন্তর্ভুক্তকরণ। • সিডো এর মনোসামাজিক ও আর্থসামাজিক কার্যক্রমগুলোর মূল প্রতিবন্ধকতা সনাক্তকরণ এবং সেগুলো দূরীকরণের জন্য মন্ত্রণালয়/মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর/জাতীয় মহিলা সংস্থা-এর আওতায় ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা।	তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিকার কমিশন, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থা ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।
১৭.৩ নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন সংশোধন ও প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা।	সংবিধান অনুচ্ছেদ ২৮ (১), ২৮(২) ও ২৮(৩)। পরিকল্পনা ও নীতি • প্রেড়্গিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ (অধ্যায় ১,অনুচ্ছেদ ১.৩ প্রোমোটিং জেন্ডার ব্যালেন্স) • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) আইন • পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ এবং সুরড়্গা) আইন, ২০১০ • মানবপাচার (প্রতিরোধ ও দমন) আইন, ২০১২		স্বল্পমেয়াদি • প্রণীত আইনসমূহ পর্যালোচনার লড়্গ্যে সংশিস্নষ্ট মন্ত্রণালয়, মাননীয় সংসদ সদস্য, আইনজীবী, মানবাধিকার ও নারী অধিকার সংগঠন-এর সমন্বয়ে টাস্কফোর্স গঠন। • গঠিত টাস্কফোর্স সাংবিধানিক সমতা ও সিডো ফ্রেমওয়ার্কের আলোকে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক ও নারী অধিকার নিশ্চিতকরণে প্রণীত আইনসমূহের সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করবে। • তথ্য কমিশন নারী অধিকার বিষয়ক সব তথ্যের সর্বোচ্চ প্রচার মনিটর করবে। • আইন সংস্কার কমিশন-এর কার্যক্রমে জেন্ডার সমতা এবং নারী আইনজীবীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ। • সকল ধর্মের বিবাহ রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলককরণ এবং একটি ইউনিফর্ম রেজিস্ট্রেশন ফর্ম প্রণয়ন।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সহায়ক মন্ত্রণালয় বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়,তথ্য অধিকার কমিশন ও আইন সংস্কার কমিশন।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশিস্নষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
	• নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ • পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২, • আইসিটি এ্যাক্ট ২০০২ • যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০ • দন্ডবিধি, ১৮৬০ • এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২ • এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ • মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন, ১৯৭৪ • মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ • হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন, ২০১২ আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহ • সিডো ১৯৭৯, অনুচ্ছেদ ১৫		মধ্যমেয়াদি • উত্তরাধিকার, তালাক ও বিবাহের অধিকার নিশ্চিতকরনে আইন প্রণয়ন । • মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯, হিন্দু পারিবারিক আইনসমূহের সংশোধন।	
১৭.৪ বিদ্যমান সকল বৈষম্যমূলক আইন বিলোপ করা এবং আইন প্রণয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত কমিশন বা কমিটিতে নারী	সংবিধান অনুচ্ছেদ ১০, ২৭, ২৮ (১), ২৮ (২) ও ২৮ (৩) পরিকল্পনা ও নীতি	• তথ্য কমিশনে নারী কমিশনার নিয়োগ • জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে নারী সদস্য নিয়োগ • আইন সংস্কার কমিশনগঠন।	স্বল্পমেয়াদি • প্রণীত আইনসমূহের সীমাবদ্ধতা পর্যালোচনার লক্ষ্যে সংশিস্নষ্ট মন্ত্রণালয়, মাননীয় সংসদ সদস্য, আইনজীবী, মানবাধিকার ও নারী অধিকার সংগঠনের সমন্বয়ে টাস্কফোর্স গঠন।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়কমন্ত্রণালয় সহায়ক মন্ত্রণালয় বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
আইনজ্ঞদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।	• প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২১)অধ্যায় ১, অনুচ্ছেদ ১.৩ প্রোমোটিং জেন্ডার ব্যালেন্স • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা(২০১১-২০১৫) আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহ • সিডো ১৯৭৯,অনুচ্ছেদ ১৫		• সব কমিশনে জেন্ডার বিশেষজ্ঞ নিয়োগ নিশ্চিতকরণ। • প্রতিটি কমিশনের টার্মস্ অব রেফারেন্সে জেন্ডার সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করা।	সংস্থাঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিকার কমিশন, আইন কমিশন, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।
১৭.৫ স্থানীয় বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোন ধর্মের, কোন অনুশাসনের ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে নারী স্বার্থের পরিপন্থী এবং প্রচলিত আইন বিরোধী কোন বক্তব্য প্রদান বা অনুরূপ কাজ বা কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-১৫) • প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২১) • ফতোয়া বিষয়ক উচ্চ আদালতের রায় ।		স্বল্পমেয়াদি • ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও স্থানীয় প্রশাসনকে ফতোয়া বিষয়ক উচ্চ আদালতের রায় ও নির্দেশনা সম্পর্কে অবগতকরণ। • মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থারমাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে নারীনীতিসম্পর্কে ব্যাপকভাবে প্রচারণা চালানো। • সালিশকারদের জেন্ডার সংবেদনশীলতা, ফতোয়া বিষয়ে হাইকোর্টের নির্দেশনা এবং প্রচলিত আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান। • বিচারবহির্ভূত কোনো শাস্তি না দিতে সালিশকারদের সচেতন করা। • স্থানীয় প্রশাসন বিচার বহির্ভূত ঘটনা, উদ্যোগ এবং মন্তব্য প্রতিহতকরণ।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, লেজিসলেটিভ ওসংসদ বিষয়ক বিভাগ।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশিস্নষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
১৭.৬ বৈষম্যমূলক কোন আইন প্রণয়ন না করা বা বৈষম্যমূলক কোন সামাজিক প্রথার উন্মেষ ঘটতে না দেয়া।	সংবিধান অনুচ্ছেদ ২৭ ও ২৮। পরিকল্পনা ও নীতি • প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২১) • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। (২০১১-২০১৫) আন্তর্জাতিক কনভেনশন • সিডো ১৯৭৯অনুচ্ছেদ ৫		স্বল্পমেয়াদি • জেন্ডার সংক্রান্ত নতুন আইন প্রণয়নের ড়্গেত্রে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ গ্রহণ। • স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় প্রশাসন এ ধরনের সামাজিক প্রথার উন্মেষ ঘটতে না দেওয়ার ব্যাপারে সফল কর্মসূচী গ্রহণ। • গঠিত টাস্কফোর্স কর্তৃক সংশিস্নষ্ট বিষয়ে কার্যকর পদড়্গেপ গ্রহণ।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃধর্ম বিষযক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়,তথ্য কমিশন, আইন কমিশন, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।
১৭.৭ গুণগত শিক্ষার সকল পর্যায়ে, চাকুরিতে, কারিগরি প্রশিক্ষণে, সমপারিতোষিকের ক্ষেত্রে, কর্মরত অবস্থায় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যায় নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা।	সংবিধান • অনুচ্ছেদ ১৫ (১), ১৫ (২), ১৫ (৩) ও ১৫ (৪) পরিকল্পনা ও নীতি • প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২১) • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) • জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি, ২০১১ • জাতীয় শিড়্গানীতি, ২০১০	• অবকাঠামো সৃষ্টি নারীবান্ধব হাসপাতাল সমুহের নারীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি • মাতৃকালীন ছুটি পূর্ণবেতনে ছয় মাস বৃদ্ধি • ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কার্যক্রম • শিড়্গা উপ-বৃত্তি পরিধি বৃদ্ধি • কারিগরি শিড়্গার ড়্গেত্র বৃদ্ধি • কর্মজীবী নারীদের জন্য অধিক হারে হোস্টেল স্থাপন • অধিক হারে ডে-কেয়ার সেন্টার চালু।	স্বল্পমেয়াদি • মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের টার্মস্ অব রেফারেন্সে মজুরির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা এবং মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা। • সমমজুরির বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা। মধ্যমেয়াদি • সব সরকারি হাসপাতালকে নারীবান্ধব হাসপাতাল হিসেবে পরিণত করা। • জেলা পর্যায়ে কর্মজীবী নারীদের জন্য হোস্টেল ও ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কলাণ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, শিড়্গা

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশিস্নষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
	• জাতীয় শ্রমনীতি, ২০১২	• নারীর স্বাস্থ্য সেবা ও সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে জেন্ডার ভিত্তিক ডাটাবেইজ সৃষ্টি।	• স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত অবৈতনিক শিড়্গা চালু করা। • কর্মজীবি নারীদের জন্য ভর্তুকির মাধ্যমে পরিবহনের ব্যবস্থা করা। • সামাজিক নিরাপত্তার পরিসর বাড়ানো। • বেসরকারি চাকরিতে নারী- কোটা ব্যবস্থা চালু করা এবং এর বাস্তবায়ন মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করা।	মন্ত্রণালয়, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
১৭.৮ মানবাধিকার ও নারী বিষয়ক আইন সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান ও সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করা।	সংবিধান • অনুচ্ছেদ ৯,১০, ১৮(২), ১৮(৩) ও ২৮ (১), পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) • প্রেড়্গিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) • জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি, ২০১১ • জাতীয় শিড়্গানীতি, ২০১০ আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহ • সিডো ১৯৭৯, অনুচ্ছেদ ১ ও ৩।	নিম্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশিড়্গণ পাঠ্যক্রমে নারীর মানবাধিকার ও জেন্ডার সংবেদনশীলতার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে: • বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিড়্গণ কেন্দ্র[৮] • বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশিড়্গণ একাডেমী[৯] • জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী[১০] • ন্যাশনাল ইনস্টিটিউ অফ লোকাল গভর্ণমেন্ট[১১] • জাতীয় শিড়্গা ব্যবস্থাপনা প্রশিড়্গণএকাডেমী[১২]	স্বল্পমেয়াদি • মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিড়্গা পাঠ্যক্রমে নারীর মানবাধিকার সুরড়্গায় অগ্রগণ্য ব্যক্তিদের জীবনী অন্তর্ভুক্ত করা। • প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিড়্গাকদের জেন্ডার সংবেদনশীল প্রশিড়্গণ প্রদান। • প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে জেন্ডার সংবেদনশীলতা পর্যালোচনা এবং তার আলোকে প্রয়োজনীয় সংশোধন। • মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিড়্গার্থীদের নিয়ে নারীর মানবাধিকার বিষয়ে রচনা লেখা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। • আইনের ড়্গেত্রে জেন্ডার সাম্যতা বিধানে	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ :মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিড়্গা মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয় বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা: ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

[৮]Bangladesh Public Administration Training Centre (BPATC)
[৯]Bangladesh Civil Service Administration Academy (BCS)
[১০]National Academy for Planning and Development (NAPD)
[১১]National Institute of Local Government (NILG)

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
	• জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র ১৯৪৮, অনুচ্ছেদ- ৭ আইন • পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ এবং সুরক্ষা) আইন, ২০১০ • মানবপাচার (প্রতিরোধ ও দমন) আইন, ২০১২ • নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০		কাজি এবং ইমামদের প্রশিক্ষণ প্রদান। • গণমাধ্যমে নারীবান্ধব আইনের প্রচার। • জেন্ডার সংবেদনশীলতার প্রশিক্ষণ মনিটরিং প্রক্রিয়া জোরালো করা।	
১৭.৯ পিতা ও মাতা উভয়ের পরিচয়ে সন্তানেরপরিচিতির ব্যবস্থা করা,যেমন জন্মনিবন্ধীকরণ, সকল সনদপত্র, ভোটার তালিকা, ফরম,চাকরির আবেদনপত্র, পাসপোর্ট ইত্যাদিতে ব্যক্তির নাম প্রদানের সময় পিতা ও মাতার নাম উলেস্নখ করা।	আইন • জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন,২০০৪ আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহ • সিডো ১৯৭৯অনুচ্ছেদ ৯.২	• জাতীয় পরিচয় পত্র, ভোটার তালিকা ও জন্ম নিবন্ধন সনদে বাবার পাশাপাশি মায়ের নাম অন্তর্ভুক্ত করা।	স্বল্পমেয়াদি • মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফরম পূরণে বাবার নাম উলেস্নখ করা অনাবশ্যিক মর্মে হাইকোর্টের নির্দেশ গণমাধ্যমে প্রচারণা। • শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এতদ্‌সংক্রান্ত হাইকোর্টের নির্দেশনা সম্পর্কে প্রচারণা। • ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে সর্ব প্রকার নিবন্ধন মনিটরিং নিশ্চিত করা। • ২০২১ সালের মধ্যে শতভাগ জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়।

[১২] National Academy for Education and Management (NAEM)

২.২ কন্যাশিশুর উন্নয়ন

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর আলোকে কন্যাশিশুর উন্নয়নের ক্ষেত্রে উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ম্যাট্রিক্সঃ

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশিস্নষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
১৮.১ বাল্যবিবাহ, কন্যাশিশু ধর্ষণ, নিপীড়ন, পাচারের বিরম্নদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) • প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২১) • জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ • জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতিমালা ২০১০ • জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ • জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতি ২০০৫ আইন • মানব পাচার (প্রতিরোধ ও দমন) আইন, ২০১২ • নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ • এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২ • এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ • যৌন হয়রানি বিষয়ে হাইকোর্টের নির্দেশনাসমূহ • ফতোয়ার বিরম্নদ্ধে	কমিটি • ৬৪ জেলায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন কমিটি। • নারী ও শিশুপাচার প্রতিরোধ কমিটি। প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ • ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার/সেল • ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার • ওমেন সাপোর্ট সেন্টার • ওমেন সারভাইভারস্ সাপোর্ট সেন্টার • ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সিলিং সেন্টার • নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্প লাইন সেন্টার। • ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরি। • নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল।	স্বল্পমেয়াদি • কন্যাশিশুর সুরক্ষা সংশিস্নষ্ট আইনসমূহের পর্যালোচনা, প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং জোরালো বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ। • যৌন হয়রানি বিষয়ে হাইকোর্টের নির্দেশনাকে প্রতিপালন নিশ্চিত করা। • বাল্যবিবাহপ্রবণ এলাকা সনাক্ত করা এবং বাল্যবিবাহের বিরম্নদ্ধে কমিউনিটি ও স্কুলভিত্তিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারাভিযান চালানো। • ধর্ষণ-পরবর্তী সময়ে কন্যাশিশুর স্বাস্থ্যসেবা, স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মেডিকোলিগ্যাল (Medico Legal) বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি। • বিবাহ রেজিস্ট্রেশন ও জন্মনিবন্ধন যেন সঠিকভাবে সবার ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয় এ জন্য ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের নির্দেশনা প্রদান। • বিচারক, কাজি, ইমাম, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও স্থানীয় প্রশাসনকে কন্যাশিশু সম্পর্কিত আইনকানুন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সচেতনতা বৃদ্ধি। • পাচারপ্রবণ এলাকায় কমিউনিটি ও স্কুলভিত্তিক প্রচারণা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়,আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, এনজিওসমূহ।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশিস্নষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
	হাইকোর্টের নির্দেশনাসমূহ • বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯ • পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ এবং সুরক্ষা) আইন, ২০১০ • হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ প্রশাসনিক নির্দেশনা • বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের সময় কাজিদেরকে জন্ম নিবন্ধন সনদ দেখা সংক্রান্ত নির্দেশনা। আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহ • জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯		• মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কর্তৃক নির্যাতন, ধর্ষণ, বাল্যবিবাহ এবং পাচারের ক্ষেত্রে প্রাথমিক তথ্যদাতা হিসেবে দায়িত্ব পালন। • মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারের কার্যক্রমে সাথে সম্পৃক্তকরণ। মধ্যমেয়াদি • শিশুদের উপর নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, শিশুপাচার প্রভৃতি বিষয়ে একটি ডাটা-বেইজ প্রণয়ন এবং হালনাগাদ করন। একই সঙ্গে অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের ডাটা-বেইজর সাথে সমন্বিত করণ।	
১৮.২ কন্যাশিশুর চাহিদা যেমনঃ খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বৈষম্যহীন আচরণ করা ও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) • জাতীয় শিক্ষানীতি২০১০ • জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ • জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১	• কিশোরীদের আর্থিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি ও আনুষঙ্গিক বিভিন্ন সুবিধা প্রদান • ইউনিয়ন পর্যায়ে ৩৭৯টি কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠন • স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসুচি [১৩] (২০১১-২০১৬)	স্বল্পমেয়াদি • প্রতিটি উপজেলার অন্তত ২টি ইউনিয়নে কন্যাশিশুদের জন্য ১টি করে মাঠ নির্বাচন এবং খেলাধুলার সুবিধা প্রদান। • প্রতিটি উপজেলায় ন্যূনতম ২টি ইউনিয়নের স্কুলে কন্যাশিশুদের জন্য খেলাধুলার আলাদা আসর আয়োজন। • মেয়েদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা ও খেলাধুলার	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সহযোগী মন্ত্রণালয় বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার

[১৩]Health, Population and Nutrition Sector Development Program (HPNSDP)

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
	• জাতীয় খাদ্যনীতি ২০০৬। • জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতি ২০০৫	• কন্যা শিশু ও কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারের কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ।	গুরুত্ব বিষয়ে সচেতন করতে কন্যাশিশু ও অভিভাবকদের নিয়ে মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণ কর্তৃক বাৎসরিক অন্তত ১০টি সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ। • স্কুলে মা ও কন্যাশিশুদের জন্য বছরে অন্তত ৬টি পুষ্টি বিষয়ক ক্লাসের আয়োজন। • নববিবাহিত দম্পতিকে কন্যাশিশুর স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন করা। • অপ্রাতিষ্ঠানিক ও বাণিজ্যিক পেশার প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য ৩৩% আসন বরাদ্দ। • উপজেলা পর্যায়ে কন্যাশিশুদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা। • কন্যাশিশুদের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি ইউনিয়নে তথ্যকেন্দ্র স্থাপন। • ইউনিয়ন পর্যায়ের তথ্যকেন্দ্র থেকে নিম্নোক্ত তথ্যসেবা নিশ্চিতকরণ: ১. স্থানীয় কন্যাশিশুদের তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া ২. কন্যাশিশুর শিক্ষা, আইন সহায়তা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে তথ্য সহায়িকা প্রস্তুতকরণ। • দরিদ্র পরিবারের কন্যাশিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় সহায়তার জন্য শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করা। মধ্যমেয়াদি • কন্যা শিশুর উন্নয়নে গৃহীত স্বল্পমেয়াদি কার্যক্রমগুলোর প্রয়োজনমাফিক সম্প্রসারণে	কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, আইসিটি মন্ত্রনালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নিবন্ধিত নারীদের বিভিন্ন সংগঠন, এনজিওসমূহ।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
			পদক্ষেপ গ্রহণ। • শহর ও উপশহর কেন্দ্রিক ভাসমান কন্যা শিশুদের চাহিদা নিরূপণ করে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ। • অর্জনের অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, চিকিৎসা, টিকা ইত্যাদি বিষয়ে কন্যাশিশুদের জন্য আলাদাভাবে ডাটা-বেইজ প্রণয়ন। • শিশুর অপুষ্টিরোধে পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ক্যাম্পেইন/ উঠান-বৈঠক কর্মসূচী পরিচালনা করা এবং স্কুলে বা কমিউনিটিতে হেলথ কার্ডের মাধ্যমে দরিদ্র, সুবিধা বঞ্চিত কন্যাশিশুদের সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করা। • অর্জনের অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য যৌন হয়রানি, নির্যাতন, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে কন্যাশিশুদের জন্য আলাদাভাবেডাটা-বেইজ প্রণয়ন। • গণমাধ্যমে কন্যাশিশুর বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জেন্ডার গাইডলাইন তৈরি। • প্রতিবন্ধী কন্যাশিশুদের জন্য কারিগরি প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।	
১৮.৩ কন্যাশিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যথাযথ বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয়	পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) • জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১	 • মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে উঠান বৈঠক।	স্বল্পমেয়াদি • কিশোর-কিশোরী ক্লাবে কন্যাশিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপের ব্যবস্থা রাখা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
অধিকারসমূহ নিশ্চিতকরা	• জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ • জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০	• প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবায় কিশোর-কিশোরীদের জন্য বিশেষ কার্যক্রম। • সিআরসি পিরিওডিক রিপোর্ট, ২০১১ • কিশোর কিশোরী ক্লাব-৩৭৯ টি • ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার • জেলা পর্যায়ে সদর হাসপাতাল শিশু বান্ধবকরণ	• কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যগণ কর্তৃক নিজ পরিবারে কন্যা শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ বিষয়ে সবার সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ। • সমাজ পরিবর্তনের এজেন্ট হিসেবে কিশোর-কিশোরীদের সনাক্তকরণ এবং কন্যা শিশুর অধিকার নিশ্চিতকরণে সচেতনতা মূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা। • গৃহকর্মে পুরুষের ভূমিকা পরিবর্তনের লক্ষ্যে স্কুলভিত্তিক প্রচারাভিযান। • গৃহকর্মে পুরুষের পরিবর্তিত নতুন ভূমিকা প্রচারের লক্ষ্যে ডকুমেন্টরি তৈরি ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা। • পরিবারে কন্যাশিশুর বিকাশের অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি। মধ্যমেয়াদি • নারী বান্ধব হাসপাতালে নির্যাতিত শিশুর জন্য স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি মনোসামাজিক ও প্রজনন অধিকার বিষয়ক কাউন্সিলিং নিশ্চিতকরণ। • গৃহকর্মে পুরুষদের ভূমিকা পরিবর্তনের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে স্কুলভিত্তিক প্রচারাভিযান। • জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারের মাধ্যমে দক্ষ কাউন্সেলর তৈরীকরণ। দীর্ঘমেয়াদি • গৃহকর্মে পুরুষের ভূমিকা পরিবর্তনের লক্ষ্যে	কল্যাণ মন্ত্রণালয় সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, ইউনিসেফ, এনজিওসমূহ।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
			জাতীয় পর্যায়ে স্কুলভিত্তিক প্রচারাভিযান।	
১৮.৪ কন্যাশিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ এবং পরিবারসহ সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ • জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি২০১১ • জাতীয় শিক্ষানীতি২০১০ আইন • নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০। • যৌন হয়রানি বিষয়ে হাইকোর্টের রায়। • ফতোয়ার বিরম্নদ্ধে হাইকোর্টের রায়। • বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯ • পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ এবং সুরড়্গা) আইন, ২০১০ • হিন্দু বিবাহবন্ধন আইন,	• বিভাগীয় এবং ফরিদপুর সরকারী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অবস্থিত ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি)[14]। • জেলা সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স-এ অবস্থিতওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল (ওসিসি)[15]। • বিভাগীয় সদরে অবস্থিত উইমেন সাপোর্ট সেন্টার[16]। • ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার • নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার	স্বল্পমেয়াদি • প্রতিটি উপজেলায় ন্যূনতম ৫টি স্কুল-কলেজের ১০০ গজের মধ্যে পুলিশক্যাম্প স্থাপন। • ‘কন্যাশিশুর জন্য নিরাপদ সড়ক’ নিশ্চিতকরণে স্থানীয় ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে থেকে অবদানের জন্য পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা। • শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কন্যা ও প্রতিবন্ধী শিশুদের সুবিধাসম্পন্ন অবকাঠামো নির্মাণ। • সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌনহয়রানি প্রতিরোধে কমিটি গঠন। • যৌনহয়রানি রোধে হাইকোর্টের রায় এবং পর্নোগ্রাফি আইন সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে সচেতন করতে গণমাধ্যমে প্রচারাভিযান। • ইঞ্জিনচালিত পাবলিক যানবাহনে ২৫% আসন কন্যাশিশু ও নারীদের জন্য সংরক্ষিতকরণ। মধ্যমেয়াদি • থানাতে মহিলা পুলিশ দ্বারা পরিচালিত একটি কার্যকর ‘নারী ও শিশু সুরক্ষা সেল’ গঠন।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। শিড়্গা মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন ও বিচার বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিড়্গা মন্ত্রণালয় ।

[14] One-Stop Crisis Centre (OCC)
[15] One-Stop Crisis Cell (OCC)
[16] Women Support Centre (WSC)

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
	২০১২ • পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২। আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহ • সিডো সনদ ১৯৭৯		• শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কন্যাশিশুর ঝরে-পড়া রোধে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সব ধরনের শিক্ষা উপকরণ (দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য বই, স্কেল, ম্যাগনিফায়িং গ্লাস, রিডিং স্ট্যান্ড প্রভৃতি) এবং অন্যান্য সহযোগী উপাদান (যেমন ক্র্যাচ, হুইল চেয়ার, চশমা ও কানে শোনার যন্ত্র) সরবরাহ নিশ্চিতকরণ। • জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা গৃহীত সব কার্যক্রম বাস্তবায়নে তদারকি ।	
১৮.৫ কন্যাশিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-১৫) • জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ • জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০	• প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান। • প্রাথমিক পর্যায়ে ঝরে-পড়া শিক্ষার্থীদের ভাতা প্রদান। • স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম। • উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে টিউশন ফি ও শিক্ষা উপকরণের জন্য বৃত্তি প্রদান। • অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সবার জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক। • দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক। • শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের সার্পোটিভ কাউন্সেলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।	স্বল্পমেয়াদি • প্রত্যেক গ্রাম ও শহরের পথে কন্যাশিশুর যৌনহয়রানি থেকে সুরক্ষা প্রদানে 'শিক্ষার জন্য নিরাপদ সড়ক' শীর্ষক কমিউনিটি-বেজড পুলিশিং কমিটি গঠন। • সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌনহয়রানি প্রতিরোধে কমিটি গঠন। • কন্যাশিশুর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে সব শিক্ষক, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটিরসদস্যগণ, শিক্ষা এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের দ্বারা পারিবারিক পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি। • পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কন্যাশিশুর উপবৃত্তি বিষয়ক তথ্য প্রচার। • কিশোর-কিশোরী ক্লাবে কন্যাশিশুর শিক্ষা	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা:শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
			প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ। • হার্ড টু রিচ এলাকায় কম পক্ষে ২টি প্রাথমিক ও ২টি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীশিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে সাইকেল প্রদানের জন্য পাইলট প্রকল্প গ্রহণ। মধ্যমেয়াদি • হার্ড টু রিচ এলাকায় ২০টি প্রাথমিক ও ২০টি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীশিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে সাইকেল প্রদানের জন্য পাইলট প্রকল্প গ্রহণ।	
১৮.৬ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমনঃ রাস্তাঘাটে কন্যাশিশুরা যেন কোনোরূপ যৌনহয়রানি, পর্নোগ্রাফি, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ • আইসিটি নীতি ২০০৯[১৭]। আইন • নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ • যৌনহয়রানির বিরূদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের রায়। • ফতোয়ার বিরূদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের রায়।	• কিশোর-কিশোরী ক্লাব। • মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীনে বিভাগীয় পর্যায়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল গঠন। • ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার। • নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার।	স্বল্পমেয়াদি • পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১ এর পকেট সংস্করণ প্রকাশ । • পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এবং মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আদেশ মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার এবং পোষ্টার লিফলেট ইত্যাদি বিতরণ। • পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন প্রয়োগ বিষয়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় প্রশাসনকে অবগতকরণ। • সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠন। • যৌনহয়রানি প্রতিরোধ কমিটিতে শিক্ষার্থী	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয় বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র

[১৭]Information and Communication Technology (ICT) Policy 2009

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
	• পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২। • তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯। • তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬		প্রতিনিধির অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ। • সমাজ পরিবর্তনের এজেন্ট কিশোর-কিশোরীদের যৌনহয়রানি প্রতিরোধ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ।	মন্ত্রণালয়।
১৮.৭ কন্যাশিশুর জন্য নিরাপদ ও মানসম্পন্ন বিনোদন, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার সুবিধা নিশ্চিত করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ • জাতীয় ক্রীড়ানীতি ১৯৯৬।	• মহিলা ক্রিকেট দল কর্তৃক বিশ্বকাপ ২০১১এর বাছাইপর্বে ওয়ানডে স্ট্যাটাস অর্জন। • এশিয়ান গেমস ২০১১ এ মহিলা ক্রিকেট দলের রৌপ্য পদক অর্জন। • দেশব্যাপী শিশু নাট্যোৎসব আয়োজন	স্বল্পমেয়াদি • প্রতিটি উপজেলার অন্তত ২টি ইউনিয়নে কন্যাশিশুদের জন্য ১টি করে মাঠ নির্বাচন এবং খেলাধুলার সুবিধা প্রদান। • প্রতিটি উপজেলায় অন্তত ২টি ইউনিয়নে স্কুল পর্যায়ে কন্যাশিশুদের জন্য খেলাধুলার আসর আয়োজন করা। • প্রতিটি উপজেলায় অন্তত দুইটি ইউনিয়নে কন্যাশিশু দিবসে কন্যাশিশুদের জন্য সাংস্কৃতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং সেরা কন্যাশিশুদের পুরস্কার প্রদান করা। • নারী ক্রীড়াশিক্ষক নিয়োগ প্রদান। • অভিভাবকদের উঠান- বৈঠকের মাধ্যমে কন্যাশিশুদের খেলাধুলা ও সংস্কৃতিচর্চা বিষয়ে সচেতন করা। • কন্যাশিশুদের সংস্কৃতি ও ক্রীড়া চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিভাবক ও অন্যান্য	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

[১৮] Bangladesh Krira Shikha Protisthan (BKSP)

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
			স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে আলোচনা সভার আয়োজন। মধ্যমেয়াদি • কন্যাশিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া, যেমনঃ জুডো ক্যারাতে, কাবাডি, ফুটবল, ক্রিকেট, হ্যান্ডবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি প্রশিক্ষণের সুযোগ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রদান করা। • জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। দীর্ঘমেয়াদি • বিকেএসপিতে[১৮] কন্যাশিশুদের জন্য বরাদ্দকৃত আসন এবং নারী-কোচ নিয়োগ বৃদ্ধিকরণ। • দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন টুর্নামেন্টে নারী-খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি।	
১৮.৮ প্রতিবন্ধী কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ এবং সকল ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) • জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ • সমাজকল্যাণ নীতি ২০০৫। • জাতীয় ক্রীড়ানীতি ১৯৯৬। • জাতীয় প্রতিবন্ধী নীতি	• প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান। • সরকারি অবৈতনিক অটিস্টিক স্কুল চালু।	স্বল্পমেয়াদি • জাতীয় প্রতিবন্ধী আইন প্রণয়ন। • নির্মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী কন্যাশিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সৃষ্টি। • নতুন নির্মাণাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী কন্যাশিশু বান্ধব অবকাঠামো নির্মাণ নিশ্চিতকরণ।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ:সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয় বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ,

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
	১৯৯৫।		• প্রতিবন্ধী কন্যাশিশুর সমাজের মূলধারায় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে গণমাধ্যমে প্রচার। • প্রতিবন্ধী কন্যাশিশুর অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে লিফলেট ও পোস্টারিং কার্যক্রম গ্রহণ। • প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণে অটিজম সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি। • অটিস্টিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদানে গাইডলাইন প্রদান। • প্রতিটি উপজেলায় ২টি প্রাথমিক ও ২টি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্তত ২জন শিক্ষককে ব্রেইল ও ইশারা ভাষায় প্রশিক্ষণ প্রদান। • গণমাধ্যমে প্রতিবন্ধী কন্যাশিশুদের অধিকার বিষয়ক ক্যাম্পেইন প্রচার। • প্রতিবন্ধী কন্যাশিশুদের সমসুযোগ নিশ্চিতকরণে সকল পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ। • কিশোর-কিশোরী ক্লাবে প্রতিবন্ধী কন্যাশিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ। মধ্যমেয়াদি সরকারি বিভিন্ন সেবা সেন্টারে প্রতিবন্ধী শিশুদের অবাধ চলাফেরায় সহযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা এবং নতুন কোনো অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ ঘোষিত ইউনিভার্সাল ডিজাইন গাইডলাইন মেনে চলা।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়।

২.৩ নারীর প্রতি সব ধরনের নির্যাতন দূরীকরণ

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর আলোকে নারীর প্রতি সব ধরনের নির্যাতন দূরীকরণের ক্ষেত্রে নারীউন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ম্যাট্রিক্সঃ

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশিস্নষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়
১৯.১ পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি শারীরিক, মানসিক ও যৌন নিপীড়ন, নারী ধর্ষণ, যৌতুক, পারিবারিক নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপসহ নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা দূর করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা(২০১১-১৫) আইন • পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ এবং সুরক্ষা) আইন, ২০১০ • যৌনহয়রানি বিষয়ে হাইকোর্টের নির্দেশনাসমূহ • ফতোয়ার বিষয়ে হাইকোর্টের রায় • এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২ • নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ • যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০ • বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯ • দন্ডবিধি, ১৮৬০	• মহিলা সহায়তা কেন্দ্র • ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) • ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল (ওসিসি) • ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সিলিং সেন্টার • উইমেন সারভাইভার সাপোর্ট সেন্টার • নারী ও শিশু নির্যাতনপ্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার (হেল্পলাইন নম্বর ১০৯২১) • ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার • নারীর প্রতি সহিংস আচরণ পরিবর্তনে জনসচেতনতা বাড়াতে প্রচারনা। • নারীর প্রতি সহিংসতার সার্ক সম্পর্কিত ডাটাবেইজ, যেমন জেন্ডার ইনফো বেইজ। • সালিশের জন্য জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিষয়ে প্রশিড়্গাণ মডিউল ও বই প্রকাশ। • ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও	স্বল্প মেয়াদি • ৬টি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন • বিভাগীয় পর্যায়ে ৬টা বার্ন ইউনিটস্থাপন • যৌতুক ও বাল্যবিবাহের বিরম্নদ্ধে স্কুলভিত্তিক প্রচারের মাধ্যমে সারা দেশে জনমত গড়ে তোলা। • যৌতুক ও বাল্যবিবাহ নিরোধে কিশোর-কিশোরী ক্লাবের মাধ্যমে বিশেষ কার্যগ্রহণ ও সম্প্রসারণ । • পারিবারিক সহিংসতা প্রতিকারের উপায় এবং পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন,২০১০এর বিষয়ে সারা দেশে জনসচেতনতামূলক প্রচার। • পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরড়্গা) আইন, ২০১০ লিফলেট ও পোস্টারের মাধ্যমে প্রকাশ করা। • ইঞ্জিনচালিত পাবলিক যানবাহনে ৩০% আসন মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ। • নির্যাতনের শিকার নারীর স্বাস্থ্যসেবা, স্বাস্থ্যপরীড়্গার জন্য মেডিকোলিগ্যাল (Medico Legal) বিষয়ে প্রচারণা বৃদ্ধি এবং যথাযথ মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ। • যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০-এর ব্যাপক	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা:প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, এনজিও এবং নাগরিক সংগঠন।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশিস্নষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়
	আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহ • জাতিসংঘের নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ঘোষণা, ১৯৯৩ • নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদ ১৯৭৯	সালিশকারদের জেন্ডার সংবেদনশীলের উপর প্রশিক্ষণ। সেল • নারী ও শিশু নির্যাতন কেন্দ্রীয় প্রতিরোধ সেল (মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়)। • বিভাগীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল • নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল (মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং জাতীয় মহিলা সংস্থা)। • মহিলা, শিশু ওকিশোরী হেফাজতীদেরনিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, গাজীপুর।	প্রচারের লড়্যো অভিভাবক, কাজি, ইমাম এবং স্থানীয় প্রভাবশালীদের সমন্বয়ে কমিউনিটি পর্যায়ে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ। মধ্যমেয়াদি • জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মনোসামাজিক কাউন্সিলিং সেবা নিশ্চিতকরণ। দীর্ঘমেয়াদি • ১২টি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন • উপজেলাভিত্তিক মনোসামাজিক কাউন্সিলিং সেন্টার।	
১৯.২ নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কিত প্রচলিত আইন যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সংশোধন এবং প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করা।	পরিকল্পনা ও নীতি প্রেড়িাত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১), অনুচ্ছেদ ১.৩। আইন • পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরড়্গা) আইন, ২০১০ • নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ • আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ • এসিড অপরাধ দমন আইন,		স্বল্পমেয়াদি • প্রণীত আইনসমূহ পর্যালোচনার লড়্যো সংশিস্নষ্ট মন্ত্রণালয়, সংসদ সদস্য, আইনজীবী, মানবাধিকার ও নারী-অধিকার সংগঠন-এর সমন্বয়ে টাস্কফোর্স গঠন। • গঠিত টাস্কফোর্স সাংবিধানিক সমতা ও সিডও ফ্রেমওয়ার্কের আলোকে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক ও নারী অধিকার নিশ্চিতকরণে প্রণীত আইনসমূহের সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করবে। • পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০-এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন। • যৌনহয়রানি প্রতিরোধে হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী আইন প্রণয়ন।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং আইন ও বিচার বিভাগ লেজিসলেটিভ সংসদ বিষয়ক বিভাগ। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন কমিশন।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়
	২০০২ • এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ • যৌনহয়রানি বিষয়ে হাইকোর্টের নির্দেশনাসমূহ • ফতোয়ার বিরুদ্ধে হাইকোর্টের নির্দেশনা • যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০ • হিন্দু বিবাহনিবন্ধন আইন, ২০১২ • মুসলিম বিবাহ ও তালাক আইন, ১৯৭৪ • মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ • মুসলিম বিবাহবিচ্ছেদ আইন, ১৯৩৯ • মানবপাচার দমন আইন, ২০১২ • পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২		• বিদ্যমান আইনের সংশোধন। • গৃহকর্মী সুরক্ষা খসড়া আইন প্রণয়ন।	
১৯.৩ নির্যাতনের শিকার নারীকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা।	আইন আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০	• ৬৪ জেলায় আইন সহায়তা (লিগ্যাল এইড) প্রদান। • জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে আইনগত সহায়তা প্রদানে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ। • সহিংসতার শিকার নারীকে	স্বল্পমেয়াদি • সহিংসতার শিকার নারীকে আইনি সহায়তা প্রদান • জাতীয় আইন সহায়তা ফান্ডে অন্তত ৮ কোটি টাকা বরাদ্দ এবং উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি। • জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি, ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল ও এনজিওদের সমন্বয় সাধনে নির্যাতিত নারীদের জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা। • পাইলট ভিত্তিতে ১০টি জেলায় এনজিও ও	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়
		আইনী সহায়তা প্রদান। • নারী ও শিশু নির্যাতন কেন্দ্রীয় প্রতিরোধ সেল (মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়)। • বিভাগীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল(মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর), নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল (জাতীয় মহিলা সংস্থা)। • মহিলা সহায়তা কেন্দ্র • উইমেন সাপোর্ট সারভাইভার সেন্টার • ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার • ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরী • নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার • ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল	সরকারের আইন সহায়তা কার্যক্রমের ম্যাপিং। • আইন সহায়তায় জড়িত আইনজীবীদের জন্য ট্রেনিং ম্যানুয়েল প্রস্তুত ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। • ১০ জেলার প্যানেল আইনজীবীদের মধ্যে আলাদাভাবে নারী ও পুরুষদের মধ্য থেকে সবচেয়ে ভালো পারফরম্যান্সের জন্য বার্ষিক পুরস্কার প্রদান। • ১৫টি জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির অফিসে নারী ক্লায়েন্টদের জন্য আলাদা ওয়েটিং রুমের সুবিধা প্রদান। • আইন সহায়তার জন্য গ্রাম পর্যায়ে ব্যাপক প্রচার। • আইন সহায়তার জন্য সরকারি ও বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে টেলিভিশন স্পটের ব্যাপক প্রচার। মধ্যমেয়াদি • সহিংসতার শিকার নারীকে আইনী সহায়তা প্রদান। • জাতীয় আইন সহায়তা ফান্ডে বর্ধিত বরাদ্দ। • জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি, ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল এবং এনজিওদের সমন্বয়ে জেলায় কোঅর্ডিনেশন কমিটি গঠন। • ২০টি জেলায় এনজিও ও সরকারের আইন সহায়তা কার্যক্রমের ম্যাপিং। • প্যানেল আইনজীবীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং মানবাধিকারের নীতিমালা সম্পর্কে ২০টি পাইলট জেলায় ট্রেনিং সেশনের আয়োজন। • ২০ জেলার প্যানেল আইনজীবিদের মধ্যে আলাদাভাবে নারী ও পুরুষদের মধ্য থেকে	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মানবাধিকার ও আইন সহায়তা বিষয়ক এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়
			সবচেয়ে ভালো পারফরম্যান্সের জন্য বার্ষিক পুরস্কার প্রদান। • ২০টি জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির অফিসে নারী ক্লায়েন্টদের জন্য আলাদা ওয়েটিং রুমের সুবিধা প্রদান। দীর্ঘমেয়াদি • সহিংসতার শিকার নারীর আইনি সহায়তা গ্রহণ। • জাতীয় আইন সহায়তা ফান্ডে বর্ধিত বরাদ্দ। • জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি, ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল এবং এনজিওদের সমন্বয়ে অবশিষ্ঠ ৩৪টি জেলায় কোঅর্ডিনেশন কমিটি গঠন। • ৩৪টি জেলায় এনজিও ও সরকারের আইন সহায়তা কার্যক্রমের ম্যাপিং। • প্যানেল আইনজীবিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং মানবাধিকারের নীতিমালা সম্পর্কে ৩৪টি জেলায় ট্রেনিং সেশনের আয়োজন। • ৩৪ জেলার প্যানেল আইনজীবিদের মধ্যে আলাদাভাবে নারী ও পুরুষদের মধ্য থেকে সবচেয়ে ভালো পারফরম্যান্সের জন্য বার্ষিক	

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়
			পুরস্কার প্রদান। • ৩৪টি জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির অফিসে নারী ক্লায়েন্টদের জন্য আলাদা ওয়েটিং রুমের সুবিধা প্রদান।	
১৯.৪ নারী পাচার বন্ধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন করা।	আইন • মানবপাচার (প্রতিরোধ ও দমন) আইন, ২০১২ আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহ • ইউএন প্রোটোকল টু প্রিভেন্ট, সাপ্রেস এন্ড পানিশ ট্রাফিকিং ইন পারসন্স, স্পেশিয়ালি ওমেন এন্ড চিলড্রেন ২০০০[১৯]. • সার্ক [২০] কনভেনশন অন প্রিভেন্টিং এন্ড কমব্যাটিং ট্রাফিকিং ইন ওমেন এন্ড চিলড্রেন ফর প্রোস্টিটিউশন ২০০২।	সেল • নারীপাচার নিরোধ সেল ওমেন সাপোর্ট সেন্টার	স্বল্পমেয়াদি • মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ বিষয়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, বিচারবিভাগ এবং মানবাধিকার কর্মীদের ওরিয়েন্টেশন ও ওয়ার্কশপ। • মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ পোস্টার ও লিফলেট আকারে প্রচার করা। • মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২-এর বিধিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। • মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ আওতায় গঠিত ট্রাইব্যুনাল গঠন করা। • মানবপাচার প্রবণ এলাকায় অভিভাবকদের নিয়ে পাচারের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি। • পাচারপ্রবণ এলাকায় পাচার থেকে উদ্ধারকৃতদের পুনর্বাসন সহায়তা প্রদানকারী সংগঠনগুলোর ম্যাপিং। • পাচার থেকে উদ্ধারকৃতদের সরকারি ও বেসরকারি সেল্টারহোমে পুনর্বাসন করা। সেল্টারহোমে মনোসামাজিক কাউন্সিলিং এর	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ স্বরাস্ট্র মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, নারীনির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।

[১৯] UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Traficing in Persons, especially Women and Children 2000

[২০] SAARC Convention on Preventing and Combatting Trafficking in Women and Children for Prostitution 2002

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়
			ব্যবস্থা করা। • পাচার থেকে উদ্ধারকৃতদের তাদের নিজস্ব পরিবারে পুনঃএকত্রীকরণের ব্যবস্থা করা। • পাচাররোধে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি। • কিশোর-কিশোরী ক্লাবের মাধ্যমে পাচারের বিরূদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি। • পাচারপ্রবণ এলাকায় মানবপাচারের শিকার নারী ও শিশুর সাপোর্ট সেন্টার বাস্তবায়ন।	
১৯.৫ নারীর প্রতি নির্যাতন দূরীকরণ এবং এক্ষেত্রে আইনের যথাযথ প্রয়োগের জন্য বিচার ব্যবস্থায় পুলিশ বাহিনীর সর্বস্তরে বর্ধিতহারে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।		পুলিশসংস্কার কর্মসূচীঃ • পুলিশে নারীর সংখ্যা বেড়ে ২% থেকে ৪.২৪% উন্নীত। • ১৫% নারীকে কনস্টেবল ও সাব-ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। • ১০% নারীকে ক্যাডার সার্ভিসে নিয়োগ প্রদান। • ৭টি বিভাগীয় শহরে বাংলাদেশ পুলিশ ওমেনস্ নেটওয়ার্ক গঠন। • নারী-পুলিশকে জেন্ডার সচেতনতা এবং জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি বিষয়ে ট্রেনিং প্রদান। • রাজারবাগ পুলিশ লাইনে একটি ডে কেয়ার সেন্টার স্থাপন। • ওমেন সাপোর্ট এন্ড	স্বল্পমেয়াদি • বাংলাদেশ পুলিশের জন্য জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ ও জেন্ডার নীতিমালা প্রনয়ণ। • জেন্ডার সচেতনতা এবং জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি বিষয়ে ১০০ প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ। • সর্বস্তরের নারী ও পুরুষ পুলিশ সদস্যদেরকে জেন্ডার সচেতনতা ও জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ। • ৬টি বিভাগীয় পর্যায়ে ডে-কেয়ার সেন্টার চালু। • পুলিশে নারীর অংশগ্রহণ ন্যূনতম ৫% এ উন্নীত করা। মধ্যমেয়াদি • জেন্ডার সচেতনতা এবং জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি বিষয়ে ৩০০ প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ। • পুলিশে নারীর অংশগ্রহণ ৮%এ উন্নীত করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয় বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়
		ইনভেস্টিগেশন ইউনিট চলমান রয়েছে।		
১৯.৬ বিচার বিভাগ ও পুলিশ বিভাগকে নারীর অধিকার সংশিস্নষ্ট আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া ও জেন্ডার সংবেদনশীল করা।		• বিচার প্রশাসন প্রশিড়্গাণ ইন্সটিটিউটের [২১] প্রশিড়্গাণ মডিউলে জেন্ডার সংবেদনশীলতা সংযোজন করা। • পুলিশ একাডেমি, পুলিশ স্টাফ কলেজ, ডিটেক্টিভ ট্রেনিং স্কুল[২২] ও সব ধরণের পুলিশ প্রশিড়্গাণে জেন্ডার সংবেদনশীলতা সংযোজন করা।	স্বল্পমেয়াদি • পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ বিষয়ে বিচারক, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ। • বাংলাদেশ পুলিশে জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ ও জেন্ডার নীতিমালা প্রয়োগ। • জেন্ডার সহনশীল আচরণের বিষয়ে বিচারক ও জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রশিক্ষণ। • জেন্ডার সহনশীল আচরণের বিষয়ে পুলিশ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ। • ডিএনএ টেস্টের প্রক্রিয়া নিয়ে বিচারকদের ওরিয়েন্টেশন দান।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
১৯.৭ নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতন ও পাচার সম্পর্কীয় অপরাধের বিচার ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পন্ন করার লক্ষ্যে বিচার পদ্ধতি সহজতর করা।	আইন • মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ • পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ • নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ • আইনগত সহায়তা প্রদান		স্বল্পমেয়াদি • মানবপাচার (প্রতিরোধ ও দমন) আইন, ২০১২ এর বিধিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। • মানবপাচার (প্রতিরোধ ও দমন) আইন, ২০১২ আওতায় ট্রাইব্যুনাল গঠন। • বিদ্যমান ট্রাইবুনাল (যেমন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের আওতায় গঠিত ট্রাইব্যুনাল) রিভিউ করার মাধ্যমে ট্রাইব্যুনালের	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ আইন ও বিচার বিভাগ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ

[২১] Judicial Administrative Training Institute (JATI)
[২২] Dectective Training School (DTS)

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশিস্নষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়
	আইন, ২০০০ • এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২ • এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২		সীমাবদ্ধতাগুলো সনাক্ত করা এবং এসব সীমাবদ্ধতা উত্তরণের উপায় নিরূপণ করা।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
১৯.৮ নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বিভাগীয় শহরে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) ও মহিলা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা এবং ওসিসির কার্যক্রম জেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা। নির্যাতনের শিকার নারীদের মানসিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারের কার্যক্রম বৃদ্ধি করা। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় মহিলা সংস্থা ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয়সহায়তা প্রদান		• নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম। • ৭টি বিভাগীয় ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার। • ১৫,৩৯০ জন নারীকে ওসিসি হতে সেবা প্রদান। • ১টি ন্যাশানাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরি। • ৭টি বিভাগীয় পর্যায়ে ডিএনএ স্ক্রিনিং ল্যাবরেটরি। • ১টি ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার[২৩] (৮৫৮ জন)। • ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের ক্লায়েন্টদের জন্য পুনর্বাসন কার্যক্রম (৬৩১ জন)। • ৭টি ওমেন সারভাইভারস্ সাপোর্ট সেন্টার (শেল্টার হোমস্)[২৪]। • নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার (হেল্পলাইন নম্বর ১০৯২১)[২৫]।	স্বল্পমেয়াদি • আরও ৫ হাজার নারীকে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার থেকে সেবা প্রদান। • দেশব্যাপী মনোসামাজিক কাউন্সিলিং সেবা নিশ্চিতকরণ • জেলা পর্যায়ে ১০টি মহিলা সহায়তা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা। • ১০টি জেলায় উইমেন সারভাইভার সাপোর্ট সেন্টার প্রতিষ্ঠা। • ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের ক্লায়েন্টদের পুনর্বাসন (১৫০০ নারী)। • ৪টি বিভাগে সহিংসতার শিকার নারীদের সেবা প্রদানের জন্য নার্সদের প্রশিক্ষণ। • নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে মাদ্রাসা, প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্কুল শিক্ষকদের ভূমিকা নিয়ে ওয়ার্কশপ। • নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।

[২৩]National Trauma Counseling Centre (NTCC)
[২৪]Women Survivor Support Centre (WSSC)

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়
করা।		• ২টি বিভাগে সহিংসতার শিকার নারীদের সেবা প্রদানের জন্য নার্সদের প্রশিক্ষণ। • নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে মাদ্রাসা শিক্ষকদের ভূমিকা নিয়ে ওয়ার্কশপ। • জেলা পর্যায়ে ৪০টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল। • উপজেলা পর্যায়ে ২০টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল। কমিটিসমূহ • জাতীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ[২৬]। • নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ এবং যৌতুকবিরোধী জাতীয় কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত আন্তঃ মন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি। • নারী ও শিশু নির্যাতন কেন্দ্রীয় প্রতিরোধ সেল। • জেলা নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি। • উপজেলা নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি। • ইউনিয়ন নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি।	• নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের নিম্নোক্ত কমিটিতে সম্পৃক্তকরণ এবং কমিটিকে আরও কার্যকর করা: - জেলা নারী নির্যাতন নিরোধ কমিটি - উপজেলা নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি - ইউনিয়ন নারী নির্যাতন নিরোধ কমিটি। মধ্যমেয়াদি • আরও ৭ হাজার নারীকে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার থেকে সেবা প্রদান। • বিভাগীয় পর্যায়ে ৪টি ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা। • জেলা পর্যায়ে ১০টি মহিলা সহায়তা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা। • জেলা পর্যায়ে ১০টি উইমেন সারভাইভার সাপোর্ট সেন্টার। • ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের ক্লায়েন্টদের পুনর্বাসন (৩৫০০ জন)। • ৭টি বিভাগে সহিংসতার শিকার নারীদের সেবাপ্রদানের জন্য নার্সদের প্রশিক্ষণ। • নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে মাদ্রাসা, প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্কুল শিক্ষকদের ভূমিকা নিয়ে ১৫টি ওয়ার্কশপ। দীর্ঘমেয়াদি	

[২৫]National Helpline Centre for Violence against Women and Children (NHCVAWC)
[২৬]National Council for Women and Children Development (NCWCD)

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশিস্নষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়
			• আরও ১০ হাজার নারীকে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার থেকে সেবা প্রদান। • জেলা পর্যায়ে ১৪টি মহিলা সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন। • জেলা পর্যায়ে ১৪টি উইমেন সারভাইভার সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন । • ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের ক্লায়েন্টদের জন্য পুনর্বাসন (৬০০০ জন) । • সহিংসতার শিকার নারীদের সেবা প্রদানের জন্য নার্সদের ১৪টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন। • নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে মাদ্রাসা, প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্কুলশিক্ষকদের ভূমিকা বৃদ্ধি সম্পর্কিত ওয়ার্কশপ।	
১৯.৯ নারীনির্যাতন প্রতিরোধে সমাজের সকল পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে ব্যাপক সচেতনতা গড়ে তোলা এবং পুরম্নষতান্ত্রিক মানসিকতা পরিবর্তনে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা।		• সকল পর্যায়ে আন্তর্জাতিক নারীদিবস, রোকেয়া দিবস উদ্‌যাপন এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে নির্যাতন বিরোধী পক্ষ পালন। • ৩৭৯টি কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠন।	স্বল্পমেয়াদি • সকল পর্যায়ে এনজিও ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে আন্তর্জাতিক নারীদিবস, রোকেয়া দিবস, শিশু অধিকার দিবস উদ্‌যাপন এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে নারী ও শিশু অধিকার পক্ষ পালন। • প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল এবং মাদ্রাসাগুলোতে নারীনির্যাতন প্রতিরোধে ও জেন্ডার সচেতনতা বাড়াতে প্রচারাভিযান। • নারী ও পুরম্নষের সমন্বয়ের মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতা গড়ে তোলা। • কিশোর-কিশোরী ক্লাবে আলোচনার মাধ্যমে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে জেন্ডার সচেতনতা ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে জনসচেতনতা গড়ে তোলা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়
			• গৃহকর্মে অংশগ্রহণ এবং শিশুর যত্নে পুরুষদের ভূমিকা নিয়ে গণমাধ্যমে প্রচার। • গৃহকর্মে অংশগ্রহণ নেয় এমন পুরুষদের খুঁজে বের করে প্রতি বিভাগে অন্তত ১০ জন পুরুষকে পুরস্কার প্রদান। • নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টারাল প্রোগ্রামের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ।	
১৯.১০ নারী নির্যাতন প্রতিরোধে গণমাধ্যমে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।		• নারীনির্যাতনের বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক ভিডিও। • নারী নির্যাতন ও যৌনহয়রানির বিরুদ্ধে জনসচেতনতামূলক ৬টি টিভি স্পট। • নারী নির্যাতন ও যৌনহয়রানির বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক পোস্টার ও লিফলেট। • নারী নির্যাতন ও যৌনহয়রানির বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক রেডিও স্পট। • পটগানের মাধ্যমে নারীনির্যাতন ও যৌনহয়রানির বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক প্রচার। • নারীনির্যাতন ও যৌনহয়রানির বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক।	স্বল্পমেয়াদি • নারীনির্যাতন প্রতিরোধে টেলিভিশন স্পটের মাধ্যমে গণমাধ্যমে প্রচার চালানো। • নারীনির্যাতন প্রতিরোধে পোস্টারের মাধ্যমে গণমাধ্যমে প্রচার চালানো। • নারী নির্যাতনের সারভাইভারদের নিয়ে অনুষ্ঠান নির্মাণ ও গণমাধ্যমে উপস্থাপন করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃতথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশিস্নষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়
১৯.১১ নারী নির্যাতন প্রতিরোধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পুরম্নষ ও যুবকদের সম্পৃক্ত করা।		• নারী নির্যাতন প্রতিরোধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার লড়্গ্যে ইমামদের জেন্ডার সচেতনতা বিষয়ক প্রশিড়্গণ প্রদান।	স্বল্পমেয়াদি • তরম্নণদের ক্লাবে আলোচনার মাধ্যমে যুবকদের মধ্যে জেন্ডার সচেতনতা ও নারীনির্যাতন প্রতিরোধে জনসচেতনতা গড়ে তোলা। • যুবক ও যুবতী সমন্বয়ে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতা গড়ে তোলা। • ইউনিয়ন পর্যায়ে নারীনির্যাতনের বিরম্নদ্ধে যারা সোচ্চার ভূমিকা রাখছে তাদের সনাক্ত করা এবং পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা। • সমাজ পরিবর্তনের এজেন্ট হিসেবে যুবকদের সনাক্তকরণ। • কমিনিটি বেইজড পুলিশিং ফোরামে নারীনির্যাতন প্রতিরোধে পুরম্নষ ও যুবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। মধ্যমেয়াদি • নারীনির্যাতন প্রতিরোধে যুবক ও পুরম্নষদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর লড়্গ্যে কর্মশালার আয়োজনের মাধ্যমে কৌশল নির্ধারণ।	মূল মন্ত্রণলায় ও বিভাগঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শিড়্গা মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রিড়া মন্ত্রণালয়।

২.৪ সশস্ত্র সংঘর্ষ ও নারীর অবস্থা

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর আলোকে সশস্ত্রসংঘর্ষে নারীর জন্য বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ম্যাট্রিক্সঃ

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
২০.১ সশস্ত্র সংঘর্ষ ও জাতিগত যুদ্ধে নারীর অধিকতর নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিরূদ্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা।		আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল।	মধ্যমেয়াদি • সশস্ত্র সংঘর্ষ ও জাতিগত যুদ্ধে নারী প্রতি সহিংসতা বিষয়ে তথ্যাদি গণমাধ্যমে সম্প্রচার। • জাতিগত পরিচয় প্রসঙ্গে সংবেদনশীল সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মাণ। • সশস্ত্র সংঘর্ষ ও জাতিগত যুদ্ধবিষয়ক তথ্যপ্রচারে সম্প্রচার নীতিমালা প্রণয়ন। • জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সশস্ত্র ও জাতিগত সংঘর্ষ বিষয়ক বাৎসরিক বুলেটিন প্রকাশ।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ:মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা:আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোও আন্তর্জাতিক সংগঠন।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
২০.২ সংঘর্ষ বন্ধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।		• জাতিসংঘে শান্তিরক্ষা মিশনে নারীর অংশগ্রহণ।	দীর্ঘমেয়াদি • আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনীসহ সামরিক বাহিনীর প্রত্যেক স্তরে আরো অধিক হারে নারী নিয়োগ। • স্থানীয় পর্যায়ে সংঘর্ষ বন্ধে ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে স্থানীয় নারী জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী নেয়া। • স্থানীয় জনপ্রতিনিধির কাজের বিবরণীতে শান্তিপ্রতিষ্ঠা ও সংঘর্ষ রোধে দায়িত্ব প্রদান।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পলল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
২০.৩ আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার মিশনে নারী প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত করা।		• জাতিসংঘে শান্তিরক্ষা মিশনে নারীর অংশগ্রহণ।	দীর্ঘমেয়াদি • জাতিসংঘের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তিমিশনে অধিকহারে নারী প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তিকরণ। • অন্যান্য আন্তজার্তিক সংস্থায় অধিকহারে নারী প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তিকরণ। • শান্তি প্রতিষ্ঠার মিশনে নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ক পলিসি প্রণয়ন।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃপ্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃপররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

২.৫ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১এর আলোকে শিক্ষাক্ষেত্রে নারী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ম্যাট্রিক্স:

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশিস্নষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
২১.১ নারী শিক্ষা বৃদ্ধি, নারী পুরম্নষের মধ্যে শিক্ষার হার ও সুযোগের বৈষম্য দূর করা এবং উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লড়্গ্যে শিক্ষানীতি ২০১০ অনুসরণ করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৬) • প্রেড়্গিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) • জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০	• প্রাথমিক শিড়্গার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান। • দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম। • সারা দেশে নতুন স্কুল নির্মাণ ও সংস্কার । • মাধ্যমিক পর্যায়ে মানসম্মত শিড়্গা নিশ্চিতকরণে চলমান বিভিন্ন প্রকল্প। • মাধ্যমিক পর্যায়ে বৃত্তি প্রদান। • উপজেলা পর্যায়ে রিসোর্স সেন্টার স্থাপন এবং আইসিটি প্রশিড়্গণ কার্যক্রম। • নারীদের দড়্গতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিড়্গণ কার্যক্রম। • উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি। • শিড়্গকদের দড়্গতাবৃদ্ধি কার্যক্রম।	স্বল্পমেয়াদি • সব স্তর ও পরিচয়ের নারী ও পুরম্নষের শিক্ষায় সমঅধিকার, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও গণমাধ্যমে প্রচার অভিযান। • নারীশিক্ষা বিষয়ক পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে উঠান-বৈঠকের মাধ্যমে প্রচার চালানো। • উপবৃত্তির হার ১০% বৃদ্ধি। • শিড়্গাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধীদের উপযোগী ভৌত অবকাঠামো সৃষ্টিকরণ। মধ্যমেয়াদি • শহরাঞ্চলে উপবৃত্তি প্রথা চালু করা। • দূরশিড়্গণ পাঠ্যক্রমে ইশারাভাষা ও ব্রেইল পদ্ধতির ব্যবহার। • প্রতিবন্ধী নারীশিড়্গার্থীদের জন্য শিড়্গাবৃত্তির ব্যবস্থা । • প্রতিবন্ধীদের উপযোগী শিড়্গা-উপকরণ (ব্রেইল, পাঠ্য উপকরণ ইত্যাদি) বিনামূল্যে সরবরাহ। দীঘমেয়াদি • প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাখাতে ভর্তিকৃত নারীশিক্ষার্থীর শিড়্গা সমাপন হার ২০% বৃদ্ধি। • উচ্চমাধ্যমিক স্তরে নারী শিড়্গার্থীর শিড়্গা সমাপন মাত্রা ৫০% অর্জন।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিড়্গা মন্ত্রণালয় সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা: তথ্য মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশিস্নষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
২১.২ নারীর নিরক্ষরতা দূর করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, বিশেষত কন্যাশিশু ও নারীসমাজকে কারিগরি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ সকল বিষয়ে শিড়্গা ও প্রশিড়্গাণ প্রদানের উপর সর্বাধিক গুরম্নত্ব আরোপ করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৬) • প্রেড়্গিাত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) • জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ • উপানুষ্ঠানিক শিড়্গা নীতি	• এশিয়ান উইমেন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। • ৪টি মহিলা পলিটেকনিক স্থাপন। • মহিলা ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন। • মহিলা ক্যাডেট কলেজ (ময়মনসিংহ ও ফেনী)।	স্বল্পমেয়াদি • উচ্চ ও কারিগরি শিক্ষা পর্যায়ে উপবৃত্তি ও বৃত্তি প্রদান • নারীশিক্ষার্থীর জন্য কোটা ও আবাসন সুবিধা বৃদ্ধিকরণ। • অনগ্রর নারীদের কারিগরি প্রশিক্ষণে অগ্রাধিকার দেয়া। • নৈশবিদ্যালয়ে অন্তত ৩০% নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। • ড়্গুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নারীদের জন্য নির্দিষ্ট অঞ্চলভিত্তিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিজেদের ভাষাশিক্ষার সুযোগ রাখা। মধ্যমেয়াদি • মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে কারিগরি ও প্রযুক্তি বিষয়ক পৃথক সেকশন চালু করা এবং শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৪০% নারীশিক্ষক নিয়োগ প্রদান। • উচ্চশিড়্গায় বর্তমান নারীশিক্ষার্থীর ভর্তির হার ৩৫%এ উন্নীতকরণ। • কারিগরিশিক্ষাখাতে উচ্চতর পর্যায়ে বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদান, বিশেষায়িত পেশাভিত্তিক ক্ষেত্রে নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান । • প্রতিবন্ধী ও অনগ্রসর, ঝরে-পড়া, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিড়্গিাত নারী ও বয়স্ক নারীর জন্য উপযুক্ত কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান। • সরকারের কারিগরি ও প্রযুক্তি শিক্ষাখাতে ১৫% বরাদ্দ বৃদ্ধি। • প্রতিবন্ধী বিষয়ে শিড়্গাকদের সচেতনতামূলক	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিড়্গা মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান সহযোগী সংস্থাঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সংশিস্নষ্ট এনজিওসমূহ।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
			প্রশিক্ষণ প্রদান। দীর্ঘমেয়াদি • নারীর জন্য আবাসিক কারিগরি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ। • বিজ্ঞান শিক্ষায় নারীর প্রবেশ নিশ্চিত করার জন্য গ্রাম-পর্যায়ের স্কুলগুলোতে বিজ্ঞানশিক্ষক নিয়োগ এবং কম্পিউটার ইত্যাদির সরবরাহ বৃদ্ধি। • কারিগরি ও প্রযুক্তি শিক্ষাখাতে নারীশিক্ষার্থীর জন্য ৩০% আসন বরাদ্দকরণ এবং ভর্তির হার ৩০% বৃদ্ধি। • অঞ্চলভিত্তিক কারিগরি, পাবলিক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাকরণ।	
২১.৩ কন্যা শিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি প্রদান অব্যাহত রাখা।	পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৬) • প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) • জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ • জাতীয় শিক্ষানীতি২০১০	• উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি। • প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান।	স্বল্পমেয়াদি • চলমান কর্মসূচীসমূহ অব্যাহত রাখা। • শহর অঞ্চলগুলোতে উপবৃত্তি প্রথা চালু।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
২১.৪ মেয়েদের জন্য স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০	• স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত নারী উপবৃত্তি প্রদান।	স্বল্পমেয়াদি • স্নাতক পর্যায়ে নারীর অবৈতনিক শিক্ষাকার্যক্রম এবং অবৈতনিক শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তি ও উপবৃত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখা। • উচ্চতর শিক্ষায় নারীর জন্য আসন বৃদ্ধি (বিশেষভাবে পেশাভিত্তিক শিক্ষায়)। দীর্ঘমেয়াদি • পাবলিক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্যবাজেট বরাদ্দ ৪০% বৃদ্ধি করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ:শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ,

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
				বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।

২.৬ ক্রীড়া ও সংস্কৃতি

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর আলোকে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নারী উন্নয়নের অভীষ্ঠ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ম্যাট্রিক্সঃ

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
২২.১ ক্রীড়া ক্ষেত্রে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫)। • জাতীয় ক্রীড়ানীতি ১৯৯৮।	• তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রতিভাবান নারী-খেলোয়াড় সনাক্তকরণ এবং তাদের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান। • স্থানীয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন ও অংশগ্রহণ; বিভিন্ন দেশের সাথে ক্রীড়া দল বিনিময়।	স্বল্পমেয়াদি • মেয়েদের খেলাধুলায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নারী ক্রীড়াবিদদের অনুদান প্রদান ও বিনামূল্যে খেলার সরঞ্জাম প্রদান। • সফল নারী ক্রীড়াবিদদের উৎসাহিত করার লক্ষ্য নিয়ে গণমাধ্যমে প্রচারাভিযান পরিচালনা। মধ্যমেয়াদি • ক্রীড়া ও সংস্কৃতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহন বৃদ্ধিকল্পে উপজেলা পর্যায়ে সংশিস্নষ্ঠ খাতে ৩০% বরাদ্দ বৃদ্ধি। • প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে নারীদের ক্রীড়া অনুশীলন ও প্রতিযোগিতার সুযোগ বৃদ্ধি করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
২২.২ স্থানীয় পর্যায়ে নারীর জন্য পৃথক ক্রীড়া কমপেস্নক্স গড়ে তোলা।	পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) • মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো।	• স্টেডিয়াম ও খেলার মাঠ সহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার করা হচ্ছে।	মধ্যমেয়াদি • প্রত্যেক ক্রীড়া কমপেস্নক্স নারীবান্ধব অবকাঠামো নির্মাণ নিশ্চিতকরণ (ড্রেসিং রম্নম, ওয়াশ রম্নম, ডে-কেয়ার)। • প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজে বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করা। • প্রত্যেক ক্রীড়া কমপ্লেক্সের সঙ্গে মহিলা ক্রীড়া প্রশিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিতকরণ।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা:জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
২২.৩ সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) • আর্থিকভাবে অসচ্ছল সংস্কৃতি সেবীদের ভাতা মঞ্জুরী নীতিমালা	• সংগীত, নৃত্য, নাট্যকলা ও চারুকলাসহ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও যাত্রাশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা ও মান উন্নয়ন করা হয়েছে। • ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংগীত, নৃত্য, নাট্যকলা ও চারুকলা সংরক্ষণ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট গঠন করা হয়েছে।	স্বল্পমেয়াদি • সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণে পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা নিরসনে প্রচার অভিযান। মধ্যমেয়াদি • সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের জন্য কন্যাশিশুদের স্কুলপর্যায় থেকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। • সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে নারীবান্ধব অবকাঠামো নির্মাণ।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২২.৪ নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মাণে নারীকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করা।			মধ্যমেয়াদি • নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মাণে নারী নির্মাতাদের সরকারি অনুদান প্রদান। • শ্রেষ্ঠ নারীনির্মাতাদের পুরস্কার প্রদান।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ তথ্য মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃসংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

২.৭ জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে নারীর সক্রিয় ও সম-অধিকার নিশ্চিতকরণ

জাতীয় নারী নীতি ২০১১-এর আলোকে জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে নারীর বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ম্যাট্রিক্স:

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
২৩.১ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং নারী-পুরুষের মধ্যে বিরাজমান পার্থক্য দূর করা।	সংবিধান • অনুচ্ছেদ ২৮(২)। পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১- ২০১৫)	• বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর পদে নারীকর্মকর্তা নিয়োগ। • রাষ্ট্রায়ত্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদে নারীসদস্য নিয়োগ।	স্বল্পমেয়াদি • অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন: ব্যাংক, বীমা কোম্পানিগুলোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে ২০% নারীদের নিয়োগ প্রদান। • ব্যাংক ও বীমা কোম্পানির সব পর্যায়ের কর্মীদের জেন্ডার সংবেদনশীল এবং নারী-পুরুষের সমতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ: অর্থ বিভাগ, ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ।
২৩.২ অর্থনৈতিক নীতি (বাণিজ্যনীতি, মুদ্রানীতি, করনীতি প্রভৃতি) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০- ২০২১) • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১- ২০১৫)	• সব নীতি প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট নারীদের মতামত গ্রহণ করা হয়।	স্বল্পমেয়াদি • সব অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে তথ্যপ্রদানের জন্য পৃথক সেল গঠন করা। মধ্যমেয়াদি • সরকারের অর্থবিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ২০% পদে নারীদের নিয়োগ। • প্রচলিত নীতি কার্যকর হচ্ছে কিনা তা বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ: অর্থ বিভাগ,অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা:মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক।
২৩.৩ নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি লক্ষ্য রেখে সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নে	পরিকল্পনা ও নীতি • প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০- ২০২১) • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১- ২০১৫)	• নারীর চাহিদা ও স্বার্থ বিবেচনায় এনে বিভিন্ন সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি ও কর্মসূচী প্রণয়ন।	মধ্যমেয়াদি • নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কী কী বিষয় সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত তা নিয়ে গবেষণা পরিচালনা	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ: অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
ও কর্মসূচীতে নারীর চাহিদা ও স্বার্থ বিবেচনায় রাখা।			করা। • নারীর সমান সুযোগ নিশ্চিত করার স্বার্থে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রিভিউ করা।	অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃবিআইডিএস, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন।
২৩.৪ সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতির প্রয়োগে বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রতিহত করার লক্ষ্যে নারীর অনুকূলে সামাজিক নিরাপত্তা বলয় (safety nets) গড়ে তোলা।	পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫)		স্বল্পমেয়াদি • জাতীয় বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ ১৫% বৃদ্ধি করা। • সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীতে উপকারভোগী নারীর সংখ্যা ১৫% বৃদ্ধি। • ৪০ বছরের কম বয়সী নারীদের আয়ের উৎস বাড়ানোর জন্য সুদমুক্ত ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা। • সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে স্থানীয় নারী জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত ও তদারকির ব্যবস্থা করা। মধ্যমেয়াদি • সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর সুফল উপকার ভোগী নারীরা পাচ্ছে কিনা তা বের করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট মানদন্ডের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ করা। • বরাদ্দকৃত অর্থের বাস্তবায়ন সঠিকভাবে হচ্ছে কি-না সে সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রণয়ন করার	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ কেবিনেট বিভাগ, অর্থ বিভাগ সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃমহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
			জন্য প্রতি বছর অন্তত ৩টি করে কর্মসূচী রিভিউ করা।	
২৩.৫ সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়া।	সংবিধান • অনুচ্ছেদ ৪০। • অনুচ্ছেদ ২০(১)। • অনুচ্ছেদ ১৯(১) ১৯(২) ১৯(৩)। আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহ • সিডো সনদ ১৯৭৯		স্বল্পমেয়াদি • সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীদেরকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়ার লক্ষ্যে অব্যাহত প্রচারণা চালানো। • স্থানীয় পর্যায়ে নারীদের সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়ার লক্ষ্যে স্থানীয় নারী জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা। • ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা:অর্থ বিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়।
২৩.৬ শিক্ষা পাঠ্যক্রম, বিভিন্ন পুস্তকাদিতে নারীর অবমূল্যায়ন দূরীভূত করা এবং নারীর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা।	পরিকল্পনা ও নীতি • জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০	• পাঠ্যপুস্তকসমূহেরপরিমার্জন ও হালনাগাদকরণ।	স্বল্পমেয়াদি • পাঠ্যক্রমবিশেষজ্ঞ, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নকারী ও পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়নকারীদের জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করা। মধ্যমেয়াদি • শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং জেন্ডার সংবেদনশীল পাঠ্যক্রম প্রদান।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
			• দেশের অর্থনীতি, কৃষি, তৈরী-পোশাক শিল্প সহ সমাজগঠনে নারীদের অবদানের কথা শিক্ষাপাঠ্যক্রমে উলেস্নখ করা।	সংস্থাঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়।
২৩.৭ নারী-পুরম্নষ শ্রমিকদের সমান মজুরি, শ্রমবাজারে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ ও কর্মস্থলে সমসুযোগ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং চাকুরি ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১- ২০১৫)	• ৬ মাস পূর্নবেতনে মাতৃত্বকালীন ছুটি কার্যকর। • যৌন হয়রানী রোধে কর্মড়্গেত্রে কমপেস্নইন সেল গঠন।	স্বল্পমেয়াদি • ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে স্বতন্ত্র তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করে নারীদের প্রবেশগম্যতা বাড়ানো। • শিল্প এলাকাগুলোতে বিশেষ তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করে শ্রম আইন এবং সম-মজুরির তথ্যপ্রদান। মধ্যমেয়াদি • নারীদের সমান মজুরি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সব পর্যায়ে শ্রম আইন প্রয়োগের মাধ্যমে লংঘণকারীদের শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ। • শ্রমঘন শিল্পে নারী শ্রমিকদের নিয়োগের ড়্গেত্রে কোটা নির্ধারণ করা। • হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী যৌনহয়রানি রোধে সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে কমপেস্নইন কমিটি গঠন করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
২৩.৮ নারীর অংশগ্রহণ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমের প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর অবদানের স্বীকৃতি দেয়া।	পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১- ২০১৫)	• সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারীর অবদানের স্বীকৃতি।	স্বল্পমেয়াদি • সব ধরনের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের পরিসংখ্যানগত শ্রমশক্তির তথ্যে নারীদের অবদানের কথা আলাদাভাবে উলেস্নখ করা।	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
২৩.৯ জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান প্রতিফলনের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোসহ সকল প্রতিষ্ঠানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা(২০১১-২০১৫) • প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১)	• সময় মত শুমারি ও জরিপ কাজ পরিচালনা করা।	স্বল্পমেয়াদি • জাতীয় অর্থনীতিতে নারীদের অবদানের কথা ও পরিসংখ্যান সকল প্রকার দলিলে উলেস্নখ করা। • প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারী-শ্রমের উপর পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ সম্পাদন।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
২৩.১০ সরকারের জাতীয় হিসাবসমূহে, জাতীয় উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক	আইন • শ্রম আইন, ২০০৬	• শ্রম আইনের যথাযথ প্রয়োগ	মধ্যমেয়াদি • কৃষি, গার্হস্থ্য শ্রমসহ সব ক্ষেত্রে নারীদের অবদানের আর্থিক মূল্যায়ন করা এবং জাতীয় আয়ে উলেস্নখ করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ অর্থ বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
প্রবৃদ্ধিতে কৃষি ও গার্হস্থ্য শ্রমসহ সকল নারী শ্রমের সঠিক প্রতিফলন ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করা।			• জাতীয় উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে নারীদের ভূমিকার তথ্য সব গণমাধ্যমে প্রচার করা।	তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
২৩.১১ নারী যেখানে অধিক সংখ্যায় কর্মরত আছেন, সেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা, বাসস্থান, বিশ্রামাগার, পৃথক প্রক্ষালণ কক্ষ এবং দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।		• সরকারি মহিলা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যাতায়াতের জন্য পরিবহন সুবিধা ও ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি সুবিধা। • দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মা'দের ভাতা প্রদান • কর্মজীবী নারীদের হোস্টেল সুবিধা প্রদান ও শিশু দিবাযত্ন সেবা প্রদান।	স্বল্পমেয়াদি • কর্মজীবী নারীদের জন্য আলাদা সরকারি বাস সার্ভিস বৃদ্ধি করা। মধ্যমেয়াদি • কর্মজীবী নারীদের জন্য সরকারি উদ্যোগে আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি করা। • বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুমোদন প্রদানের ক্ষেত্রে নারীদের জন্য আলাদা যাতায়াত ব্যবস্থা, বাসস্থান, বিশ্রামাগার, আলাদা টয়লেট, দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করা পূর্বশর্ত হিসাবে আরোপ করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়,গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়।

২.৮ নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণ

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর আলোকে নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণে নারী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ম্যাট্রিক্সঃ

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
২৪.১ হতদরিদ্র নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে অন্তর্ভুক্ত করা, বিধবা ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা প্রণয়ন, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রণয়ন ও বিত্তহীন মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচী (ভিজিডি)অব্যাহত রাখা।	পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫), পার্ট ২, চ্যাপ্টার ১, ফুড সিকিউরিটি এন্ড ম্যানেজমেন্ট, পার্ট ২, চ্যাপ্টার ৯, দরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী। • প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) • দুর্যোগব্যাবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০০৮-২০১৫) • জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতি ২০০৫	• অন্তঃসত্ত্বা ও স্তন্যদায়ী মায়েদের জন্য ভাতা প্রদান। • ভিজিডি কর্মসূচীর আওতায় খাদ্য সাহায্য, ভিজিডি- হত-দরিদ্র কর্মসূচীর আওতায় নগদ অর্থ সাহায্য ও উৎপাদন উপকরণ প্রদান। • বয়স্কভাতা প্রদান, বিধবা, পরিত্যক্তা ও অসহায় নারীদের ভাতা প্রদান। • ভিজিডি, কাবিখা, টেস্ট রিলিফ, অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির কর্মসূচী।	স্বল্পমেয়াদি • সামাজিক নিরাপত্তা বিদ্যমান কাঠামো আরো জোরদার করা। মধ্যমেয়াদি • সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কার্যক্রম বৃদ্ধি করা। • প্রান্তিক নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় , দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, পলস্নী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
২৪.২ দরিদ্র নারী শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে তাদের সংগঠিত করা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নতুন এবং বিকল্প অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সৃষ্টি করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) • প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) • জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতি ২০০৫	• আর্থ সামাজিক উন্নতির লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান। • বৃত্তিমূলক, দক্ষতা বৃদ্ধি, কারিগরি শিক্ষা এবং আয় সৃষ্টিতে সহায়ক প্রশিক্ষণ প্রদান। • নারীদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য উৎসাহ প্রদান।	স্বল্পমেয়াদি • সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে শিল্পখাতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা, এনজিওসমূহ এবং বাংলাদেশ ওমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশিস্নষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
২৪.৩ দরিদ্র নারীকে উৎপাদনশীল কর্মে এবং অর্থনৈতিক মূলধারায় সম্পৃক্ত করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫)	• নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও তাদের ক্ষমতায়নে সহায়তা করা। • আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তিতে নারীদের প্রবেশের সুযোগ করে দেয়া। • কর্মজীবী নারীদের হোস্টেল সুবিধার ব্যবস্থা করা এবং তাদের শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টারের ব্যবস্থা করা। • সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করা, ভিক্ষার সাথে যুক্ত জনগণের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। • একটি বাড়ি ও একটি খামার ব্যবস্থার উন্নয়ন; • অনগ্রসর এলাকার দরিদ্র নারীদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন; বিভিন্ন ড়োত্রে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা শ্রেণী সৃষ্টি করা। • সমন্বিত পাহাড়ী খামার উন্নয়ন প্রকল্প	স্বল্পমেয়াদি • বিভিন্নখাতে জীবন দড়াতামূলক প্রশিড়াণ এবং বাজার সংবেদনশীল প্রশিড়ান ব্যবস্থার সৃষ্টি। • প্রান্তিক দরিদ্র্য নারীদের বিনা সুদে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মূল কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ মহিলাও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশে উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, পলস্নী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয় ওএনজিও বিষয়ক ব্যুরো।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশিস্নষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
২৪.৪ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ নারীর সকল চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫)	• সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি বাজেট ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা।	স্বল্পমেয়াদি • এমটিবিএফ[২৭]-এর আওতায় সব মন্ত্রণালয়ের জেন্ডার সংক্রান্ত বাজেট বছরভিত্তিক বৃদ্ধির বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ অর্থ বিভাগ সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ
২৪.৫ জাতিসংঘের সংশিস্নষ্ট সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা দান ও অনুপ্রাণিত করা।			স্বল্পমেয়াদি • লোকাল কনসালটিং গ্রম্নপ অন ওমেন এডভান্সমেন্ট এন্ড জেন্ডার ইকুয়ালিটি (এলসিজি-ওয়েজ) ২৮ গ্রম্নপকে আরো শক্তিশালীকরণ এবং এলসিজি সাব-গ্রম্নপকে নারীদের দারিদ্র্য নিরসনের জন্য প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিত করা। • নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও দারিদ্র্য নিরসনের স্বার্থে সংশিস্নষ্ট সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রসমূহ শনাক্তকরণ।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ সংশিস্নষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ।

[২৭] Medium Term Budgetary Framework (MTBF)
[২৮] Local Consultative Group on Women Advancement and Gender Equality (LCG-WAGE)

২.৯ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর আলোকে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ম্যাট্রিক্স:

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
২৫.১ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, তথ্য ও প্রযুক্তিতে নারীকে পূর্ণ ও সমান সুযোগ প্রদান করা।	সংবিধান • অনুচ্ছেদ ১৫ (এ)। • অনুচ্ছেদ ১৭ (এ)। • অনুচ্ছেদ ১৯ (৩)। পরিকল্পনা ও নীতি • জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০। • জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১।	• মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থার মাধ্যমে নারীদের বিভিন্ন আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান। • নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কারিগরি, বৃত্তিমূলক, আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, উৎপাদনশীল উপকরণ ও ঋণ প্রদান ।	মধ্যমেয়াদি • জাতীয় অর্থনীতি, সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে নারীর ইতিবাচক অবদানের বিষয় সব গণমাধ্যমে প্রচার। • সরকারি সব প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নারীর সম-অধিকার নিশ্চিত করা। • স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, তথ্য ও প্রযুক্তিতে প্রতিবন্ধী নারীদেরকে সমান সুযোগ প্রদান করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা: স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, তথ্য ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।
২৫.২ উপার্জন, উত্তরাধিকার, ঋণ, ভুমি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করা।	সংবিধান • অনুচ্ছেদ ১৯ (৩)। • অনুচ্ছেদ ২০(১)। • অনুচ্ছেদ ২০ (২)।		দীর্ঘমেয়াদি • উপার্জন, উত্তরাধিকার, ঋণ, ভূমি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তিতে নারীদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদানের জন্য আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা। • জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির এই ধারা ধর্মীয় অনুভূতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয় সেটি স্থানীয় ইমাম/ পুরোহিতদের মাধ্যমে আরো জোরালো করে সমাজের সবার কাছে প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া। • নারীর উত্তরাধিকার এবং বাজার ব্যবস্থাপনার	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ: আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, ধর্ম

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
			মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তির উপর নারীর সম-অধিকারের বিষয়টি প্রচারের ব্যবস্থা করা।	বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

২.১০ নারীর কর্মসংস্থান

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর আলোকে নারী ও কর্মসংস্থান-বিষয়ক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য প্রস্তাবিত পদক্ষেপসমূহের ম্যাট্রিক্স:

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
২৬.১ নারী শ্রমশক্তির শিক্ষিত ও নিরক্ষর উভয় অংশের কর্মসংস্থানের জন্যে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫)। • জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২	• মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য কারিগরি, বৃত্তিমূলক, আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, উৎপাদনশীল উপকরণ ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান। • সেবামূলক ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান। • কারিগরি প্রশিক্ষণ দেয়া। • গ্রামীণ নারীদের জন্য আয়বর্ধক কর্মসূচী গ্রহণ।	মধ্যমেয়াদি • নারীর কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে কারিগরি ও বাজারমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ। দীর্ঘমেয়াদি • শ্রম জনশক্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার বিভাজিত ডেটা প্রণয়নের ব্যবস্থা করা এবং তা বিশেষ্লষণ করা। • সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক ঋণ প্রদানের মাধ্যমে নারীর আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। • নারীর শ্রমশক্তির রপ্তানির লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। • নারীদের জন্য বিদেশ গমনের বিষয়াবলি সহজ করা এবং কম খরচে নারীদের জন্য বিদেশ গমনের ব্যবস্থা করা। • প্রবাসী নারীদের জন্য ডাটা বেইজ প্রণয়ন করা এবং প্রবাসী নারীদের অবস্থা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা। • সরকারি ও বেসরকারি কর্মস্থলে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে যৌনহয়রানি বিরোধী কমিটি গঠন।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসি কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা: সরকারি কর্ম কমিশন, তথ্য মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
২৬.২ চাকরি ক্ষেত্রে নারীর বর্ধিত নিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রবেশ পর্যায়সহ সকল ক্ষেত্রে কোটা বৃদ্ধি এবং কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।	সংবিধান • অনুচ্ছেদ-২(১) • অনুচ্ছেদ-২৯(১) • অনুচ্ছেদ-২৯(২) • অনুচ্ছেদ-২৯(৩)	• নারীদের জন্য প্রথম শ্রেণীর পদে ১০% কোটা সংরক্ষণ। • নারীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর পদে ১৫% কোটা সংরক্ষণ। • নারীদের তৃতীয় শ্রেণীর পদে ৩০% কোটা সংরক্ষণ।	স্বল্পমেয়াদি • সরকারি চাকরিতে নারীদের প্রবেশের সময়সীমা ৩০ থেকে ৩২ এ উন্নীতকরণ। মধ্যমেয়াদি • চাকরির ক্ষেত্রে নারীদের জন্য ১ম শ্রেণী পদে ১৫%, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ২০% এবং তৃতীয় শ্রেণীতে ৩৫% কোটা বরাদ্দ করা। • ইউএনও, জেলা প্রশাসক, বিভাগীয় কমিশনার, সচিব সহ সকল নেতৃস্থানীয় পদে ৩৩% নারী কর্মকর্তা নিয়োগ। • সররকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ ও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে ৩৩% নারী নিয়োগ নিশ্চিতকরণ। • বিসিএস পরীক্ষায় প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য ২% কোটা বরাদ্দকরণ। দীর্ঘমেয়াদি • চাকরি ক্ষেত্রে নারীদের জন্য কোটা: প্রথম শ্রেণীর ২০%, দ্বিতীয় শ্রেণীর ২৫% এবং তৃতীয় শ্রেণীতে ৪০% কোটা বরাদ্দ করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সরকারি কর্ম কমিশন। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
২৬.৩ সকল নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে সরকার অনুসৃত কোটা ও কর্মসংস্থান নীতির আওতায় চাকরি ক্ষেত্রে নারীকে সকল প্রকার সমসুযোগ প্রদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২ আইন • বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬	• শ্রম আইন যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন। • শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ। • ডে-কেয়ার সেন্টার • মাতৃত্বকালীন ছুটি	দীর্ঘমেয়াদি • সরকারি নিয়োগে নারীর জন্য সংরক্ষিত কোটা সম্পর্কে নারীদের তথ্য প্রদান। • নারীর জন্য নির্ধারিত কোটার যথাযথ বাস্তবায়ন মনিটরিং। • জনপ্রশাসনের অধীনে বিসিএসের সব স্তরে ৩৩% নারী নিয়োগ নিশ্চিতকরণ। জনপ্রশাসন এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে জেন্ডার এ্যকশান পল্যান প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং। • প্রস্তাবিত সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট, ২০১২-এ জেন্ডার সমতা ও বৈষম্য দূরীকরণে বিধান রাখা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ সরকারি কর্ম কমিশন, তথ্য মন্ত্রণালয়।
২৬.৪ নারী উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ ও ঋণদান কর্মসূচী গ্রহণ করা।		• নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ‘জয়িতা’ নামক বিপণন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। • ক্ষুদ্রঋণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান। • মোট এসএমই ঋণের ১০% নারীদের জন্য বরাদ্দ রাখার নির্দেশ। • বাংলাদেশ ব্যাংকে নারীদের জন্য বিনা জামানতে পঁচিশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। • সমন্বিত পাহাড়ী খামার উন্নয়ন প্রকল্প	স্বল্পমেয়াদি • উপজেলা পর্যায়ে নারীদের আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন কারিগরি ও বাজারমুখি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। • নারী-উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের উপজেলা-জেলা ও রাজধানীভিত্তিক বাজারজাতকরণের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ। • সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকে বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও অনগ্রসর নারীদের জন্য মূলধন/ জামানতবিহীন ঋণপ্রদান। • প্রতিবন্ধী নারীদের আয়বর্ধক ও বাজারমুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা. বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংক।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশিস্নষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
			• ড়্গুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় প্রশিড়্গণ ও ঋণ প্রদানের ড়্গেত্রে নৃগোষ্ঠীর প্রশিড়্গক ও কর্মকর্তা নিয়োগ।	
২৬.৫ নারীর বর্ধিত হারে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ, অবস্থান ও অগ্রসরমানতা বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিবেশ গড়ে তোলা।	পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, (২০১১-২০১৫)। • জাতীয় শ্রমনীতি-২০১২ আইন • বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬	• সরকারি নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যাতায়াতের জন্য পরিবহন সুবিধা ও ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি সুবিধা। • দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মা'দের ভাতা প্রদান। • কর্মজীবী মহিলাদের হোস্টেল সুবিধা প্রদান ও শিশু দিবাযত্ন সেবা প্রদান। • কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণ ও মহিলাদের প্রতি নির্যাতন বন্ধ করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ। • কর্মজীবী নারীদের জন্য হোস্টেল।	স্বল্পমেয়াদি • বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভাগ, দপ্তর ও অধিদপ্তরে কর্মরত নারীদের কাজের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি। এজন্য ডে- কেয়ার সেন্টার, ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার, আলাদা টয়লেট, আবাসিক ব্যবস্থা ও পরিবহন সুবিধা বৃদ্ধি। দীর্ঘমেয়াদি • কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত তথ্যের প্রচারের লক্ষ্যে বুলেটিন প্রকাশ। • সরকারি, আধাসরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সব কর্মক্ষেত্রে যৌনহয়রানির বিরম্নদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যৌনহয়রানি বিরোধী কমিটি ও কমপেস্নইন অফিসার হিসেবে ১০০% নারী অফিসার নিয়োগ। • যৌনহয়রানি বন্ধে আচরণবিধি পরিবর্তন এবং প্রয়োজনীয় নীতি ও আইন প্রণয়ন। • কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের সংখ্যা বাড়ানো এবং কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য সিট বরাদ্দ রাখা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিড়্গা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
২৬.৬ নারীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল আইন, বিধি ও নীতির প্রয়োজনীয় সংস্কার করা।			মধ্যমেয়াদি • যে সব বিদ্যমান আইন, বিধি ও নীতি নারীদের কর্মসংস্থানের জন্য সহায়ক নয় তার একটি তালিকা প্রণয়ন। • নারীদের কর্মসংস্থানের জন্য সহায়ক নয় এমন আইন, বিধি ও নীতির কোন কোন অংশ সংস্কার করা উচিত তার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল তৈরি করা এবং সব ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ আইন কমিশন, সরকারি কর্ম কমিশন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

২.১১ জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট এবং জেন্ডার বিভাজিত ডাটাবেইজ প্রণয়ন

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর আলোকে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট এবং জেন্ডার বিভাজিত ডেটাবেইজ বিষয়ক উন্নয়ন কার্যক্রম অর্জনের ম্যাট্রিক্সঃ

নারী উন্নয়ন নীতি২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়
২৭.১ নারী উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।	পরিকল্পনা ও নীতি • মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ)।	• ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচীতে নারীর অংশীদারিত্ব সুনির্দিষ্টভাবে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। • ৫৬টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের আরসিজিপি মডেল বিশ্লেষণ ও জেন্ডার বাজেটিং রিপোর্ট। • ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ২৫টি	স্বল্পমেয়াদি • বাজেট পরিকল্পনায় নারীর প্রয়োজন ও আগ্রহের জায়গাগুলো যাতে সুস্পষ্ট থাকে সেজন্য অর্থবিভাগের অধীনে তহবিল বরাদ্দ রাখতে হবে। • অর্থবিভাগ বাজেট সার্কুলারে নারী উন্নয়ন খাতে অর্থ বরাদ্দের বিষয়টি নিশ্চিত করবে। • পরিকল্পনা কমিশন প্রকল্প ও কর্মসূচীতে নারী উন্নয়ন খাতে অর্থবরাদ্দ নিশ্চিত করবে।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ : অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন। সহায়ক মন্ত্রণালয় বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ

নারী উন্নয়ন নীতি২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়
		মন্ত্রণালয়/ বিভাগের বাজেটে নারী উন্নয়ন ও নারী অগ্রগতির বিষয়াবলি পর্যালোচনা।		
২৭.২. জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা এবং মধ্য-মেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় তথা রাষ্ট্রীয় বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রক্রিয়া জেন্ডার রেস্পন্সিভ বাজেটিং (জিআরবি) [২৯] অনুসরণ অব্যাহত রাখা। বাজেটকৃত অর্থের সর্বোত্তম ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করার কাঠামো শক্তিশালী করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, (২০১১-২০১৫)। • মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ)।	• ৫৬টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের আরসিজিপি মডেল বিশ্লেষণ ও জেন্ডার বাজেটিং রিপোর্ট। • সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগে এমটিবিএফ পদ্ধতি অনুসরণ। • ২০১২- ২০১৩ অর্থ বছরে ২৫টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগে বাজেটে নারী উন্নয়ন ও নারী অগ্রগতির বিষয়াবলি পর্যালোচনা।	স্বল্পমেয়াদি • এমটিবিএফ পদ্ধতি অনুসরণ অব্যাহত রাখা। • সব মন্ত্রণালয়/ বিভাগে জেন্ডার সংবেদনশীল প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে। • জেন্ডার বাজেটিং পরিবীক্ষণ করার লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, আইএমইডি, ইআরডি ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন। • সমন্বিত জেন্ডার বাজেটিং পরিবীক্ষণ কমিটির সাচিবিক সহায়তা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রদান করবে। • ৫৬টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের আরসিজিপি মডেল বিশেস্নষণ ও জেন্ডার বাজেটিং রিপোর্ট প্রণয়ন। • সব মন্ত্রণালয়ের এ্যালোকেশান অফ বিজনেসে নারী উন্নয়ন বিষয়ক ইস্যুসমূহ অন্তর্ভুক্তকরণ। • সব মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যবস্থাপনা ও অর্থ বিভাগের বাজেট ডেস্ক কর্মকর্তাদের জেন্ডার বাজেটিং-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান। • টিপিপি এবং ডিপিপি কাঠামোতে জেন্ডার বিভাজিত ডাটা ও তথ্য জেন্ডার বাজেট বিশেস্নষণের জন্য অন্তর্ভুক্তকরণ এবং টিপিপি ও ডিপিপির বিরাজমান কাঠামো পুনর্গঠন।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাাঃ বাস্তবায়ন পরীবিড়াণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ।

[২৯]Gender Responsive Budgeting (GRB)

নারী উন্নয়ন নীতি২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়
২৭.৩ জেন্ডার ভিত্তিক পৃথক তথ্য/ উপাত্ত সংগ্রহ, সন্নিবেশ এবং নিয়মিত প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সরকারি ও বেসরকারি গবেষণা কেন্দ্র, ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক তথ্য/ উপাত্ত সংগ্রহকারী অঙ্গসমূহ নারীর অবস্থান ও ভূমিকা সম্বলিত জেন্ডার বিভাজিত ডোটবেইজ গড়ে তুলবে। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/দপ্তর কর্পোরেশন, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সকল কাজের জন্যে জেন্ডার ভিত্তিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রকাশনার ব্যবস্থা করা।		• বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো [৩০] জেন্ডার বিভাজিত তথ্য। • বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো[৩১]	স্বল্পমেয়াদি • জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট পর্যবেক্ষণ সেল গঠন। • জেন্ডার বিভাজিত ডাটাবেইজের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের সুফল প্রাপ্তদের জোরালো প্রমাণ উপস্থাপন। • বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জেন্ডার বিভাজিত ডাটাবেইজ গঠন। • সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগে জেন্ডার বিভাজিত ডাটাবেইজ সংরক্ষণ করা ও বাৎসরিক রিপোর্ট মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে সরবরাহ করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ:পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, অর্থবিভাগ। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা:সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ

[৩০] Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)
[৩১] Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics (BANBEIS)

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর আলোকে সহায়ক সেবা ক্ষেত্রে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ম্যাট্রিক্স:

২.১২ নারী ও প্রযুক্তি

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর আলোকে নারী ও প্রযুক্তি বিষয়ক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য প্রস্তাবিত পদক্ষেপসমূহের ম্যাট্রিক্স:

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
২৯.১ নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, আমদানি ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১১ • জাতীয় আইসিটি নীতিমালা,২০০৯ • জাতীয় জীব প্রযুক্তি নীতি,২০১২		স্বল্পমেয়াদি • যে কোন নতুন প্রযুক্তি ব্যাপকহারে ব্যবহারের পূর্বে সেটির জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত প্রতিফলিত করার জন্য পাইলট ভিত্তিতে নারীদের ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে তাদের মতামত ও অভিজ্ঞতা যাচাই করা। মধ্যমেয়াদি • একই প্রযুক্তি বাংলাদেশে ব্যবহারের পূর্বে অন্যদেশে ব্যবহৃত হয়ে থাকলে সেদেশের পরিপ্রেক্ষিতে নারীদের কী অভিজ্ঞতা হয়েছে তা খতিয়ে দেখা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, সব গণমাধ্যম, বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিআরটিসি, বিসিএসআইআর, ব্যাণ্ডক, বিসিসি।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
২৯.২ উদ্ভাবিত প্রযুক্তির প্রয়োগের ফলে নারীর স্বার্থ বিঘ্নিত হলে গবেষণার মাধ্যমে ঐ প্রযুক্তিকে নারীর প্রতি ক্ষতিকারক উপাদানমুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • জাতীয় আইসিটি নীতি ২০০৯ • জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১০		স্বল্পমেয়াদি • যে সব প্রযুক্তি নারীদের স্বার্থ বিঘ্নিত করছে তা নির্ণয় করার জন্য যথাযথ গবেষণা পরিচালনা করা। • প্রযুক্তিতে নারীর জন্য ক্ষতিকারক অংশ দূর করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি উদ্ভাবক ও পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দেয়া। • প্রতিবন্ধী শিশু ও নারীর উন্নততর শিক্ষাসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য তথ্য প্রযুক্তির উদ্ভাবন যেমন, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী নারীদের জন্য টকিং সফ্টওয়্যার, স্ক্রিনরিডার ইত্যাদি সরবরাহ করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, সব গণমাধ্যম, বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিটিআরসি[৩২], বিসিএসআইআর[৩৩], ব্যান্সডক[৩৪]।
২৯.৩ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নারীর স্বার্থের অনুকূল লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সংস্কার করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১০ • জাতীয় আইসিটি নীতিমালা ২০০৯ • জাতীয় জীব প্রযুক্তি নীতি ২০১২	• জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১০; সংশোধন, পরিমার্জন ও হালনাগাদকরণ।	স্বল্পমেয়াদি • নারীদের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা। • নারীদেরকে বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশুনা করার জন্য উৎসাহিত করা। এ লক্ষ্যে তাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা। • নিয়মিত বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা, বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণের জন্য সরঞ্জাম সরবরাহ করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ

[৩২] Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC)
[৩৩] Bangladesh Council for Scientific and Industrial Research (BCSIR)
[৩৪] Bangladesh Scientific Documentation Centre (BANSDOC)

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
			মধ্যমেয়াদি • বর্তমানে যে সব প্রযুক্তি নারীদের স্বার্থের পরিপন্থী সেসব প্রযুক্তির ব্যবহার বন্ধের জন্য আইন পাস করা এবং ক্ষেত্র-বিশেষে বিদ্যমান আইন সংস্কার করা।	তথ্য মন্ত্রণালয়, সব গণমাধ্যম, বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিটিআরসি, বিসিএসআইআর, ব্যানসডক, বিসিসি।

২.১৩ নারীর ও খাদ্য নিরাপত্তা

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর আলোকে নারীদের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য অর্জনের ম্যাট্রিক্স:

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়
৩০.১ দুঃস্থ নারীর চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে সরকারি খাদ্য বিতরণব্যবস্থা শক্তিশালী করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) (পার্ট- ২, অধ্যায় ১ ফুড সিকিউরিটি এন্ড ম্যানেজমেন্ট, পার্ট- ২ প্রটেকটিং প্রোগ্রাম ফর দি পুওর এন্ড ভালনারেবল)	• দরিদ্র বিধবা ও দুঃস্থ নারীদের ভাতা প্রদান। • ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম। • মাতৃত্বকালীন ভাতা। • ল্যাকটেটিং মায়েদের জন্য ভাতা। • বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ভাতা। • দারিদ্র্য বিমোচনে ঋণ। • খাদ্য ও জীবিকা সুরক্ষা কর্মসূচী।	মধ্যমেয়াদি • সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণের সময় নারীদের শারীরিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টির বিবেচনা করা। • নারী-দারিদ্র্য-এলাকা চিহ্নিত করে খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করা। • দুঃস্থ নারীদের চিহ্নিতকরণ ও খাদ্য বিতরণের ক্ষেত্রে স্থানীয় নারী জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা। • খাদ্য বিতরণে স্থানীয় নারী জনপ্রতিনিধিদের অধিকহারে সম্পৃক্ত করা। • নারী উপকারভোগীদের একটি ডাটাবেইজ প্রণয়ন করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ:মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ খাদ্য মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়
৩০.২ খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা, তত্ত্বাবধান ও বিতরণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।		জাতীয় খাদ্য নীতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন মনিটরিং।	দীর্ঘমেয়াদি • নারীদের জন্য খাদ্য বিতরণের ক্ষেত্রে পুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুষম খাদ্য প্রদানের বিষয় নিশ্চিত করা। • নারী যে সব ফসল ও শস্য উৎপাদনে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে সেসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া। • সব ধরনের কৃষি উপকরণ, প্রযুক্তি, সার, ও ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা। • স্থানীয় পর্যায়ে নারী কৃষি-উদ্যোক্তাদের সহায়তার মাধ্যমে দরিদ্র নারী কৃষি-শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ কৃষি মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর।
৩০.৩ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নারীর শ্রম, ভূমিকা, অবদান, মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদান করা।			স্বল্পমেয়াদি • প্রতিবছর বিশ্ব খাদ্য দিবসে নারী-কৃষকদের সংবর্ধনার ব্যবস্থা করা। • খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নারীদের ভূমিকার কথা সরকারি ও বেসরকারি গণমাধ্যমে প্রচার করা। • প্রতিবছর নারীদের খাদ্য নিরাপত্তায় ভূমিকার পরিসংখ্যানগত তথ্য সংগ্রহ করা এবং খাদ্য মন্ত্রণালয় ও গ্রামীণ নারীদের সঙ্গে মতবিনিয়ের আয়োজন করা। • নারীদের জন্য কৃষি-পদকের ব্যবস্থা করা। • গর্ভবতী প্রতিবন্ধী নারীদের পুষ্টিচাহিদা পূরণের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতার পাশাপাশি অতিরিক্ত সহায়তা প্রদান। • প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য বিশেষ ভিজিএফ কার্ড	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ খাদ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পলস্নী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়
			প্রদান করা ।	

২.১৪ নারী ও কৃষি

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর আলোকে কৃষিক্ষেত্রে নারীদের উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের ম্যাট্রিক্সঃ

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
৩১.১ কৃষি প্রধান অর্থনীতিতে খাদ্যনিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৃষির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নারীর শ্রম ও অংশগ্রহণ বিশ্বব্যাপী সর্বজনবিদিত। জাতীয় অর্থনীতিতে নারী-কৃষি শ্রমিকের শ্রমের স্বীকৃতি প্রদান করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) • জাতীয় কৃষি নীতি ২০১০ • জাতীয় শ্রম নীতি ২০১২		স্বল্পমেয়াদি • নারীকৃষকদের জন্য বাৎসরিক কৃষি মেলার আয়োজন করা। • নারীকৃষকদের সঙ্গে বাজেটপূর্ব আলোচনার ব্যবস্থা করা। • ইউনিয়ন কৃষি বস্নক ভিত্তিক নারীকৃষি শ্রমিকদের তালিকা তৈরি করা এবং নারীকৃষি কার্ড প্রদান করা। • নারীকৃষি শ্রমিকদের অবদান পরিমাপের জন্য ন্যূনতম একটি গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি চালু করা। • আন্তর্জাতিক শ্রমদিবসে নারী কৃষিশ্রমিকদের কৃষিতে শ্রমের স্বীকৃতিস্বরূপ সংবর্ধনা প্রদানের ব্যবস্থা করা। • নারীকে কৃষি কর্মকান্ডের সঙ্গে আরো উৎসাহিত করা। • প্রতিবন্ধী সহ নারী কৃষি শ্রমিকদের অবদানের তথ্য নিয়মিত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রচারের ব্যবস্থা করা। • প্রতিবন্ধী নারীদের 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্তকরণ। মধ্যমেয়াদি • চর এলাকার নারীকৃষকদের জন্য সুবিধার সৃষ্টি	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ কৃষি মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, কৃষিভিত্তিক এনজিওসমূহ, সরকারি ও বেসরকারি গণমাধ্যম।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশিস্নষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
			করা। • কৃষিতে নারীদের ভূমিকা বিষয়ে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা ও সব ধরনের পাঠ্যপুস্তকে কৃষিতে নারীদের অবদানের কথা উলেস্নখ করা। • ভূমিহীন নারী প্রধান পরিবারকে খাস জমি প্রদান করা।	
৩১.২ জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে নারী-কৃষি শ্রমিকদের সকল প্রকার সহয়তা প্রদান করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) • জাতীয় কৃষি নীতি ২০১০ • জাতীয় শ্রম নীতি ২০১২	• জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবসমূহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে তুলে ধরা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গ্রহণ। • জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সক্ষম ফসলের জাত উদ্ভাবন। • ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড। • ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলেন্স ফান্ড।	স্বল্পমেয়াদি • জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবেলায় গঠিত কমিউনিটি ভিত্তিক কমিটিসমূহে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ৫০% পদে নারীদের যুক্ত করা। • দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসনের সময় নারী কৃষিশ্রমিকদের কৃষি উপকরণ ও ত্রাণ সহায়তা দেয়া। • ক্লাইমেট চেঞ্জ ফান্ড এরথেকে নারী কৃষিশ্রমিকদের জন্য নারী-বান্ধব কর্মসূচী প্রদানের ব্যবস্থা করা। • জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ নারীকৃষকদের বিকল্প কর্মসংস্থান কিংবা জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে সেরকম জাতের কৃষি শস্যের বীজ বিতরণ করা। • এডাপটেশন মডিউল এ নারী-বান্ধব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা। মধ্যমেয়াদি • ক্ষতিগ্রস্থ নারীকৃষকদের বিকল্প কর্মসংস্থান কিংবা জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ কৃষি মন্ত্রণালয়, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, দাতা সংস্থা এবং এনজিওসমূহ।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
			তাদের দক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।	
৩১.৩ কৃষিতে নারী শ্রমিকের মজুরি বৈষম্য দূরীকরণ এবং সমকাজে সম মজুরী নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫), পার্ট-২ চ্যাপ্টার-১, • প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) • জাতীয় কৃষি নীতি ২০১০ • জাতীয় শ্রম নীতি ২০১২	শ্রম আইন এর যথাযথ প্রয়োগ	স্বল্পমেয়াদি • সমান কাজে সমান মজুরির ভিত্তিতে কৃষিখাতে নারীদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করা। মধ্যমেয়াদি • কৃষি নারীশ্রমিকের জন্য ন্যূনতম মজুরি আইন চালু করা। • স্থানীয় পর্যায়ে কৃষিকাজে নারীদের মজুরি বৈষম্য দূরীকরণে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা। • সমান কাজে সমান মজুরির বাস্তবায়ন এর লক্ষ্যে মনিটরিং মেকানিজম প্রতিষ্ঠা করা। • কৃষিতে নারীশ্রমিকদের অবদান সমাজের সর্বস্তরে প্রচার করার ব্যবস্থা করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আইন কমিশন, স্থানীয়সরকার বিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৩১.৪ কৃষি উপকরণ, সার, বীজ, কৃষক কার্ড, ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে নারী কৃষি	পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) • জাতীয় কৃষি নীতি ২০১০ • জাতীয় শ্রম নীতি ২০১২	• নারীদের ব্যবসার জন্য নির্ধারিত বাজার বিদ্যমান। • ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণের সরবরাহ এবং ঋণ প্রদান। • সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকদের	স্বল্পমেয়াদি • নারীকৃষকদের জন্য কৃষি মজুরির ব্যবস্থা করা। • নারীদের জন্য কৃষি ব্যাংক ও অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকে ঋণ পাবার আবেদন প্রক্রিয়া সহজতর করা। • নারীকৃষকদের জন্য ব্যাংক ঋণ-এর	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ কৃষি মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
শ্রমিকদের সমান সুযোগ নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।		প্রশিক্ষণ।	সহজলভ্যতা সম্পর্কে প্রচারণা চালানো। • নারীদের জন্য কৃষি ব্যাংক ও অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে কৃষি ঋণের ১০% বরাদ্দ। • কৃষিভিত্তিক শিল্পস্থাপনের লক্ষ্যে নারীউদ্যোক্তাদের ঋণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান। • নারী কৃষি শ্রমিকের জন্য মোবাইলে বাংলায় কৃষি তথ্য প্রদান এর ব্যবস্থা করা। • নারীকৃষকদের কৃষি উপকরণ, সার, বীজ ও ঋণ প্রদানের জন্য তাদের জন্য আলাদা কার্ডের ব্যবস্থা করা। • নারী কৃষিশ্রমিকদের সরকারি ভর্তুকি পাবার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের নারীসদস্য দ্বারা তদারকির ব্যবস্থা করা। মধ্যমেয়াদি • কৃষিভিত্তিক শিল্পে নারীউদ্যোক্তাদের জন্য প্রতি বছর অঞ্চলভিত্তিক ও জাতীয় পুরস্কার প্রদান করা। • বেসরকারি ঋণ প্রদানকারী সংস্থাসমূহকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ নারীকৃষকদের প্রদানের নির্দেশ দেয়া। • নারী-বান্ধব আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তির ব্যবহার ও নারীদের কাছে এসকল প্রযুক্তি সহজলভ্য করা।	সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ অর্থ বিভাগ,বাংলাদেশ ব্যাংক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ।

২.১৫ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর আলোকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রস্তাবিত প্রদক্ষেপ সমূহের ম্যাট্রিক্স:

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশিস্নষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
৩২.১ রাজনীতিতে অধিকহারে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্যে প্রচার মাধ্যমসহ রাজনৈতিক দলসমূহকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১- ২০১৫) আইন • জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ • স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯। • স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯। চুক্তি • গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চুক্তি, ১৯৯৭	• দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পদে ১ জন নারী। • জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকারের পদে ১ জন নারী। • জাতীয় সংসদের মাননীয় বিরোধী দলীয় নেতা পদে ১ জন নারী। • জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ উপনেতা পদে ১ জন নারী। • জাতীয় সংসদে হুইপ পদে একজন নারী। • মন্ত্রিসভায় ৫ জন নারী মন্ত্রীর অন্তর্ভুক্তি। • জাতীয় সংসদে ৭০ জন নারী সংসদ সদস্য। • জাতীয় সংসদে ২০ জন নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্য। • জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসন ৫০টি-তে উন্নীত করা হয়েছে। • প্রতিটি উপজেলায় ১জন	স্বল্পমেয়াদি • রাজনীতিতে সকল স্তরে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনসচেতনতা তৈরি। • নির্বাচনী আইন ও বিধিমালায় জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত সমন্বিত করা। মধমেয়াদি • নির্বাচন কমিশন থেকে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন নীতিমালায় জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত অন্তর্ভুক্ত করা। • প্রচার মাধ্যমে রাজনীতিতে নারীর ইতিবাচক অংশগ্রহণ বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার। • জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। • ইউনিয়ন পরিষদ নারী সদস্যগণের উন্নয়ন কাজে অধিক হারে সম্পৃক্তি ও নেতৃত্বদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি। • রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ নাগরিক অধিকার। এই অধিকার সংরক্ষণে জাতীয় পর্যায়ে গণসচেতনতামূলক কর্মকান্ড বিস্তার।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় নির্বাাচন কমিশন। সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় সংসদ, স্থানীয় সরকার ও পলস্নী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
		নির্বাচিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রয়েছেন। • বর্তমানে প্রতিটি ইউনিয়নে ৩ জন করে নির্বাচিত নারী সদস্যরয়েছে। • ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রথম বারের মতো ২০১১ সনে সিটি কর্পোরেশনে নারী মেয়র নির্বাচিত হয়েছে।	• রাজনৈতিক দল ও সদস্যের নিবন্ধন নীতিমালায় জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত সমন্বয়করণ।	
৩২.২ নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জন ও প্রয়োগ এবং এর সুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা।			স্বল্পমেয়াদি • নারীবান্ধব রাজনৈতিক পরিসর গঠনে রাজনৈতিক দলসমূহের সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ। • স্থানীয় ও জেলাভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠনগুলোতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা ও অবকাঠামো নির্মাণ। • বিবাহিত ও মায়েদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যালয়ে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন। • জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ও কনফারেন্সে অংশগ্রহণে নারীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা। • রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী নারীর প্রতি ইতিবাচক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি। • রাজনীতিতে নারীর ইতিবাচক ভাবমূর্তি নির্মাণে প্রচার মাধ্যমে বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ। যেমনঃ প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ, গণসচেতনতা নির্মাণে	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ অর্থ বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট এনজিও, রাজনৈতিক দলসমূহ, সুশীল সমাজ।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
			ক্যাম্পেইনিং। • নির্বাচনী আইন সংস্কার করে জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত অন্তর্ভুক্ত করন। • নারী-বান্ধব নির্বাচনী আইন সম্প্রচারে সরকারি ও বেসরকারি, প্রিন্ট ও ডিজিটাল মিডিয়ার জনসচেতনতামূলক কর্মকান্ড সম্প্রচার এবং এই সম্প্রচার কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে বর্ধন ও বিস্তার। • রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃক ক্রমান্বয়ে শহর, জেলা, উপজেলা ও গ্রাম-পর্যায়ে নারীবান্ধব অবকাঠামোসম্পন্ন দপ্তর নির্মাণ। • রাজনীতির বিভিন্ন স্তরে কমিটি গঠনে ৩০%নারীসদস্যের কোটা সংরক্ষণ।	
৩২.৩ রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে পর্যায়ক্রমে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।	আইন • রিপ্রেজেন্টেশান অব পিপল অর্ডার (আরপিও), ১৯৭২।		মধ্যমেয়াদি • নির্বাচন কমিশন থেকে রাজনৈতিক দলসমূহের নিবন্ধীকরণ শর্ত হিসেবে ৩৩% নারীর আসন বরাদ্দ করতে প্রজ্ঞাপন জারি।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন।
৩২.৪ নির্বাচনে অধিক হারে নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুপ্রাণিত করা।	আইন • রিপ্রেজেন্টেশান অব পিপল অর্ডার (আরপিও), ১৯৭২		মধ্যমেয়াদি • রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃত্বস্থানীয় পর্যায়ে নারীনেতৃত্ব বৃদ্ধির জন্য সংবেদনশীল করা। • রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে নারীনেতৃত্ব বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
৩২.৫ নারীর রাজনৈতিক অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন করা এবং তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ভোটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা।		• ভোটার তালিকা হালনাগাদ করে নারী ভোটারদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা। মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ। • নারী ভোটারদের বিভিন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম।	দীর্ঘমেয়াদি • নির্বাচনী প্রচার বিধিমালা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন। • নির্বাচনকালীন নারী-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণ। • নারীর রাজনৈতিক অধিকার এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করা লক্ষ্যে সচেনতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন। সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, রাজনৈতিক দলসমূহ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৩২.৬ রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের তাগিদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নারী সংগঠনসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রচার অভিযান গ্রহণ করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা।		• নারী-ভোটারদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ। • প্রচারণার মাধ্যমে জন-সচেতনতা বৃদ্ধি। • মহিলা জনপ্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ ও নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা।	স্বল্পমেয়াদি • মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে জাতীয় নির্বাচনে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারী জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাব বিষয়ক পাঠ্যক্রম সম্পৃক্তকরণ। • জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুকরণীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের জীবনী পঠন পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তকরণ। • রাজনীতিতে নারীর ইতিবাচক ভাবমূর্তি সম্প্রচার নীতিমালাতে অন্তর্ভুক্তকরণ। • জাতীয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণে সুফলতা বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ ও সম্প্রচার। • জনসচেতনতা গড়ে তুলতে পোষ্টার, বিলবোর্ড ইত্যাদি প্রদর্শন।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন। সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ,এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।
৩২.৭ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত	সংবিধান • অনুচ্ছেদ ৩৫ (৩)।	• বর্তমানে জাতীয় সংসদে ২০ ভাগ নারী সংসদ সদস্য।	দীর্ঘমেয়াদি • জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন ৩৩%	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ লেজিসলেটিভ ও সংসদ

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশিস্নষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করা ও বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।	আইন • রিপ্রেজেন্টেশান অব পিপল অর্ডার, (আরপিও) ১৯৭২।		বৃদ্ধিকল্পে আইন প্রণয়ন ও প্রত্যক্ষ ভোটের ব্যবস্থা গ্রহণ। • সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন। • জাতীয় সংসদের ন্যূনতম দুটি আসন প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য বরাদ্দকরণ।	বিষয়ক বিভাগ,জাতীয় সংসদ, নির্বাচন কমিশন । সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা:মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, রাজনৈতিক দলসমূহ, অর্থ মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৩২.৮ স্থানীয় সরকার পদ্ধতির সকল পর্যায়ে বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।	আইন • স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ • উপজেলা পরিষদ আইন, • জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ • স্থানীয় সরকার(পৌরসভা) আইন-২০০৯	• ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের সরাসরি নির্বাচনের বিধান করা হয়েছে। • বর্তমানে প্রতিটি ইউনিয়নে ৩ জন করে নির্বাচিত নারী সদস্য রয়েছে।	মধ্যমেয়াদি • সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারীদের মর্যাদাসহ কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি করা। • সংরক্ষিত নারী সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ নেয়া। • উপজেলা পর্যায়ে নির্বাচিত সদস্যদের কার্যবিবরণী প্রণয়ন এবং প্রশিক্ষণ প্রদান।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ:স্থানীয় সরকার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন। সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৩২.৯ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার উচ্চপর্যায়ে উলেস্নখযোগ্য		• মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় স্পীকার, মাননীয় বিরোধী দলীয় নেতা ও সংসদ উপনেতা পদে নারী অধিষ্ঠীত রয়েছেন।	মধ্যমেয়াদি • রাজনৈতিক দলের কার্যকরী পরিষদে বর্ধিতহারে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ। • রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ: স্থানীয় সরকার ও পলস্নী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা:

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
সংখ্যক নারী নিয়োগ করা।		• জাতীয় সংসদে হুইপ পদে একজন নারী রয়েছেন। • মন্ত্রিসভায় ৫ জন নারী মন্ত্রীর অন্তর্ভুক্তি। • সিটি কর্পোরেশনে প্রথম বারের মতো ২০১১ সনে ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নারী মেয়র নির্বাচিত হয়েছে।	প্রক্রিয়ায় নারীদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়।

২.১৬ নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর আলোকে নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য প্রস্তাবিত পদক্ষেপসমূহের ম্যাট্রিক্সঃ

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়
৩৩.১ প্রশাসনিক কাঠামোর উচ্চ পর্যায়ে নারীর জন্য সরকারি চাকরিতে প্রবেশ সহজ করার লক্ষ্যে চুক্তিভিত্তিক এবং পার্শ্ব প্রবেশের (Lateral Entry) ব্যবস্থা করা।	সংবিধান • অনুচ্ছেদ ১৯(৩), ২৮(২), ২৯(১), ২৯(২), ২৯(৩) পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫)।	• তিনজন নারীসচিব রয়েছে। • জেলা প্রশাসক পদে নারী দায়িত্ব পালন করছে। • বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর পদে নারী দায়িত্ব পালন করছেন। • ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি পদে নারী দায়িত্ব পালন করছে।	স্বল্পমেয়াদি • সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, দপ্তর ও অধিদপ্তরে ৩০% নারীর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ নিশ্চিত করা। • প্রস্তাবিত সিভিল সার্ভিস এ্যাক্ট-এ জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণ এবং বৈষম্য দূরীকরণে ব্যবস্থা রাখা। মধ্যমেয়াদি • বিসিএস পরীক্ষাসহ সব পর্যায়ের সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীদের জন্য নির্ধারিত	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ জন প্রশাসন, সরকারী কর্ম কমিশন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ কেবিনেট ডিভিশন।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়
			কোটার শতভাগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। • বিসিএসসহ সব নিয়োগ পরীক্ষার অংশগ্রহণের সময়সীমা নারীদের জন্য ৩০ বছর থেকে ৩২ বছরে উন্নীতকরণ। • সরকারি প্রশাসনে নীতি নির্ধারণের পর্যায়ে পদোন্নতির সময় ৫ বছরের জন্য নারীদের ১০% কোটা নির্ধারণ করা।	
৩৩.২ প্রশাসনিক, নীতিনির্ধারণী ও সাংবিধানিক পদে অধিক হারে নারীদের নিয়োগ প্রদান করা।	সংবিধান • অনুচ্ছেদ ১৯(১), ২৮(২), ২৯(১), ২৯(২),২৯(৩) পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫)।	• বিসিএস পরীক্ষায় নারীদের জন্য নির্ধারিত কোটা বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি। • সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে নারী বিচারপতি নিয়োগ করা হয়েছে। • হাইকোর্ট বিভাগে বিচারপতি পদে পাঁচজন নারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।	মধ্যমেয়াদি • প্রশাসনিক, নীতি নির্ধারণী ও সাংবিধানিক পদে ৩০% নারী-কোটা বরাদ্দ। • সরকারি চাকরিতে নারীদের প্রবেশের বয়স সীমা ৩০ থেকে বারিয়ে ৩২ বছরে উন্নীতকরণ। • মন্ত্রিসভার ৩০% নারীসদস্য নিয়োগ। • জাতীয় নির্বাচনে কমপক্ষে ৩০% নারীকে মনোনীত প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন প্রদান।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ কেবিনেট ডিভিশান, সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয়, নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দলসমূহ
৩৩.৩ জাতিসংঘের বিভিন্ন শাখা ও অঙ্গ সংগঠনে এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি বা প্রার্থী হিসাবে নারীকে নিয়োগ/মনোনয়ন দেয়া।		• জাতিসংঘ মিশনে নারীদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে।	মধ্যমেয়াদি • জাতিসংঘের বিভিন্ন শাখা ও অঙ্গ সংগঠনে ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনে ৩০% নারীদের নিয়োগ নিশ্চিতকরণ। • জাতিসংঘসহ বিভিন্ন শাখা ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের যেসব অংশ সরাসরি নারীদের জন্য কাজ করে তাতে ৫০% নারীর নিয়োগ নিশ্চিতকরণ।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়
				সম্পর্ক বিভাগ।
৩৩.৪ নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সকল প্রবেশ পর্যায় সহ সকল পর্যায়ে, গেজেটেড ও নন গেজেটেড পদে কোটা বৃদ্ধি করা।	সংবিধান • অনুচ্ছেদ ২৯(১), ২৯(২), ২৯(৩) পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) আইন • বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮১	• বিসিএস পরীক্ষার নারীদের জন্য নির্ধারিত কোটা বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি।	স্বল্পমেয়াদি • প্রস্তাবিত সিভিল সার্ভিস এ্যাক্ট এ জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণ এবং বৈষম্য দূরীকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ। মধ্যমেয়াদি • সরকারি চাকরিতে ৩০% নারী-কোটা সংরক্ষণ করা এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মনিটরিং কমিটি গঠন। • সরকারি প্রশিক্ষণ এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে ৩০% নারী-কোটা সংরক্ষণ। • দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণে • দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্তির বয়স নারীদের জন্য ৪০ থেকে ৪৫ বছরে উন্নীতকরণ এবং স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের বয়সসীমা নারীদের জন্য ৫০ বছরে উন্নীতকরণ। দীর্ঘমেয়াদি • বিসিএসের সর্ব স্তরে ৩৩% নারী-কোটা নিশ্চিতকরণ।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়, সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৩৩.৫	সংবিধান	• নারীদের জন্য বিসিএস পরীক্ষার নির্ধারিত কোটা	দীর্ঘমেয়াদি	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়
সকল ক্ষেত্রে নারীর জন্য নির্ধারিত কোটা পূরণ সাপেক্ষে কোটা পদ্ধতি চালু রাখা।	• অনুচ্ছেদ ২৯(১), ২৯(২), ২৯(৩) পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) • বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালা ১৯৮১	বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি।	• যেসব কোটায় নারীদের শতভাগ অংশগ্রহণ নিশ্চিত হচ্ছে না সেসব ক্ষেত্রে বিদ্যমান কারণ পর্যালোচনা করা। • নীতি নির্ধারণ ও পদ্ধতি প্রণয়ন কমিটিতে ৩০% নারী-অফিসারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ। • সরকারের বিভিন্ন সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় ৩০% নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ। • ইউএনও, ডিসি, বিভাগীয় কমিশনার ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে ৩০% হারে নারী-কর্মকর্তা নিয়োগ।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩৩.৬ কোটার একই পদ্ধতি স্বায়ত্তশাসিত ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে প্রযোজ্য করা এবং বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহকেও এই নীতি অনুসরনের জন্য উৎসাহিত করা।	সংবিধান • অনুচ্ছেদ ২৯(১), ২৯(২), ২৯(৩) পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) • বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালা ১৯৮১।	• সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রেকোটা পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ।	মধ্যমেয়াদি • বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে এক তৃতীয়াংশ হারে নারীদের নিয়োগ প্রদান। দীর্ঘমেয়াদি • সরকারি, বেসরকারি ও সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহে জেন্ডার নীতিমালা অনুসরণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে একটি নারী উন্নয়ন কমিশন গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ। • বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানে নারীদের জন্য কোটা পদ্ধতি অনুসরণের জন্য স্ব স্ব নিয়ন্ত্রণকারী সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ। • মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও জন প্রশাসন	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ:জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়, সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা:মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সংশিস্নষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়
			মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বেসরকারি চাকরিতে নারীদের জন্য কোটা নিশ্চিতকরণ ও বাস্তবায়ন তদারকির লক্ষ্যে নারী প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন। • স্বায়ত্তশাসিত ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি কর্পোরেশনসমূহে ৩০% পদে নারীদের নিয়োগ।	
৩৩.৭ জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সুপারিশ অনুসারে সরকারের নীতি নির্ধারণী পদসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল স্তরে নারীর সম ও পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শতকরা ৩০ ভাগ পদে নারী নিয়োগের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা।	সংবিধান • অনুচ্ছেদ ২৯(১), ২৯(২), ২৯(৩) পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫)	• নারীদের জন্য বিসিএস পরীক্ষার নির্ধারিত কোটা বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি।	মধ্যমেয়াদি • মন্ত্রিসভা গঠনে ৩০% নারীদের নিয়োগ প্রদান। • সরকারি প্রশাসন ও নীতি নির্ধারণী পদে ৩০% নারী নিয়োগে সরকারের উদ্যোগ গ্রহণ। • নিয়োগের সময় নারীদের জন্য নিয়োগের শর্ত শিথিলকরণ। • সচিব পর্যায়ে ৩০% নারীদের নিয়োগ প্রদান। • সুপারিয়র সিলেকশান বোর্ডে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবকে অন্তর্ভুক্তকরণ।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সরকারী কর্মকমিশন, কেবিনেট বিভাগ।

২.১৭ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর আলোকে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ক্ষেত্রে নারীর জন্য বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ম্যাটিক্সঃ

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
৩৪.১ নারীর জীবন চক্রের সকল পর্যায়ে যথা, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, গর্ভকালীন সময় এবং বৃদ্ধ বয়সে পুষ্টি, সর্বোচ্চ মানের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভের অধিকার নিশ্চিত করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, (২০১১-২০১৫) [পার্ট- ২]। • জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি,২০১১ • স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচী (২০১১-২০১৬)	• কমিউনিটি ক্লিনিক ভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা পরিচালনা করা। • গ্রামীণ জনগণের জন্য স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা বিষয়ক কর্মসূচী। • প্রবীণ নাগরিকদের জন্য বর্তমানে প্রচলিত স্বাস্থ্য সেবাসমূহ প্রসারিত ও শক্তিশালী করা হচ্ছে। • শিশুদের অসুস্থতার জন্য সমন্বিত ব্যবস্থাপনাকে প্রসারিত করা বিশেষ করে কমিউনিটি ভিত্তিক সমন্বিত ব্যবস্থাপনা এবং সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের পুষ্টি সেবাসমূহকে প্রসারিত করা হয়েছে। • ১০টি জেলায় নারীবান্ধব হাসপাতাল এবং উপজেলা পর্যায়ে ৩টি নারীবান্ধব স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স স্থাপিত। • ৩৫ টি উপজেলায় মাতৃ স্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম প্রদান চলছে। • মাতৃ স্বাস্থ্য ভাউচার স্কিমের কারণে মাতৃ মৃত্যুর হার উলেস্নখযোগ্যহারে কমেছে।	স্বল্পমেয়াদি • তৃণমূল পর্যায়ে নারীদেরকে তাদের স্বাস্থ্য ও সন্তান জন্মদান সংক্রান্ত স্বাস্থ্য-অধিকার বিষয়ে জানানোর জন্য 'লোক থিয়েটার'। • মহিলা ওয়ার্ড মেম্বার, এবং নিবন্ধিত নারী সংগঠনসমূহকে সম্পৃক্ত করে পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন করা। • সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সম্প্রসারিত করা। • ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারের মনোসামাজিক কাউন্সেলিং কার্যক্রম বৃদ্ধি।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সহায়ক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা:মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।
৩৪.২ নারীর জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালী করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) [অধ্যায় ১১] • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	• কমিউনিটি ক্লিনিক ভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা পরিচালনা করা। • এনজিওসমূহের মাধ্যমে	স্বল্পমেয়াদি • কমিউনিটি ক্লিনিক-এ স্বাস্থ্য সেবাদাতাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। • 'ওয়াচ ডগ' কমিটিসমূহকে সম্পৃক্ত করে	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশিস্নষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
	(২০১১-২০১৫) • জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি২০১১ • স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচী (২০১১-২০১৬)	দরিদ্র এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবাসমূহের উন্নতি সাধন করা। • প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নির্মাণ এবং শহরে দরিদ্র মা ও শিশুদের জন্য প্রসূতি সেবা প্রদান করা। • শহরের দরিদ্র মা, শিশু এবং অন্তঃসত্ত্বা নারীদের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাসমূহ নিশ্চিত করা হয়েছে।	কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের ওপর নিয়মিত তদারকি করা। • তথ্য ক্যাম্পেইন এবং 'লোক থিয়েটার'-এর মাধ্যমে শহর ও মফস্বলের নারীদের হাসপাতাল ও অন্যান্য সেবাসমূহের বিষয়ে নারীদের সচেতন করা। • কমিউনিটি ক্লিনিকে ব্যবস্থাপনা কমিটিকে আরো সক্রিয়করণের উদ্যোগ গ্রহণ।	সহায়ক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও ন্যান্য সহযোগী সংস্থা:তথ্য মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয, এনজিওসমূহ।
৩৪.৩ মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, (২০১০-২০২১) [অধ্যায় ১১] • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) • জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি২০১১ • স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচী (২০১১-২০১৬) • জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০৪।	• রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মসূচীসমূহ চলমান রাখা এবং এর আওতা প্রসারিত করা হয়েছে। • অন্তঃসত্ত্বা মহিলা এবং সন্তান-সম্ভবা নারীদের জন্য ম্যাটারনাল হেল্‌থ ভাউচার স্কীম চালু রাখা এবং এর কর্মকান্ডকে আরো প্রসারিত করা হয়েছে। • ধাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং দক্ষ ধাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। • জন্মপূর্ব, জন্মকালীন ও জন্মপরবর্তী সমস্যা সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হচ্ছে। • অতি দরিদ্র ও অন্তঃসত্ত্বা মায়েদের জন্য ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।	স্বল্পমেয়াদি • প্রাথমিক প্রশিক্ষণের মাত্রা বৃদ্ধি করা এবং কমিউনিটি পর্যায়ে প্রথাগত ধাত্রীদের কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করা। • স্বাস্থ্য 'ওয়াচ ডগ' কমিটিসমূহ দিয়ে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার নিরীক্ষা করা। • উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষিত ধাত্রী ও ডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ:স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৩৪.৪	পরিকল্পনা ও নীতি	• তথ্যসমৃদ্ধ ক্যাম্পেইন পরিচালনার মাধ্যমে বর্তমান	স্বল্পমেয়াদি	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ:

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশিস্নষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
এইডস রোগসহ সকল ঘাতক ব্যাধি প্রতিরোধ করা বিশেষত গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসহ নারীর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গবেষণা করা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যের প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।	• ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) • জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি২০১১ • স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচী (২০১১-২০১৬) • জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০৪	এবং সম্ভাব্য নতুন রোগসমূহের ব্যাপারে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে।	• সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ের বিশেষায়িত সংস্থাগুলোকে সম্পৃক্ত করে প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান। মধ্যমেয়াদি • স্বাস্থ্য, বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য এবং সন্তান জন্মদান অধিকার সংক্রান্ত কার্যভিত্তিক গবেষণাপরিচালনাকরা।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও ন্যান্য সহযোগী সংস্থা:মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয় ও এনজিও সমূহ।
৩৪.৫ নারীর পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • প্রেক্ষিত পরিকল্পনা(২০১০-২০২১) [অধ্যায় ১১] • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) • স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচী (২০১১-২০১৬) • জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি,২০১১। • জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০৪। • জনসংখ্যা নীতি ২০০৪।	• গণমাধ্যম ও এনজিওসমূহের মাধ্যমে পুষ্টি সচেতনতা কর্মসূচী পরিচালনা করা হয়েছে। • খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্যমান নিশ্চিত করা এবং খাদ্য মান বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা হয়েছে। • সন্তানকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে মাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। • বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে পুষ্টি শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	স্বল্পমেয়াদি • প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে নারীর সমন্বিত পুষ্টিশিক্ষা চালু করা। • প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের পুষ্টি ও জনসংখ্যা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান। • বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে আয়োজিত প্রশিড়্গণে নারীর পুষ্টির বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিড়্গা মন্ত্রণালয়।
৩৪.৬ জনসংখ্যা পরিকল্পনা প্রণয়ন	পরিকল্পনা ও নীতি • প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-	• জনসংখ্যা কার্যক্রম চলমান আছে।	স্বল্পমেয়াদি • স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার সামগ্রিক কার্যক্রমে	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য ও প্রজনন অধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা।	২০২১) [অধ্যায় ১১] • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) • জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০৪।	• প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, টিকা ইত্যাদি বিষয়ে গণ সচেতনতা বৃদ্ধি।	প্রজনন স্বাস্থ্য ও প্রজনন অধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা।	মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা:মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। তথ্য মন্ত্রণালয়
৩৪.৭ বিশুদ্ধ নিরাপদ পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় নারীর প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া।	পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠপঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১১-২০১৫। • জাতীয় জনসংখ্যা নীতি, ২০০৪।	• নিরাপদ পানির উৎস এবং স্যানিটারি ল্যাট্রিন বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে নারীদের সরবরাহ করা হচ্ছে। • স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন করা এবং সেগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। • নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং ব্যবহার ও আর্সেনিক বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা হয়েছে।	স্বল্পমেয়াদি • ইউনিয়ন পর্যায়ে এবং বস্তির পানি এবং স্যানিটেশন সংক্রান্ত কমিটিতে নারী ও পুরুষ উভয়কে সম্পৃক্ত করা। • উপকূলীয় অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা। • বিদ্যায়লগুলোতে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন ও মেরামত করা। • নারীদের জন্য পাবলিক টয়লেট স্থাপন করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ: স্থানীয় সরকার বিভাগ সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন সমূহ।
৩৪.৮ উলেস্নখিত সকল সেবার পরিকল্পনা, বিতরণ ও সংরক্ষণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচী (২০১১-২০১৬) • জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি২০১১।	• হেল্থ কেয়ার সার্ভিস-এরমহিলা সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।	স্বল্পমেয়াদি • সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত কমিটিসমূহে ৩০% নারী অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করা। • সব পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী সদস্য অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ: স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
৩৪.৯ পরিবার পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) • জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি২০১১। • জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০৪	• জাতীয় জনসংখ্যানীতির বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। • পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী জনগণের দোরগোরায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। • কিশোর ও যুবক/ যুবতীদের জন্য প্রজনন স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।	মধ্যমেয়াদি • ইটস্ অল ওয়ান কারিকুলাম-এর বাস্তবায়ন শুরুন্ন করা। এ পর্যায়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এ নিবন্ধনকৃত সংগঠন এবং কিশোর কিশোরী ক্লাবসমূহকে সম্পৃক্ত করা। • স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সব কার্যক্রমে নারী পুরুন্নষের সমান অধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, এনজিওসমূহ।
৩৪.১০ নারীর স্বাস্থ্য, শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি, জন্মনিয়ন্ত্রণে সাহায্য, কর্মস্থলে মা'র কর্মক্ষমতা বাড়ানো ও মাতৃবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মায়ের বুকের দুধের উপকারিতার পক্ষে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচী (২০১১-২০১৬) • জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি২০১১। • জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০৪।	• বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। • ভিটামিন এ ক্যাপস্যুল, কৃমিনাশক ওষুধ ও আয়রন ট্যাবলেট বিতরণ করা হচ্ছে।	দীর্ঘমেয়াদি • সরকারি সব অফিসে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা। • দেশের সর্বত্র বুকের দুধ খাওয়ানো নিশ্চিত করা। • সক্ষম দম্পতিদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী বিতরণের ব্যবস্থা করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
৩৪.১১ মায়ের দুধ শিশুর অধিকার, এই অধিকার (ছয় মাস		• শ্রম আইন-এর যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। • কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা	স্বল্পমেয়াদি • পিতৃত্ব ছুটি চালু করন। • বেসরকারি ও শিল্প কারখানায় নিয়োজিত	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
শুধুমাত্র বুকের দুধ) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রসবের সময় থেকে পরবর্তী ৬ মাস ছুটি ভোগের জন্য আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা এবং মাতৃত্বজনিত প্রয়োজনীয় ছুটি প্রদান করা।		নিশ্চিত করা হচ্ছে। ৬ মাসের মাতৃকালীন ছুটির অনুমোদন দেয়া হয়েছে।	নারীদের জন্য ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রদান। • প্রতিটি শিল্পকারখানায় বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য স্থানের ব্যবস্থা করা।	

২.১৮ গৃহায়ণ ও আশ্রয়

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর আলোকে গৃহায়ণ ও আশ্রয় ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ম্যাট্রিক্সঃ

নারী উন্নয়ন নীতি২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
৩৫.১ পলস্নী ও শহর এলাকায় গৃহায়ণ পরিকল্পনা ও আশ্রয় ব্যবস্থায় নারী প্রেক্ষিত অন্তর্ভুক্ত করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) • জাতীয় গৃহায়ণ নীতি ১৯৯৩	• আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প • দরিদ্র নারীদের স্বল্প ব্যয়ে ঘর নির্মাণ করে দেয়া। • ভাসমান ও বস্তিতে বসবাসকারী পরিবারদের জন্য স্বল্পমূল্যে বহুতল ভবন নির্মাণ। • দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় নারীদেরকে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান কর্মসূচী।	মধ্যমেয়াদি • সবার জন্য আবাসন নিশ্চিত করা, বিশেষভাবে দরিদ্র ও হতদরিদ্র, বস্তিবাসী নারীর জন্য আবাসন কার্যক্রম গ্রহণ করা। • সরকারের আশ্রয়ণ প্রকল্প প্রসার করা এবং চলমান রাখা। • সুপরিকল্পিত নগরায়ণ ও পলস্নী অঞ্চলের যথার্থ ভূমি ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। • নারী নির্মাণ-শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতকরণ। • অর্জিত ও উত্তরাধিকার সম্পদে নারীর অধিকার নিশ্চিত করা। • নারীবান্ধব অবকাঠামো নির্মাণ, বিশেষভাবে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র নির্মাণ, সরকারি ও বেসরকারি হোস্টেল ও ডরমিটরি নির্মাণ। • ভূমির ওপর নারীর মালিকানার হার বৃদ্ধি। • পলস্নী ও শহর অঞ্চলে শিল্পভিত্তিক কর্ম পরিসরে নারী ও শিশুবান্ধব অবকাঠামো নির্মাণ। • পলস্নী ও শহর অঞ্চলে কর্মজীবী, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, সুবিধাবঞ্চিত, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নারীর জন্য বিশেষ আবাসন ব্যবস্থা করা। • বৃদ্ধ-নিবাস নির্মাণ বিশেষভাবে পলস্নী অঞ্চলে পাবলিক অবকাঠামো নির্মাণে ৩০%নারী-শ্রমিক ও কর্মীর জন্য কোটা বরাদ্দ রাখা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ:গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা:অর্থ বিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

নারী উন্নয়ন নীতি২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
৩৫.২ একক নারী, নারী প্রধান পরিবার, শ্রমজীবী ও পেশাজীবী নারী, শিক্ষানবিশ ও প্রশিক্ষণার্থী নারীর জন্য পর্যাপ্ত নিরাপদ গৃহ ও আবাসন সুবিধা প্রদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) • জাতীয় গৃহায়ণ নীতি ১৯৯৩।	• নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মজীবী মায়েদের শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কর্মসূচী। • শ্রমজীবী/কর্মজীবী নারীদের জন্য ডরমিটরি, নিরাপদ আবাসন সৃষ্টি।	দীর্ঘমেয়াদি • উপশহর ও শহর অঞ্চলে কর্মজীবী নারী এবং মায়েদের জন্য আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি। • ইউনিয়ন পর্যায়ে শ্রমজীবী দরিদ্র নারী, বয়স্ক নারী, গর্ভবতী নারী, তরুণী নারীদের জন্য স্বল্পমূল্যে আবাসনের ব্যবস্থা করা। • উপজেলা পর্যায়ে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন। • দেশের জেলা শহরগুলোতে বৃদ্ধাশ্রম নির্মাণ এবং ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরে বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা বৃদ্ধি। • জেলা পর্যায়ে উদ্ধারকৃত পরিবার হারানো অনাথ, পূর্ণবয়স্ক নারীর জন্য নিরাপদ আবাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন। • উপজেলা পর্যায়ে চিকিৎসা সেবাসহ যাবতীয় নাগরিক সেবাসম্পন্ন হোস্টেল, ডরমিটরি ও আশ্রম নির্মাণ। • শ্রমজীবী, দরিদ্র, হতদরিদ্র নারীর জন্য উপশহর বিশেষভাবে শিল্পনগর অঞ্চলে আবাসন ব্যবস্থা গ্রহন। • বস্ত্রশিল্প মালিক, পাটকল মালিক, চাতাল মালিক প্রমুখ মালিক সমিতির বেসরকারি উদ্যোগে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বিত করে শ্রমজীবী নারীদের জন্য হোস্টেল ও শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ : গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ অর্থ বিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়; পলস্নী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়।
৩৫.৩	পরিকল্পনা ও নীতি	• শ্রমজীবী, বয়স্ক নারীদের জন্য	দীর্ঘমেয়াদি	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ

নারী উন্নয়ন নীতি২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
নারীর জন্য বিশেষ সুবিধা যেমন, হোস্টেল, ডরমিটরি, বয়স্কদের হোম, স্বল্পকালীন আবাসস্থলের ব্যবস্থা করা এবং গৃহায়ণ ও নগরায়ণ পরিকল্পনায় দরিদ্র, দুঃস্থ ও শ্রমজীবী নারীর জন্য সংরক্ষিত ব্যবস্থা করা।	• ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) • জাতীয় গৃহায়ণ নীতি ১৯৯৩	ডরমিটরি, বয়স্কদের জন্য বৃদ্ধাশ্রম নির্মাণ।	• বৃদ্ধাশ্রম ও আশ্রয়কেন্দ্র সম্পর্কিত সামাজিক নেতিবাচক ধারণা পরিবর্তনে ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তোলা। • উপজেলা পর্যায়ে বিশেষ দুর্দশাগ্রস্থ নারী, যেমন ভিখারী, দিনমজুর ভবঘুরেদের জন্য ড্রপিং সেন্টার স্থাপন। • বয়স্ক নারীর গৃহায়ণ নিশ্চিতকরণে জেলা পর্যায়ে বৃদ্ধাশ্রম নির্মাণ। • সরকারি উদ্যোগে দরিদ্র ও দুঃস্থ শ্রমজীবী নারীর আবাসন নিশ্চিত করতে শিল্পাঞ্চলে উপজেলা ভিত্তিক ডরমিটরি, হোস্টেল নির্মাণ।	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ অর্থ বিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

২.১৯ নারী ও পরিবেশ

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি২০১১-এর আলোকে নারী ও পরিবেশ বিষয়ক লক্ষ্য অর্জনের ম্যাট্রিক্সঃ

নারী উন্নয়ন নীতি২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
৩৬.১ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশের নিরাপত্তায় নারীর অবদান স্বীকার করে পরিবেশ সংরক্ষণের নীতি ও কর্মসূচীতে নারীর সমান অংশগ্রহণের সুযোগ ও নারী প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) • প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) • জাতীয় বন নীতি ১৯৯৪ • সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০০৪		মধ্যমেয়াদি • প্রতিবছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসে নারীদের পরিবেশ সংরক্ষণের অবদানস্বরূপ স্বীকৃতি ও সংবর্ধনার ব্যবস্থা করা। • সকল ধরনের সামাজিক বনায়নে নারীদের আরো অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া। • বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর সমন্বয়ে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা, যাতে করে পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংশিস্নষ্ট নীতি ও কর্মসূচীতে নারীদের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। • স্থানীয় পর্যায়ে নারীদের জন্য পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে কৌশল উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ বন বিভাগ, পরিবেশ অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৩৬.২ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, (২০১১-২০১৫) [পার্ট- ২, অর্ধায় ১০] • জাতীয় বন নীতি ১৯৯৪ • সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০০৪		দীর্ঘমেয়াদি • স্থানীয় পর্যায়ে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কর্মসূচীতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। • পরিবেশ অধিদপ্তর ও বন বিভাগে স্থানীয় পর্যায়ে আরো নারীদের কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ করা। • ঝুঁকিপূর্ণ ও পরিবেশ দূষণ করে এমন শিল্পে নারী শ্রমিকদের নিয়োগ প্রদান বন্ধ করে তাদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। • পরিবেশ অধিদপ্তর ও বন বিভাগের স্থানীয় কমিটিতে ন্যূনতম ৪০% নারী সংযুক্তকরণ।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। স্থানীয় সরকার বিভাগ। পলস্নী উন্নয়ন ও

নারী উন্নয়ন নীতি২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
			• বিভিন্ন প্রকল্পে পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষন ও বাস্তবায়নের সুযোগ অন্তর্ভুক্ত করা।	সমবায় বিভাগ।
৩৬.৩ কৃষি, মৎস্য, গবাদি পশুপালন ও বনায়নে নারীকে উৎসাহিত করা ও সমান সুযোগ প্রদান করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • জাতীয় কৃষি নীতি ১৯৯৯ • জাতীয় মৎস্য নীতি ১৯৯৮ • জাতীয় প্রাণী সম্পদ নীতি ২০০৭	সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা ও কার্যক্রমে নারীদের কৃষি, মৎস্য, গবাদি পশুপালন ও বনায়নে উৎসাহিত করার কথা উলেস্নখ করা হয়েছে। সামাজিক বনায়নের মালিকানা ও লাভের ক্ষেত্রে নারীদের সমান সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার।	দীর্ঘমেয়াদি • নারীদের বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ করা। • বহুজাতিক কোম্পানি ও পরিবেশ নিয়ে কাজ করে এমন এনজিওদেরকে এই খাতে সম্পৃক্ত করা। • সরকারি খাস জমি বরাদ্দ দেয়া। • নারীদের জন্য বিশেষ সামাজিক বনায়নের ব্যবস্থা করা। • মৎস্য ও গবাদিপশু পালনে নারীদের সহায়তা ও ব্যবস্থা গ্রহণ। বিনামূল্যে কৃষি, মৎস্য ও গবাদি উপকরণ সহায়তা। এই খাতে ভর্তুকি এবং উৎসাহ প্রদান করা। • প্রতিবন্ধী নারীদের মধ্যে খাস জমি বিতরণ, বিনামূল্যে চারা বিতরণ ও সামাজিক বনায়নে উদ্বুদ্ধ করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রনালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ।

২.২০ দুর্যোগ পূর্ববর্তী, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নারী ও শিশুর সুরক্ষা

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর আলোকে নারী ও দুর্যোগ বিষয়ক লক্ষ্য অর্জনের ম্যাট্রিক্স:

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
৩৭.১ দুর্যোগ পূর্ববর্তী সময়ে নারী ও কন্যাশিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ব্যাপক সচেতনামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৬)[পার্ট- ২, অধ্যায় ১০]। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-২০১৫ আইন • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রশিক্ষণ দেয়া। • দুর্যোগ মোকাবেলায় এবং ঝুঁকি নিরসনে আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা। • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জাতীয় প্রয়োজনে সশস্ত্রবাহিনী কর্তৃক বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করা। • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন ও বিধি প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ।	স্বল্পমেয়াদি • দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় নারী ও কন্যাশিশুদের আলাদা তালিকা করে রাখা। • অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নারী, বয়স্ক, শিশু এবং প্রতিবন্ধী নারীদের আশ্রয় কেন্দ্রে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। • রেড ক্রিসেন্ট, এনজিও ও স্থানীয় সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের এই ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেয়া। • নারী ও শিশুদের দুর্যোগ-পূর্ববর্তী সময়ে সার্বিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের সম্পৃক্ত করা। • আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে নারী, প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশুদের জন্য আলাদা কর্নারের ব্যবস্থা করা। দীর্ঘমেয়াদি • দুর্যোগকালীন নারী ও কন্যাশিশুদের বিশেষ যত্ন নেবার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে সামাজিক গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত করা। • দূযোর্গপ্রবণ এলাকার আশ্রয়-কেন্দ্রসমূহে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয়তা ও প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করার জন্য র‍্যাম্প নির্মাণ করা, প্রবেশগম্য টয়লেট এবং প্রতিবন্ধী	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা: স্থানীয় সরকার বিভাগ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এনজিওসমূহ।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
			নারীদের নিরাপত্তার জন্য নিরাপদ কর্নার নিশ্চিত করা। • ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট পলিসিতে প্রতিবন্ধিতা ইস্যুটি সম্পৃক্ত করা। • প্রতিবন্ধী নারীদের নিকট খাদ্য সামগ্রী পৌছে দেওয়া।	
৩৭.২ নদী ভাঙন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ নারী ও শিশুর পুনর্বাসন করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০১০-২০১৫) ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) আইন • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ •	• জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব নিরসন ও এর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে প্রকল্প গ্রহণ। • কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও টেস্ট রিলিফ প্রোগ্রাম।	স্বল্পমেয়াদি • নদী ভাঙন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ নারী ও শিশুদের আলাদা তালিকা প্রস্তুত করা। • নারী ও শিশুর জন্য আলাদা বিশেষ ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা। • দুর্যোগের সময় নারী ও কন্যাশিশুর যথাযথ নিরাপত্তা বিধান করা। মধ্যমেয়াদি • দুর্যোগে স্বজন হারানো শিশুদের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আশ্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা। • স্বজন হারানো শিশুদেরকে পরিবারে পুনর্বাসন করা। • দুর্যোগের পর অসহায় ও বিধবা নারীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করা। • নারী ও শিশুদের জন্য মনো-সামাজিক সহায়তা প্রদান করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, এনজিওসমূহ।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
৩৭.৩ দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসনের সময় নারীর নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী নারীর নিরাপত্তা বিশেষভাবে বিবেচনা করা।	পরিকল্পনা ও নীতি জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০১০-২০১৫) আইন • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২	• উপকূলীয় এলাকায় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ।	স্বল্পমেয়াদি • প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুদের জন্য আলাদা ভলেন্টিয়ার-এর ব্যবস্থা করা। • সার্বিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের সম্পৃক্ত করা। • দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ নারীদের জীবিকার জন্য সুযোগ সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ করা। • দুর্যোগকালে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কমিউনিটি পুলিশদের সংবেদনশীল করার জন্য প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।
৩৭.৪ দুর্যোগের জরুরি অবস্থায় কন্যাশিশুদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। স্বাস্থ্য বিষয়ক উপকরণের প্রাপ্যতা ও পয়ঃ প্রণালি ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৬) • জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০১০-২০১৫) জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ আইন • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২	• উপকূলীয় এলাকায় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ।	স্বল্পমেয়াদি • সার্বিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের সম্পৃক্ত করা। • নারী ও কন্যাশিশুদের জন্য আলাদা টয়লেট-এর ব্যবস্থা করা। • প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ধরনের টয়লেট-এর ব্যবস্থা করা। • নারী ও কিশোরীদের জন্য স্যানিটেশন সামগ্রী প্রদান করা। মধ্যমেয়াদি • নারী ও কন্যাশিশুদের জন্য আলাদা মহিলা ভলান্টিয়ার-এর ব্যবস্থা করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় । সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
৩৭.৫ দুর্যোগকালীন জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় নারীদের বিপদ কাটিয়ে ওঠার ক্ষমতার উপর গুরুত্ব দিয়ে বস্তুগত সাহায্যের পাশাপাশি নারীর প্রয়োজনীয় মনো-সামাজিক সহায়তা প্রদান করা।	আইন • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২		মধ্যমেয়াদি • আশ্রয়কেন্দ্রে নারী ও শিশুদের মনো-সামাজিক কাউন্সেলিং সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা। • শিশুদের দুর্যোগের কারণে ভীতি বা ট্রমা দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ। • শিশুদের নিয়ে কাজ করে এমন দেশি ও বিদেশি এনজিওদের এই কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে। • কমিউনিটি পর্যায়ে মনো-সামাজিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ভলান্টিয়ার তৈরি করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, এনজিওসমূহ।
৩৭.৬ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমকে আরো নারী-বান্ধব করা এবং সুরক্ষার জন্য কর্মকৌশল প্রবর্তন করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • জাতীয় দুযোর্গ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০১০-২০১৫) ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৬) আইন • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২	• দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেখানে নারীদের সুযোগ থাকছে। • ভিজিডি কর্মসূচী। • দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য শাড়ি, লুঙ্গি, টিন বিতরণ করা হচ্ছে।	স্বল্পমেয়াদি • উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা জনপ্রতিনিধিদের ভিজিডি কাজে সম্পৃক্ত করা। • মহিলা কমিউনিটি পুলিশদেরও এই কাজে সম্পৃক্ত করা। • সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের বিস্তৃতি এবং সহযোগিতার পরিমান বৃদ্ধি। মধ্যমেয়াদি • সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে আরো নারীকর্মী নিয়োজিত করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।
৩৭.৭ দুর্যোগকালীন জরুরি অবস্থায় খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম যেন	পরিকল্পনা ও নীতি • জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	• বিভিন্ন খাদ্য সহায়তামূলক কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে (ভিজিএফ, টিআর)।	মধ্যমেয়াদি • অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নারী ও শিশুদের খাদ্য বিতরণ করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়,

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
নারীর চাহিদা পূরণ করতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	পরিকল্পনা (২০১০-১৫) আইন • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২	• ভিজিডি কর্মসূচীর আওতায় দুঃস্থ মহিলাদের খাদ্য বিতরণ করা হচ্ছে।	• গর্ভবতী নারীদের পরিবর্তে তাদের মনোনীত অন্য কাউকে খাদ্য সহায়তা নেবার সুযোগ করে দেয়া। • যৌনকর্মী নারী ও তাদের শিশুদেরকেও মূল ধারার আওতায় এনে দুর্যোগে সহায়তা ও খাদ্য বিতরণে অন্তর্ভুক্ত করা।	কৃষি মন্ত্রণালয় সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা: স্থানীয় সরকার বিভাগ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, এনজিওসমূহ ।
৩৭.৮ দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি অবস্থায় খাদ্যের পাশাপাশি নারীর স্বাস্থ্যের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০১০-২০১৫) • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১। আইন • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২	• বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা। • জরুরি স্বাস্থ্যসেবা প্রদান।	মধ্যমেয়াদি • নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা। • হত-দরিদ্র নারীদের বিনামূল্যে ওষুধ প্রদানের ব্যবস্থা করা। • গর্ভবতী ও প্রসূতি নারীদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্যসেবার নিশ্চয়তা দান করা। • নারী ও কন্যাশিশুদের জন্য বিনামূল্যে স্যানিটেশন সামগ্রী বিতরণ করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্যাণ মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, দুর্যোগ নিয়ে কাজ করে এমন এনজিওসমূহ।
৩৭.৯ গর্ভবতী ও প্রসূতি এবং নবজাতকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, যেমন: ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার রাখা।	পরিকল্পনা ও নীতি • জাতীয় শিশু নীতি ২০১১	• উপকূলীয় এলাকায় আশ্রয়-কেন্দ্র নির্মাণ।	মধ্যমেয়াদি • গর্ভবতী ও প্রসূতি এবং নবজাতকের জরুরি চিকিৎসা দেবার জন্য আশ্রয় কেন্দ্রে চিকিৎসক রাখার বিধান চালু রাখা। • তাদের জন্য আলাদা ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার ও টয়লেট সুবিধা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা করা। • আশ্রয়কেন্দ্রে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্যাণা মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, দুর্যোগ নিয়ে কাজ করে এমন এনজিওসমূহ।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
৩৭.১০ দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নারী যে কমিউনিটি বা সম্প্রদায়ে বসবাস করে, উক্ত কমিউনিটি বা সম্প্রদায়ের সদস্যদেরকে দুর্দশাগ্রস্থ নারীর কল্যাণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা।	আইন • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রস্তুতির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান। • সাইক্লোন-এর সংকেত প্রদান করা এবং অভ্যন্তরীণ দুর্যোগ হ্রাস করার কার্যক্রম। • সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ-এর আয়োজন করা।	দীর্ঘমেয়াদি • সার্বিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা নির্বাচিত সদস্যদের সম্পৃক্ত করা। • যেকোনো ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে নারীদের আগে সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। • দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ নারীদের কাজ দেবার জন্য সকলকে উৎসাহিত করা। • স্থানীয় জনসাধারণকে দুর্যোগে নারীদের দুর্ভোগ ও তাদের সম্পৃক্তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, দুর্যোগ নিয়ে কাজ করে এমন এনজিওসমূহ।

২.২১ অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নারীর জন্য বিশেষ কার্যক্রম

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর আলোকে অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নারীর জন্য বিশেষ কার্যক্রমের লক্ষ্যৗ অর্জনের ম্যাট্রিক্স

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশিস্নষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
৩৮.১ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও অনগ্রসর নারীর উন্নয়ন ও বিকাশের সকল অধিকার নিশ্চিত করা।	সংবিধান • অনুচ্ছেদ ২৮(১) • অনুচ্ছেদ ২৮(২) • অনুচ্ছেদ ২৮(৩) • অনুচ্ছেদ ২৮(৪) পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, (২০১১-২০১৫) • জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতি, ২০০৫। চুক্তি • পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চুক্তি, ১৯৯৭।	• ভূমিহীন, গৃহহীন, প্রান্তিক ও ছিন্নমূল পরিবারের পুনর্বাসন। • নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জন্য আয়বর্ধনমূলক ক্ষুদ্রঋণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান। • দরিদ্র-নারীদের জন্য খাদ্য সহায়তা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। • নগরভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন কার্যক্রম। • মাতৃত্বকালীন ভাতা। • লেকটেটিং মা ভাতা • নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মজীবী মায়েদের শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কর্মসূচী প্রকল্প। • প্রোমোশন অব লিগ্যাল এন্ড সোস্যাল এমপাওয়ারমেন্ট অব উইমেন (২য় পর্যায়)। • পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়ন। • ৪টি মডেল ভিলেজ স্থাপনের মাধ্যমে সমন্বিত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প। • বিধবা, স্বামী-পরিত্যক্তা ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা প্রদান।	স্বল্পমেয়াদি • বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে কার্যবন্টন তালিকায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও অনগ্রসর নারীর উন্নয়ন ও বিকাশের বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ। • ক্ষুদ্র ও নৃগোষ্ঠীর ভূমি বিবাদ মীমাংসা করতে ভূমি কমিশনের দায়িত্ব প্রদান। • নৃ-অঞ্চলভিত্তিক কর্মপরিষদ গঠন। • ক্ষুদ্র ও নৃ-গোষ্ঠীর অনগ্রসর নারীদের চাহিদাভিত্তিক কারিগরি শিক্ষা প্রদান। • বাংলাদেশের শিক্ষা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ও নৃ-গোষ্ঠীর নারীর জন্য কোটা ব্যবস্থা প্রণয়ন ও শিক্ষাভাতা প্রদান। • অনগ্রসর নারীর জন্য কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, কারিগরি শিক্ষার আওতায় আনয়ন, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সুবিধাপ্রদান। • অনগ্রসর সমাজের নারীদের জন্য ভিজিডি প্রোগ্রামে বিশেষ বরাদ্দ প্রদান। • বিধবাভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি। • কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিতকরণের লক্ষ্যে নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় পাঠপ্রদানের ব্যবস্থা। দীর্ঘমেয়াদি • কেবল পার্বত্য চট্টগ্রাম নয় বরং বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণে	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ:প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা:শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপুর্ত মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয় ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশিস্নষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
		• ২,৫০০জন যুবক ও যুবমহিলাকে কারিগরি শিক্ষা প্রদান ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ।	আইন প্রণয়ন। • রাজনীতিতে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে কাজ করবার জন্য জাতীয় সংসদে ক্ষুদ্র ও নৃগোষ্ঠীর নারীর জন্য মোট আসনের ২% সংরক্ষণ।	
৩৮.২ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নারী যাতে তার নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অক্ষুণ্ন রেখে বিকাশ লাভ করতে পারে সে লড়্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	সংবিধান • অনুচ্ছেদ ২৮(১) • অনুচ্ছেদ ২৮(২) • অনুচ্ছেদ ২৮(৩) • অনুচ্ছেদ ২৮(৪) পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, (২০১১-২০১৫)। • প্রেক্ষিত পরিকল্পনা [অধ্যায় ১১]। • জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতি ২০০৫। চুক্তি • পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সহিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চুক্তি, ১৯৯৭।	• নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি, শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষা সহায়তা প্রদান এবং খেলাধুলা সামগ্রী ও সাংস্কৃতিক যন্ত্রপাতি বিতরণ। • উপজাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ।	স্বল্পমেয়াদি • ক্ষুদ্র ও নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তার অধিকার-এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি। মধ্যমেয়াদি • ক্ষুদ্র ও নৃগোষ্ঠীর কৃষি পদ্ধতির সাথে বিরোধিতায় না গিয়ে নিজস্ব ঐতিহ্যের উন্নত প্রযুক্তি নৃগোষ্ঠীর নারীদের মধ্যে প্রবর্তন। • উপজাতীয় শিশুর জন্য নিজ নিজ মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা প্রণয়ন। • কারিগরি ও প্রযুক্তি শিক্ষায় ক্ষুদ্র ও নৃগোষ্ঠীর অনগ্রসর বয়স্ক নারীদের সমন্বয়করণ এবং আদিবাসীদের নিজ নিজ ভাষায় কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা। • প্রচারমাধ্যমে ক্ষুদ্র ও নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে ইতিবাচক ভাবনা সম্প্রচার। এ লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি গণমাধ্যমে নৃ-গোষ্ঠীর ঐতিহ্য ধারণকারী অনুষ্ঠান সম্প্রচার। • জাতীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরতে বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ। • কারিগরি ও প্রযুক্তিক শিক্ষাখাতে বয়স্ক-নারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ। • বয়স্ক ও ঝরে-পড়া নারীদের কারিগরি ও	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিড়্যা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
			প্রযুক্তিক শিক্ষায় শিক্ষিতকরণের লক্ষ্যে নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় পাঠ প্রদানের ব্যবস্থা করা। • মূলধারার শিক্ষা কার্যক্রমে নৃ-গোষ্ঠীর কন্যাশিশুর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি। • জাতীয় পর্যায়ে সব গণমাধ্যমে জেন্ডার সম্পর্কিত সকল অনুষ্ঠান সম্প্রচাওে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠিকে বিবেচনায় রাখা।	

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
৩৮.৩ অনগ্রসর নারীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা।	সংবিধান • অনুচ্ছেদ ২৮(১) • অনুচ্ছেদ ২৮(২) • অনুচ্ছেদ ২৮(৩) • অনুচ্ছেদ ২৮(৪) পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, (২০১১-২০১৫) • মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো। • জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতি চুক্তি • গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চুক্তি, ১৯৯৭	• ভূমিহীন, গৃহহীন, প্রান্তিক ও ছিন্নমূল পরিবারের পুনর্বাসন। • নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জন্য আয়বর্ধনমূলক ক্ষুদ্রঋণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান। • দরিদ্র-নারীদের জন্য খাদ্য সহায়তা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। • মাতৃত্বকালীন ভাতা। • লেকটেটিং মা ভাতা • নগরভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প। • নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মজীবী মায়েদের শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কর্মসূচী প্রকল্প। • প্রোমোশন অব লিগ্যাল এন্ড সোস্যাল এমপাওয়ারমেন্ট অব উইমেন (২য় পর্যায়) প্রকল্প। • পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়ন। • ৪টি মডেল ভিলেজ স্থাপনের মাধ্যমে সমন্বিত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প। • ২,৫০০ জন যুবক ও যুবতীকে কারিগরি শিক্ষা প্রদান ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ। • বিধবা, স্বামী-পরিত্যক্তা ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা প্রদান।	স্বল্পমেয়াদি • অনগ্রসর কন্যাশিশুর বিকাশ উন্নীতকরণে সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের আবাসন সেবা কার্যক্রমের পরিধি উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত বিস্তার। • নিরাপদ বিকাশের জন্য পিতৃমাতৃহীন এবং সামাজিক অনাচারের শিকার কন্যা শিশুদের বিশেষ নিরাপত্তা প্রদান। • নগর, উপশহর, বস্তি এবং গ্রামভিত্তিক প্রান্তিক নারী-উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউনিয়নভিত্তিক বিবিধ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ। যেমন, প্রশিক্ষণ প্রদান, মূলধন বিতরণ ইত্যাদি। • শ্রমজীবী নারী, বিশেষত শিল্পাঞ্চলে কর্মরত নারী এবং অনগ্রসর নারীদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা ও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনে বেসরকারি মালিকদের উৎসাহ প্রদান।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা:পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

২.২২ প্রতিবন্ধী নারীর জন্য বিশেষ কার্যক্রম

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর আলোকে নারীদের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য অর্জনের ম্যাট্রিক্সঃ

নারী উন্নয়ন নীতি২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
৩৯.১ জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী অধিকার সনদ অনুযায়ী সকল ধরনের প্রতিবন্ধী নারীর স্বীকৃতি ও সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫)	• অক্ষম প্রতিবন্ধীর জন্য ভাতা প্রদান। • প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।	মধ্যমেয়াদি • প্রতিবন্ধী অধিকার আইন প্রণয়ন। • বিভিন্ন প্রতিবন্ধিতার উপর বিশেষ জরিপ করা। • প্রতিবন্ধীদের প্রতি সমাজে ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রচার অভিযান।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।
৩৯.২ প্রতিবন্ধী নারীদের সমাজের মূলধারায় একীভূত রাখা এবং শিক্ষাসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার ভিন্নতার প্রতি গুরুত্বারোপ করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) • জাতীয় ক্রীড়ানীতি ১৯৯৮ • জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০	• প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান। • সুবিধাবঞ্চিত এবং ঝরে-পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য ভাতা ও উপবৃত্তি প্রদান। • শ্রেণীকক্ষ সব শিশু, বিশেষত প্রতিবন্ধী শিশুবান্ধব করে তোলা। • বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী জনগণের সেবা এবং সুযোগ সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান । • কৃত্রিম অঙ্গ প্রতঙ্গ উৎপাদন	দীর্ঘমেয়াদি • প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রতিবন্ধীদের জন্য ৫% বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি। • প্রতিবন্ধী বান্ধব বিদ্যালয় নির্মাণ। • প্রতিবন্ধীনারীদের অর্থনৈতিক সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ গঠন। • বিদ্যালয় এবং বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের হার ৩% এ উন্নীতকরণ। • বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোয় প্রতিবন্ধীদের বর্ধিতহারে নিয়োগ নিশ্চিতকরণ।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ এডুকেশান ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট (ইইডি), এনজিওসমূহ ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানাদি।

নারী উন্নয়ন নীতি২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
		এবং ব্রেইল পদ্ধতিতে প্রকাশনা।		
৩৯.৩ যে সমস্ত নারী অনিবার্য কারণে শিক্ষার মূলধারায় অন্তর্ভূক্ত হতে পারবে না, শুধুমাত্র সেইসব নারীর জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা বিবেচনা করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) • জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০০৯ • উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতি	• দেশের ৬টি বিভাগীয় শহরে অনাথ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য ভোকেশনাল/কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।	স্বল্পমেয়াদি • প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পর্যায়ক্রমে ব্রেইল পদ্ধতি এবং বাংলা ইশারা ভাষা প্রশিক্ষণ প্রদান। • প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি। • প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাইলট প্রকল্প হিসেবে ব্রেইল পদ্ধতি এবং বাংলা ইশারা ভাষা ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ। • প্রতিবন্ধীদের জন্য নির্মিত বিশেষ বিদ্যালয় সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা। • দেশের সব সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ৫% সিট সংরক্ষিত রাখা।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ন্যাশনাল একাডেমি অফ প্রাইমারি এডুকেশান (এনএপিই), ডিপার্টমেন্ট অফ সেকেন্ডারি এন্ড হায়ার এডুকেশান (ডিএসএইচই), তথ্য মন্ত্রণালয়।
৩৯.৪ প্রতিবন্ধী নারীদের শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম গ্রহণ করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা(২০১১-২০১৫) • জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ • জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১	• প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন ও প্রশিক্ষণ প্রদান। • বিশেষায়িত সেবাসম্পন্ন হাসপাতাল নির্মাণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ। • প্রতিবন্ধী সেবা এবং সহায়ক কেন্দ্রে বিনামূল্যে সহায়ক ডিভাইস এবং স্বাস্থ্যসেবা	স্বল্পমেয়াদি • স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থপনা মন্ত্রণালয় এর বাজেটে প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ বরাদ্দ প্রদান। • VGFএবং VGD সহ অন্যান্য সেফটি নেট এ প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিতকরণ।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ। সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, দূর্যোগ ব্যবস্থপনা ও ত্রাণ

নারী উন্নয়ন নীতি২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
		প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। • ভ্রাম্যমাণ প্রতিবন্ধী সেবাকেন্দ্র স্থাপন। • অটিজম রিসোর্স সেন্টার স্থাপন। • প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম। • অটিস্টিক শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র এবং কর্মজীবী প্রতিবন্ধীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ।		মন্ত্রণালয়
৩৯.৫ প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ ও নির্ণয়ের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ এবং পারিবারিক পরিবেশে প্রতিবন্ধী নারীদের লালন পালন ও বিকাশের জন্য তাদের পরিবারকে বিশেষ সহযোগিতা প্রদান করা।	পরিকল্পনা ও নীতি ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫)	• অটিজম বিষয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির লক্ষ্যে সচেতনতামূলক কার্যক্রম। • প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ কার্যক্রম। • প্রতিবন্ধী উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত এনজিওদের অনুদান প্রদান।	স্বল্পমেয়াদি • প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধে আন্তঃসেক্টরাল কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন। • প্রতিবন্ধী শিশুর অভিভাবকদের কাউন্সেলিং কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকরণ। • বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক টাইম ইউজ সার্ভে চালু করা। • পরিবারে প্রতিবন্ধীদের যত্নের বিষয়ে সামাজিক মনোযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সচেতনতা মূলক কার্যক্রম গ্রহণ। • প্রতিবন্ধীদের পরিবারে আর্থিক সাহায্য প্রদান।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ সমাজক্যলাণে মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়,মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৩৯.৬ প্রতিবন্ধিতার কারণে কোন নারী যেন জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির আওতায় কোন প্রকার অধিকার, সুবিধা ও সেবা			স্বল্পমেয়াদি • প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পর্যায়ক্রমে ব্রেইল পদ্ধতি ও ইশারা ভাষা প্রশিক্ষণ প্রদান। • প্রতিবন্ধীদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ

নারী উন্নয়ন নীতি২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করতে সকল অবকাঠামো, সুবিধা ও সেবাসমূহ সকলের জন্য প্রবেশগম্য করা।			আওতায় আনা। • নীতিমালায় বর্ণিত সুবিধা ও সেবা প্রাপ্তির বিষয় নিয়মিত মনিটর করা।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়,

২.২৩ গণমাধ্যম ও নারী

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর আলোকে গণমাধ্যম ক্ষেত্রে নারী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ম্যাট্রিক্স:

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
৪০.১ গণমাধ্যমে নারীর সঠিক ভূমিকা প্রচার করা, প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং অংশগ্রহণের বৈষম্য দূর করা। গণমাধ্যমে নারী ও কন্যা শিশুর বিষয়ে ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ।	আইন • তথ্য অধিকার আইন ২০০৯	• গণমাধ্যমে স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, জেন্ডার ও শিশুদের অধিকার প্রচার। • গণমাধ্যমে নারীর আত্ম-কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন শিক্ষা, শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার	স্বল্পমেয়াদি • জেন্ডার সংবেদনশীল সমন্বিত গণমাধ্যম নীতিমালা প্রণয়ন। • নারী ও শিশু বিষয়ক অনুষ্ঠানমালা প্রচারে জেন্ডার রেসপনসিভ সমন্বিত গণমাধ্যম নীতিমালা অনুসরণ। প্রত্যেকটি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের জেন্ডার কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য মনিটরিং সেল গঠন। নারী মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে অনুষ্ঠান প্রচার। মধ্যমেয়াদি • জাতীয় পর্যায়ের সকল গণমাধ্যমে জেন্ডার সংবেদনশীল অনুষ্ঠান নির্মাণ ও জেন্ডার সংবেদনশীলভাবে সম্প্রচার করা। • নারীর বহুমাত্রিক ভূমিকা প্রচারের লক্ষ্যে তথ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গণমাধ্যম বিষয়ে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ: তথ্য মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ টেলিভিশন, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া হাউজ।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
৪০.২ নারীর প্রতি অবমাননাকর, নেতিবাচক, সনাতনী প্রতিফলন এবং নারীর বিরূদ্ধে সহিংসতা বন্ধের লক্ষ্যে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	পরিকল্পনা ও নীতি • বেসরকারি মালিকানাধীন এফ.এম বেতার কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা ২০১০	• নারীর প্রতি সহিংসতার বিরূদ্ধে প্রচার অভিযান।	স্বল্পমেয়াদি • সব গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে যৌননিপীড়ন বিরোধী আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রয়োগ। দীর্ঘমেয়াদি • প্রিন্ট ও ভিজ্যুয়াল গণমাধ্যমে ভিকটিম ও সার্ভাইভার নারী প্রসঙ্গে শোভন ও বস্তুনিষ্ঠ শব্দ ব্যবহার। • নির্যাতনের শিকার নারীর সব ধরনের গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়টি গণমাধ্যম কর্মীদের কোড অফ কন্ডাক্ট এর আওতাধীন করা। • শহর ও গ্রাম উভয় পরিসরে ভিকটিম ও সার্ভাইভার নারী ও শিশু প্রসঙ্গে সামাজিক নেতিবাচক ধ্যানধারণা প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন ও সম্প্রচার। • নারীর প্রতি নিপীড়ন প্রতিকার ও প্রতিরোধ কল্পে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও গণপ্রতিরোধমূলক অনুষ্ঠান প্রচার। • আত্মসচেতন ও প্রত্যয়ী নারী সমাজ গঠনে নারীর জীবনভিত্তিক তথ্যচিত্র নির্মাণ এবং বিভিন্ন মহীয়সী নারীর জীবনীভিত্তিক অনুষ্ঠান সম্প্রচার। • মুক্তিযুদ্ধে বীরঙ্গনা ও মুক্তিযোদ্ধা-নারীর অবদান ভিত্তিক তথ্যচিত্র ও অনুষ্ঠান সম্প্রচার। • মূলধারার গণমাধ্যমে ৩৩% নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ তথ্য কমিশন, বাংলাদেশ টেলিভিশন, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, জাতীয় গণমাধ্যম ইন্‌স্টিটিউট, সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া হাউজ।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
			• নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি ইতিবাচক মনোভাব উৎসাহিত করে সাংবাদিকতার অন্যতম মূলনীতি প্রণয়ন করা। • অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতনের সংবাদ পরিবেশনে সতর্কতা অবলম্বন।	
৪০.৩ বিভিন্ন গণমাধ্যমের ব্যবস্থাপনা ও আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে নারীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা।			দীর্ঘমেয়াদি • মিডিয়াকর্মী হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা অধ্যয়নে নারীশিক্ষার্থীর জন্য কোটা সংরক্ষণ। • সর্ব শ্রেণীর গণমাধ্যমকর্মীর জন্য আধুনিক ও উন্নত মিডিয়া বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তাতে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন বরাদ্দকরণ। • দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের আওতায় গণমাধ্যমে নিয়োজিত নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে কর্মজীবী মা, ডিভোর্সিসহ বিভিন্ন সুবিধাবঞ্চিত নারীর জন্য আবাসন সুবিধা প্রদান। • সব গণমাধ্যম কর্মী, বিশেষত নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে জেন্ডার সংবেদনশীল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রণয়ন। • জেন্ডার সংবেদনশীল জাতীয় সমন্বিত গণমাধ্যম নীতিমালা প্রণয়ন এবং জেন্ডার সংবেদনশীলতার প্রেক্ষিত সম্পন্ন ট্রেনিং মডিউল প্রণয়ন। • গণমাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসেবে নারীর	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগঃ তথ্য মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বেসরকারি মিডিয়া প্রতিষ্ঠান, পিআইবি।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন	ভবিষ্যত কর্মসূচী ও সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
			অংশগ্রহণ ৩৩% এ উন্নীতকরণ।	
৪০.৪ প্রচার মাধ্যম নীতিমালায় জেন্ডার প্রেক্ষিত সমন্বিত করা।			স্বল্পমেয়াদি • জেন্ডার সংবেদনশীল জাতীয় সমন্বিত গণমাধ্যম নীতিমালা প্রণয়ন। দীর্ঘমেয়াদি • তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে সম্প্রচার লাইসেন্স প্রদান এবং অনুষ্ঠান সম্প্রচারে জেন্ডার সংবেদনশীলতাকে শর্ত হিসেবে সংযোজন। • সর্বস্তরের মিডিয়া কর্মীদের মধ্যে জেন্ডার সাম্যতা বিধানে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান। • গণমাধ্যমে নারী সাংবাদিকদের সঙ্গে পুরুষ সহকর্মীদের আচরণ সম্পর্কিত কোড অফ কন্ডাক্ট প্রণয়ন।	মূল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ: তথ্য মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। সহায়ক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা:তথ্য কমিশন, বাংলাদেশ টেলিভিশন, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া হাউজ, ডেভেলপমেন্ট পার্টনার।

৩.০তৃতীয় ভাগ : বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ অর্জন করার লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নে প্রয়োজন নেতৃত্ব, দক্ষতার সঙ্গে কার্য সম্পাদন, সমন্বয় এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার। যেসকল মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর সঙ্গে সুদৃঢ়ভাবে সম্পর্কিত তাদের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নেতৃত্ব প্রদান করবে এবং সকল কাজের সমন্বয় সাধন করবে । মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সঙ্গে একত্রিতভাবে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ও জাতীয় মহিলা সংস্থার কর্মকর্তাগণ, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং নারী সংগঠন এবং বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যোগাযোগ ও সুবিন্যস্ত মতবিনিময় নিশ্চিত করবে। জাতীয় কর্মপরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, সুশীল সমাজ এবং এনজিও প্রতিনিধি, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে নিয়মিত পরামর্শ আদান-প্রদান নিশ্চিত করবে।

৩.১জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বাবলী

- নারী ও শিশুর প্রতি সাংবিধানিক নির্দেশনাবাস্তবায়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কৌশল নির্ধারণ করবে, সকল প্রকল্প ও কর্মসূচীকে দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করবে।
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১এর ভিত্তিতে বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদেরনিকট পেশ করবে।
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১তে বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ, নীতি নির্ধারণ ও নারী অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১এর কার্যকর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের একত্রিতভাবে কাজ করবার লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবে।
- নীতি, প্রকল্প ওকর্মসূচীতে জেন্ডার বিষয়াবলীকে মূলধারায় আনয়নের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশিস্নষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে বিষয়/খাতভিত্তিক নির্দেশনা প্রদান করবে। সংশিস্নষ্ট মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট কিংবা মনোনীত কর্মকর্তার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের ভিত্তিতে এই সহযোগিতা নিশ্চিত করবে।
- জাতীয় কর্মপরিকল্পনার কার্যকর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিয়মিত সুশীল সমাজ এবং এনিজওসমূহের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখবে।

৩.২ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কৌশল

৩.২.১ জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ডের তত্ত্বাবধানের সর্বোচ্চ পরিষদ জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদমাননীয়প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে গঠিত হয়েছে। পরিষদ৬মাস অন্তর সভায় মিলিত হবে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি২০১১ তে এই পরিষদের কার্যপরিধি উলেস্নখরয়েছে:

ক. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।

খ. শিশুর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং শিশু কল্যাণের নিমিত্তে সার্বিক নীতি নির্ধারণ ও অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনবোধে নতুন আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান আইনসমূহের সময়োপযোগী সংশোধন ও পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন।

গ. নারী ও শিশু উন্নয়নের জন্য প্রণীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।

ঘ. নারীর প্রতি সর্ব প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ এবং শিশু অধিকার সনদের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ।

ঙ. মহিলাদের আইনগত অধিকার, উন্নয়ন এবং নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়াবলীসম্বন্ধে নীতি প্রণয়ন।

চ. সকল কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের স্বার্থ সংরক্ষণ, অংশগ্রহণ ও তাদের ভাগ্যোন্নয়ন সম্পর্কে গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

ছ. জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

৩.২.২নারী উন্নয়ন বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কমিটি

এই কমিটি সমন্বয় ও মূল্যায়নের একটি শক্তিশালী কমিটি হিসেবে কাজ করবে। মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৩ মাস অন্তর এই কমিটি সভায় মিলিত হবে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভাগের ফোকাল পয়েন্ট ও সরকারী বেসরকারী নারী উন্নয়নমূলক সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে এই কমিটি গঠিত হবে। নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মসূচী পর্যালোচনা, সমন্বয় ও মূল্যায়ন এবং সংশিস্নষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সমস্যা চিহ্নিত করে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী বাস্তবায়নে কমিটি পরামর্শ দিবে।

কমিটির দায়িত্ব:

- আন্তঃমন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সমন্বয় এবং মন্ত্রণালয়সমূহের বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন।
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি বিষয়ক রিপোর্ট প্রদান এবং বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন মনিটরিং।
- স্বতন্ত্র দক্ষ ব্যক্তিদের একটি টিমের মাধ্যমে প্রতি ২ বছরে জাতীয় কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ।
- মূল্যায়ন সাপেক্ষে কর্মপরিকল্পনার পরিবর্তন ও সংশোধন।
- প্রতি ৫বছর অন্তর এই নীতির বাস্তবায়ন প্রভাব মূল্যায়ন।

৩.২.৩ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ এবংযৌতুক বিরোধী জাতীয় কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত আন্ত:মন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/ প্রতিমন্ত্রী এই কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ কমিটির সদস্য রয়েছেন। মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশে যেসকল কমিটি, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে কাজ করছে তাদের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সমন্বয় সাধন এই কমিটির উদ্দেশ্য। পুলিশ ও অন্যান্য এজেন্সিগুলোর কার্যক্রমের পরিবীক্ষণের মাধ্যমে এই পরিষদ নিপীড়িতদের সহযোগিতা প্রদান করবে। এই কমিটি বছরে দুবার সভায় মিলিত হবে।

এই কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষানের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে একটি স্টিয়ারিং কমিটি রয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিব, সংস্থা প্রধান এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ কমিটির সদস্য হিসেবে রয়েছেন।

৩.২.৪ নারী উন্নয়নে ফোকাল পয়েন্ট :

নারী উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংসদ যুগ্ম-সচিব পর্যায়ে একজন কর্মকর্তাকে নারী উন্নয়নে ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করা হবে। ফোকাল পয়েন্টদের দায়িত্বের মধ্যে থাকবে নারী উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত প্রকল্প চিহ্নিত করা এবং গৃহীত প্রকল্প /কর্মসূচীতে জেন্ডার প্রেক্ষিত অন্তর্ভূক্ত করা, সেক্টরাল পলিসিতে নারী উন্নয়ন বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা, জেন্ডার সম্পর্কিত ডাটা ও তথ্য সংরক্ষণ। নারী উন্নয়নে ফোকাল পয়েন্টদের নিয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এর সভাপতিত্বে ৩ মাস অন্তর সভা করা হবে।

৩.২.৫ পলিসি লিডারশিপ এ্যাডভোকেসি ইউনিট (পল্লাউ):

নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য এই ইউনিট সক্রিয় থাকবে:

- পল্লাউ ইউনিট জেন্ডার, নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী অধিকার প্রশ্নে একটি চিন্তাশীল ইউনিট হিসেবে কাজ করবে, যা নারী উন্নয়নে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচীকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকর করবার জন্য বহুমাত্রিক বুদ্ধিবৃত্তিক সহযোগিতা প্রদান করবে।
- এই ইউনিট নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এবং সিডো কনভেনশনের সঙ্গে যাতে বিভিন্ন নীতির সামঞ্জস্য বজায় থাকে সে উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের নীতিমালা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে।
- এই ইউনিট নারী অধিকার বিষয়ে যে সকল আন্তর্জাতিক কনভেনশন ও চুক্তিতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সেসব প্রসঙ্গ পরিবীক্ষণ করবে এবং প্রাসঙ্গিক সরকারি নীতিগুলোপ্রয়োজনীয় পরিবর্তনের সুপারিশ করবে।
- নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এবং সিডো কনভেনশনসহ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুপারিশকৃত অপরাপর নীতি এবং কনভেনশনগুলোর বিভিন্ন দিক পর্যালোচনাপূর্বক এই ইউনিট বিবিধ নীতিমালার মধ্যে সমন্বয় সাধন ও নীতির ড্রাফট লিখনে কাজ করবে।
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ত্রৈমাসিক রিপোর্টের ভিত্তিতে নারী উন্নয়ন বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কমিটি,জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদএবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক রিপোর্ট প্রদান করবে।

৩.৩বাস্তবায়ন কৌশল

৩.৩.১ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দক্ষতা বৃদ্ধি

সরকার নারী অধিকার ও নারী ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেসব সম্পাদন ও অর্জনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দক্ষতা বৃদ্ধি ও অবকাঠামো সম্প্রসারণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত অধিদপ্তর, সংস্থা এবং প্রকল্পে প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে এবং বিদ্যমান কর্মকর্তা কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩.৩.২ মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থাও অধিদপ্তরের কার্যপরিধি সম্প্রসারণ

মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমকে বিভিন্ন বিভাগ ও অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিভাগীয় শহর থেকে জেলা ও উপজেলা শহরে বিস্তারের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করবার প্রয়োজন রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থা ও অধিদপ্তরের সেবা প্রদানের সীমানা বিস্তৃত করবার মাধ্যমে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমকে তার দুই টার্গেট গ্রম্নপ নারী ও শিশু পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে।

নারীদের সুরক্ষা বিধানের জন্য মৌলিক আইন যেমন,নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন২০০০ এবং পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ এর কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করবে। এর সঙ্গে সঙ্গে উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের নারীসদস্য, সুশীল সমাজ ও এনজিও প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ বজায় রাখা নিশ্চিত করবে। জাতীয় কর্মপরিকল্পনার কার্যকর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক সকল সংস্থার সাথে একটি সমন্বিত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করবে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমীরমাধ্যমে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বিস্তৃত হবে। এ লড়্যে জরম্নরী ভাবে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা আবশ্যক।

- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর অধীনে শুন্য পদে নিয়োগ প্রদান এবং নিয়োগকৃতদের কার্যতালিকা সুনির্দিষ্টকরণ, তাদেরজেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- নারী, কন্যাশিশু এবং শিশুদের প্রতি জনগণের আচরণগত পরিবর্তন আনবার জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমী কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের জনসচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ।
- জাতীয় মহিলা সংস্থা বিভিন্ন ধরনের তথ্যভিত্তিক ক্যাম্পেইন চালু রাখবে যাতে জনসাধারণ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, সিডো কনভেনশন এবং পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর জেন্ডার ইস্যু, নারী অধিকার, নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, সিডো কনভেনশন, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরড়্গা) আইন ২০১০ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি প্রশিক্ষক দল গঠন করবে এবংপ্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন করবে। এই প্রশিক্ষকদলে সরকার এবং বিশেষায়িত বেসরকারি সংস্থার প্রশিক্ষক, ফেসিলেটর এবং রিসোর্স পার্সন থাকবেন।

৩.৩.৩ সমন্বয় ও সহযোগিতা

জাতীয় কর্মপরিকল্পনার অধীনে যে মৌলিক কার্যক্রম রয়েছে সেগুলো সম্পাদনের মূল সমন্বয়কারী হলো মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। জাতীয় কর্মপরিকল্পনার বিভিন্ন খাতভিত্তিক উদ্দেশ্য পূরণে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব রয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশিস্নষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ এবং তাদের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত সহযোগী মন্ত্রণালয়গুলোর সঙ্গে একত্রিতভাবে একটি বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে যার ওপর ভিত্তি করে মন্ত্রণালয়সমূহের কার্যক্রম নির্ধারিত হবে। বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা কাঙ্ক্ষিত আর্থিক, জনসম্পদ এবং টেকনিক্যাল উৎসের কথা নির্দিষ্ট করবে।

বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনাবাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারী উন্নয়ন বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কমিটির কাছে অনুমোদনের জন্য পেশ করবে। নারী উন্নয়ন বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এই কর্মপরিকল্পনার সমন্বয়ক ও সহযোগিতা প্রদানকারী হিসেবে কাজ করবে।

নারী উন্নয়ন বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কমিটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করবে। যেসব মন্ত্রণালয় কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে নারী উন্নয়ন বিষয়ক অগ্রগতিতে এগিয়ে আছেন তারা পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ পাবে। স্বচ্ছতা ও ইতিবাচক প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সব মন্ত্রণালয়কে তুলনামূলক অগ্রগতির রিপোর্ট প্রদান করতে হবে।

৩.৪.টেকসই বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীতব্য পদক্ষেপ

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি সুষ্ঠুও কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত সুপারিশসমূহ গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৩.৪.১ এ্যালোকেশন অব বিজনেস-এ নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভূক্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের এলোকেশন অব বিজনেস-এ নারী উন্নয়ন বিষয়ক উলেস্নখযোগ্য দায়িত্ব রয়েছে।নারী উন্নয়নে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগের গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও কিন্তু এ এ্যালোকেসন অব বিজনেস বিষয়টি সুনির্দিষ্ট নেই। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনাসম্পূর্ণরূপে ও সুচারূভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অন্য মন্ত্রণালয়সমূহের নারী উন্নয়ন বিষয়ক কৌশলগত সম্পৃক্ততার জন্য তাদের এলোকেশন অব বিজনেস সংশোধন করা প্রয়োজন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৩.৪.২ জেন্ডার রেসপনসিভ বাজেটিং জোরদার করা

দেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো প্রতিষ্ঠা একটি উলেস্নখযোগ্য সংযোজন। এ প্রথমবারের মত দারিদ্র্য বিমোচন ও নারী উন্নয়নে সরকারের বরাদ্দের কতভাগ ব্যয় হবে তা নির্ধারণ এবং এর উপর মন্ত্রণালয়ে কৌশলগত উদ্দেশ্যের প্রভাব যাচাইয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রক্রিয়া অনুসরণ অব্যাহত রাখা হবে। বাজেটকৃত অর্থের মধ্যে দিয়ে ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কাঠামো শক্তিশালী করা হবে এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহের বাজেট প্রণয়নের সাথে জড়িত কমকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৩.৪.৩ প্রশাসনে নারী কর্মকর্তাদের বর্ধিতহারে অংশগ্রহণ

১৯৯৭ সালে প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনাতে প্রশাসনে নারীদের অংশগ্রহণকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল। গত ১৫ বছরে প্রশাসনে নারীদের অবস্থানের সার্বিক পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়েছে তবে, এখনও এই ক্ষেত্রে আরও উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। অর্থ বিভাগের ২০১১-১২ অর্থ বছরের জেন্ডার বাজেটিং রিপোর্টেউলেস্নখ করা হয়েছে যে,শুধু মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়েই শতকরা ২০% কর্মকর্তা নারী। সবচেয়ে কম নারী-কর্মকর্তা রয়েছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে এবং সব মন্ত্রণালয় মিলে কর্মরত নারী-কর্মকর্তাদের গড় হার হচ্ছে ৪.৭%। প্রশাসনে, বিশেষ করে সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সরকারকে একটি সামগ্রিক নারীবান্ধব কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এলড়্যেকর্মজীবী নারীদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার, বাসস্থান এবং গর্ভবতী নারীদের পরিচর্যার ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য প্রস্তাবিত সিভিল সার্ভিস আইন এ জেন্ডার সংবেদনশীলতা এবং জেন্ডার বিষয়ক অগ্রাধিকারসমূহ অন্তর্ভূক্ত করা অত্যন্ত জরম্নরী।

৩.৪.৪ নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১সাথে উন্নয়ন কার্যক্রম সামঞ্জস্যপূর্ণ করা

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি২০১১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এবং সিডো (CEDAW) দলিলের ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছে। সুতরাং সকল মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া আবশ্যক সেকারণে সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্প এবং কর্মসূচী জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ করে প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। চলমান প্রকল্প ও কর্মসূচীকে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ করার লড়্যে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে।

৩.৫ জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সম্পৃক্ত কমিটিসমূহ এবং পরামর্শক

কমিটিসমূহ:

১। জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৩ প্রণয়ন-এর লক্ষ্যে ওয়ার্কিং গ্রম্নপ

২। জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৩ প্রণয়ন-এর লক্ষ্যে টেকনিক্যাল কমিটি

পরামর্শক:

১। প্রধান পরামর্শক- মিস তাহেরা ইয়াসমিন।

২। সহযোগী পরামর্শক- জনাব মো: শহিদুলস্নাহ কাওসার ।

৩। সহযোগী পরামর্শক- মিস ফাতেমা সুলতানা সোভা।

৪। সিনিয়র এ্যাডভাইজার-ড. সৌমিত্র শেখর, প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

এনেক্স-১

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৩ প্রণয়ন-এর লক্ষ্যে ওয়ার্কিং গ্রম্নপ

ওয়ার্কিং গ্রম্নপের গঠন (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১. চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা।- প্রধান সমন্বয়কারী

gvbbxq msm` m`m¨MY

২. জনাব এ.এন মাহফুজা খাতুন বেবী মওদুদ, মাননীয় সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

৩. জনাব ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, মাননীয় সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

৪. জনাব ফজিলাতুননেসা বাপ্পী, মাননীয় সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

৫. জনাব পিনু খান, মাননীয় সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

৬. জনাব রওশন জাহান সাথী, মাননীয় সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

৭. এ্যাডঃ তারানা হালিম, মাননীয় সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

৮. মোছাঃ শেফালী মমতাজ, মাননীয় সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

৯. প্রিন্সিপাল খাদিজা খাতুন সেফালী, মাননীয় সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

gwnjvl wki welqK gš¿Yvjq, gwnjv welqK Awa`ßi, RvZxq gwnjv ms¯'v

১০. যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন ও পরি), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১১. নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থা

১২. পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

১৩. উপ-প্রধান, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১৪. সিনিয়র সহকারী প্রধান-পরি-৩, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

DBW †dvKvj c‡q›UMY:

১৫. অতিরিক্ত-সচিব (জেন্ডার ইস্যুজ), স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

১৬. যুগ্ম-প্রধান (স্কাইসোয়াম উইং), আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ

১৭. প্রধান (পরিকল্পনা), শিক্ষা মন্ত্রণালয়

১৮. যুগ্ম-প্রধান, কৃষি মন্ত্রণালয়

১৯. যুগ্ম-সচিব, ধর্ম মন্ত্রণালয়

wewf bœgwnjv Dbœqb msMVb I †emiKvix cÖwZôvbt

২০. জনাব আয়েশা খানম, সভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

২১. জনাব সীমা মোসলেম, সচিব, ট্রেনিং, রিসার্চ এবং লাইব্রেরী সাব-কমিটি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

২২. জনাব আশরাফুন নাহার মিষ্টি, সদস্য সচিব ও নির্বাহী পরিচালক, প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

২৩. জনাব রেখা সাহা, পরিচালক, স্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট

২৪. জনাব বিভু রঞ্জন সরকার, পরিচালক,স্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট

২৫. জনাব মোঃ নুরন্নল ইসলাম, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার ,এ্যাসিড সারভাইভার্স ফাউন্ডেশন

২৬. জনাব মেইদা চৌধুরী , পরিচালক, প্রোগ্রাম পলিসি এন্ড ক্যাম্পেইন, এ্যাকশন এইড

২৭. জনাব তাহমিনা হক , ম্যানেজার, ইউমেন রাইটস এন্ড জেন্ডার ইকুয়্যালিটি, এ্যাকশন এইড

২৮. জনাব মোহাম্মদ আলী হাজারী , সিইও, ইউনাইটেট পিপল ট্রাস্ট

২৯. জনাব দিলনাশিন মোহসিন, মেম্বার ট্রাস্টি বোর্ড ,ইউনাইটেট পিপল ট্রাস্ট

৩০. জনাব ওমর তারেক চৌধুরী, পরিচালক ,বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ

৩১. জনাব রাশেদা আক্তার খানম, উইমেন ফর উইমেন

৩২. জনাব আব্দুল আজিজ খান, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতি

৩৩. প্রফেসর হান্নানা বেগম ,৭০/এ লেক সার্কাস এলাকা, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫

৩৪. জনাব সাবিরা সুলতানা ,এ্যাডভোকেসী কো-অর্ডিনেটর, চাইল্ড প্রটেকশন, ওয়ার্ড ভিশন বাংলাদেশ

৩৫. জনাব রিতা অধিকারী , এ্যাডভোকেসী কো-অর্ডিনেটর, জেন্ডার ডেভেলপমেন্ট এন্ড ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, ওয়ার্ড ভিশন বাংলাদেশ

৩৬. এ্যাডঃ ইউ এম হাবিবুন নেছা, সভাপতি, নারী পক্ষ

৩৭. জনাব সাদেক সাজ সিদ্দিকী, সদস্য, নারী পক্ষ

৩৮. জনাব তাহমিনা রহমান, আর্টিক্যাল-৯

৩৯. জনাব নিনা গোস্বামী , আইন ও সালিশ কেন্দ্র

৪০. জনাব নাসিমা আক্তার জলি, দি হাংগার প্রজেক্ট, বাংলাদেশ

৪১. কাজী বেবী, নির্বাহী পরিচালক, পিডিএপি

৪২. এ্যাড সালমা আলী, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতি

৪৩. জনাব মিতালী জাহান, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতি

৪৪. জনাব লাকী আক্তার, এন, এ, ডি, পি, ও

৪৫. জনাব মাহিন সুলতানা, সেন্টার ফর জেন্ডার এন্ড সোস্যাল ট্রান্সফরমেশন

৪৬. জনাব তাহমিনা হক, একশন এইড বাংলাদেশ

৪৭. জনাব বনশ্রী মিত্র নিয়োগী,প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর , মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

৪৮. জনাব তাহেরা ইয়াসমিন, পরামর্শক, এনপি প্রণয়ন প্রকল্প

bvix mvsewi K msMVbt

৪৯. জনাব নাদিরা কিরণ, নারী সাংবাদিক কেন্দ্র

৫০. জনাব কাবেরী গায়েন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৫১. নারী সাংবাদিক কেন্দ্র

৫২. পরিচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ১৪৫, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা।- সদস্য সচিব

এনেক্স-২

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৩ প্রণয়ন-এর লক্ষ্যে টেকনিক্যাল কমিটি

সভায় অংশগ্রহণকারীদের তালিকা

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	প্রতিষ্ঠান
১.	জনাব মোঃ আশরাফ হোসেন	মহা-পরিচালক	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
২.	জনাব বিকাশ কিশোর দাস	যুগ্ম-সচিব	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩.	নাজনীন বেগম	নির্বাহী পরিচালক	জাতীয় মহিলা সংস্থা
৪.	জনাব কামাল উদ্দিন	পরিচালক	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৫.	বেগম নাসরিন আক্তার	প্রকল্প পরিচালক	জাতীয় মহিলা সংস্থা
৬.	ড. আবুল হোসেন	প্রকল্প পরিচালক	নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম
৭.	জনাব মোঃ আলমগীর হোসাইন	উপ-প্রধান	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৮.	জনাব আ.স.ম আশরাফুল আলম	সিনিয়র সহকারী প্রধান	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৯.	বেগম নূরন্নাহার বেগম	সিনিয়র সহকারী প্রধান	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১০.	বেগম সাবিনা সুলতানা	সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার	নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম
১১.	বেগম তাহেরা ইসলাম	কনসালটেন্ট	ন্যাশনাল এ্যাকশন প্ল্যান প্রকল্প
১২.	আফরোজা বেগম	প্রোগ্রাম অফিসার	জাতীয় মহিলা সংস্থা